॥ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।
বৈদর্ভ্যাঃ স তু সন্দেশং নিশম্য যদুনন্দনঃ।
প্রগৃহ্য পাণিনা পাণিং প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥১॥

১। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ। সঃ যদুনন্দনঃ তু বৈদর্ভ্যাঃ (রুক্মিণ্যাঃ) সন্দেশং নিশম্য পাণিনা পাণিং (ব্রাহ্মণস্য পাণিং) প্রগৃহ্য (সকম্প-পুলকাদি-প্রেমবিকারাকুলাত্বাদিনা) ইদং গৃহীত্বা (বক্ষ্যমান প্রকারং) অব্রবীৎ (কথয়ামাস) ॥

১। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজা পরীক্ষিৎ! শ্রীরুক্মিণীর প্রেরিত সংবাদ শুনে সকম্প-পুলকাদি প্রেমবিকারে আকুল হয়ে ব্রাহ্মণটির হস্ত ধরে ভাববিশেষে হাসতে হাসতে বক্ষ্যমান বিষয় বলতে আরম্ভ করলেন।

১। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকাঃ** তু-শব্দঃ ক্রমপ্রাপ্ত-শ্রীকৃষ্ণভাববর্ণন-রূপে প্রকরণভেদে। তথৈবাভিব্যঞ্জয়তি—প্রগৃহ্যেতি, প্রকর্ষেণ পুলকাদিপ্রেমবিকারেণ গৃহীত্বা, পাণিনা চেদং পাণিগ্রহণং সখ্যসম্পাদনায়, তচ্চ হার্দ্দমপি ব্যঞ্জয়িতুম্। ঈষদ্ব্রীড়াসহিতেন প্রহর্ষেণ ভাববিশেষেণ চ প্রকৃষ্টং হসন্। যদুনন্দন ইতি রুক্মিণীপরিগ্রহাৎ যদুকুলস্যানন্দনবৈশিষ্ট্যাভিপ্রায়েণ ॥জী॰ ১॥

১। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদঃ** 'তু' শব্দের ব্যবহার ক্রমপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের ভাববর্ণন-রূপ প্রকরণ ভেদে সেইরূপই প্রকাশ করা হল, 'প্রগৃহ্য' ইত্যাদি কথায়। **প্রগৃহ্য**—'প্র' প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ পুলকাদি প্রেমবিকারের সহিত [হাত] ধরে—আরও এই পাণিগ্রহণ সখ্যসম্পাদন করার জন্য, তাও করলেন হৃদ্যতা প্রকাশের জন্য। **প্রহসন্**—ঈষৎ লজ্জার সহিত ও ভাববিশেষের সহিত মৃদুমৃদু হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন জী॰ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ।
তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি।
বেদাহং রুক্মিণা দ্বেষান্মমোদ্বাহো নিবারিতঃ॥ ২॥

তামানয়িষ্য উন্মথ্য রাজন্যাপসদান্ মৃধে।
মৎপরামনবদ্যাঙ্গীমেধসোঽগ্নিশিখামিব ॥ ৩॥

২। **অন্বয়** ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ—তথা অহমপি তচ্চিত্তঃ (তদ্গতহৃদয়) [সন্] নিশি নিদ্রাঞ্চ ন লভে, দ্বেষাৎ রুক্মিণা মম উদ্বাহঃ (বিবাহঃ) নিবারিতঃ [ইতি] অহং বেদ (বেদ্মি)।

৩। **অন্বয়** ঃ এধসোঽগ্নিশিখামিব (কাষ্ঠে বিবৃদ্ধ্য অগ্নিশিখামিব) রাজন্যাপসদান্ (হীন রাজগণান্) মৃধে (যুদ্ধে) উন্মথ্য (নির্মথ্য) মৎপরাং (মদেকচিত্তাং) অনবদ্যাঙ্গীং তাং (রুক্মিনীং) আনয়িষ্যে।

২। **মূলানুবাদ** ঃ হে ব্রাহ্মণ! রুক্মিণী যেরূপ মদ্গতচিত্তা হয়েছে, সেইরূপ আমিও তদ্গতচিত্তা হয়ে রাতে ঘুমোতেও পারিনি। তার ভাই রুক্মী যে দ্বেষবশতঃ বোনের সহিত আমার বিবাহে বাদ সেধেছে, তা আমি জানি।

৩। **মূলানুবাদ** ঃ মৎপরা অনবদ্যাঙ্গী রুক্মিণী কাষ্ঠে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে তার আবরণস্বরূপ হীন রাজগণকে যুদ্ধে জ্বালিয়ে দিবে, আমি নিমিত্তমাত্র হয়ে তাকে তুলে নিয়ে আসব।

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ত্রিপঞ্চাশত্তমে কৃষ্ণো গত্বা কুণ্ডিনমর্চ্চিতঃ।
ভীষ্মকেণাহরদ্ভৈষ্মীং দেব্যর্চ্চায়ৈ বিনির্গতাম্॥

রুক্মিণী কৃষ্ণৈকচিত্তা বহিরন্তর্ব্যাকুলৈবাস্তি স্ম। স কৃষ্ণস্তু রুক্মিণ্যেকচিত্তত্বাদন্তর্ব্যাকুলোঽপি প্রহসন্ প্রহাসেন স্বহর্ষমাবিষ্কুর্ব্বন্॥ বি॰ ১॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ ৫৩ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে,—কুণ্ডিন নগরে গেলে রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মকের দ্বারা অর্চিত কৃষ্ণ দূর্গাদেবী অর্চনার্থে বহির্গত রুক্মিণীকে হরণ করলেন।

কৃষ্ণৈকচিত্তা রুক্মিণী তো বহিরন্ত ব্যাকুলা ছিলেনই, সেই কৃষ্ণও রুক্মিণীতে একচিত্তা হওয়া হেতু অন্তরে ব্যাকুল হলেও **প্রহসন্**—মুখে হাসি টেনে এনে বলতে লাগলেন॥ বি॰ ১॥

২। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ সা যথা মচ্চিত্তা তথা; তল্লক্ষণমাহ—নিদ্রাঞ্চ নিদ্রামপি, কুতোঽন্যদুপভোগাদিসুখমিত্যর্থঃ। অত্র বিঘটননিদানস্যাপি মম জ্ঞাতত্বাৎ। ময়া স্বত এব তৎসমাধানং কর্ত্তব্যমিত্যাহ—বেদেতি সার্দ্ধৈ॥ জী॰ ২॥

২। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ তথা**—রুক্মিনী যথা মদ্গতচিত্তা তথা আমিও তদ্গতচিত্তা।—এর লক্ষণ বলা হচ্ছে, ঘুমোতেও পারিনি, অন্য উপভোগাদি সুখের কথা আর বলবার কি আছে? —এই অঘটনের মূল কারণও আমার জানা থাকা হেতু আমার পক্ষে স্বতঃই তার সমাধান করা কর্তব্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, বেদাহং ইতি ॥ জী ২ ॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বেদ বেদ্মি ॥ বি॰ ২ ॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বেদ**—আমি জানি ॥ বি॰ ২ ॥

৩। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ** তামানয়িষ্য ইতি এতাবন্তং কালং তস্যা এবাভিপ্রায়ং প্রতীক্ষে ইতি ভাবঃ। তর্হি মমানাগমনে ভবাংস্তামুপেক্ষেতৈব,, ন তদীয়-মহাগুণাকৃষ্টত্বান্নমেত্যভিপ্রায়েণ তাং বিশিনষ্টি। মৎপরামিতি পদদ্বয়েন তৎপরত্বে সর্ব্বসদ্গুণবত্তাসিদ্ধ্যৈব, 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা' (শ্রীভা ৫।১৮।১২) ইত্যাদেঃ; এবং 'শ্রুত্বা গুণান্' (শ্রীভা ১০।৫২।৩৭) ইত্যাদিনা তদুক্তনিজগুণ-রূপবত্তস্যা অপি গুণরূপে বোধিতে। উচ্চৈর্মথিত্বেতি, নির্ম্মথ্যেতি—তদুক্তানুসারেণ তদুক্তপ্রতিপালনপরতা বোধিতা। রাজন্যাপসদানিতি মুহুর্নির্জ্জয়াদিনাপমানেনাপি লজ্জাদ্যভাবাৎ, দুর্বুদ্ধিতানপগমাচ্চ। মৃধে ইতি—যুদ্ধমধ্যে সাক্ষাদেব. ন তু মায়ান্তর্দ্ধানাদিনেত্যর্থঃ, ইতি নিজপরাক্রমঃ সূচিতঃ। এধস ইতি দৃষ্টান্তেন যজ্ঞীয়াগ্নিশিখাবদ্দারুণাচ্ছন্নত্বেঽপি পরিশ্রমেণাবশ্যোদ্ধার্য্যত্বং ধ্বনিতম্। এবং তদশেষসন্দেশ-প্রত্যুত্তরমপ্যূহ্যম্ ॥ জী॰ ৩ ॥

৩। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ তামানয়িষ্য**—রুক্মিণীকে নিয়ে আসা ব্যাপারে এতদিন তারই অভিপ্রায় জানার অপেক্ষা করছিলাম। তাই আমার অনাগমনকালেও সবগুণযুক্ত সে তদীয় মহাগুণাকৃষ্ট আমার উপেক্ষিতা ছিলনা নিশ্চয়ই—এই অভিপ্রায়ে তাকে বিশেষান্বিত করা হচ্ছে, মৎপরা ও অনবদ্যাঙ্গী বিশেষণে। **মৎপরামিতি**—এই পদদ্বয়েরদ্বারা কৃষ্ণবিষয়ে সর্ব্বগুণবত্তা সিদ্ধই হচ্ছে 'যার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি'—আছে (শ্রীভা॰ ৫।১৮।১২) ইত্যাদি প্রমাণে এবং 'গুণ শুনে' (ভা॰ ১০।৫২।৩৭) ইত্যাদি দ্বারা। সেই উক্ত নিজ-গুণ-রূপবতী তাঁরও গুণরূপ বুঝান হয়েছে। **উন্মথ্য**—বিশেষভাবে মথিত করে—সেই উক্তি অনুসারে সেই উক্ত কথা প্রতিপালনপরতা বুঝান হল। **রাজন্যাপসদান্**—মুহুর্মুহু বিশেষভাবে জয়ের দ্বারা অপমানের দ্বারাও তাদের লজ্জা হল না, কারণ তখনও তাদের দুর্বুদ্ধির অপগম হয়নি। **মৃধে**—যুদ্ধমধ্যে দুর্বুদ্ধি সাক্ষাৎই দেখা যাচ্ছে— মায়া অন্তর্ধান না করা বশতঃ— এইরূপে নিজের পরাক্রম সূচিত হল। **এধস ইতি**—এইরূপ দৃষ্টান্তের দ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নিশিখার দ্বারা কাষ্ঠকে আচ্ছন্ন করার মত হলেও পরিশ্রমের দ্বারা অবশ্য উদ্ধারতা ধ্বনিত হচ্ছে। এইরূপে সেই অশেষ খবর ও প্রত্যুত্তরও উহ্য থাকল ॥ জী॰ ৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ।
উদ্বাহর্ক্ষঞ্চ বিজ্ঞায় রুক্মিণ্যা মধুসূদনঃ।
রথঃ সংযুজ্যতামাশু দারুকেত্যাহ সারথিম্ ॥ ৪ ॥

৪। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ—স মধুসূদনঃ রুক্মিণ্যা উদ্বাহর্ক্ষঞ্চ (পরশ্বঃ রাত্রৌ বিবাহ-নক্ষত্রং চ ইতি) বিজ্ঞায় (বিশেষেণজ্ঞাত্বা) সারথিং আহ হে দারুক! রথঃ আশু সংযুজ্যতাং।

৪। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব বললেন সেই সর্বদৈত্যকুল-হন্তা শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর বিবাহ নক্ষত্র যে পরশু রাতে, তা বিশেষরূপে অবগত হয়ে সারথিকে বললেন—'হে দারুক! শীঘ্র রথ সংযোজিত কর।'

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** এধসোঽগ্নি শিখামিবেতি এধসি বর্ত্তমানা অগ্নিশিখা-প্রকটীভূতা যথা (এধ এব জ্বালয়তি তথৈব রুক্মি-প্রভৃতি দুষ্টরাজন্যকুলেনাবৃতা সৈব তৎসর্ব্বং জ্বালয়িষ্যতি অহন্তু নিমিত্তমাত্রং ভবিষ্যামীতি ভাবঃ। বি০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এধসোঽগ্নিশিখামিব**—কাষ্ঠে গুপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমানা অগ্নিশিখা প্রকাশিত অবস্থায় এসে গেলে যেমন কাষ্ঠখণ্ডকেই জ্বালিয়ে দেয়, সেই রূপই রুক্মী প্রভৃতি দুষ্টরাজকুলে আবৃতা রুক্মিণীই ঐ রাজকুলকে জ্বালিয়ে দিবে, আমি তো নিমিত্তমাত্র হব॥ বি০ ৩॥

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** যদ্যপি পৃতনাপতিভিঃ পরীত ইতি তয়া স্নেহস্বভাবেন সংদিষ্টং, তথাপি প্রতিবীরেষ্ববজ্ঞয়া গুপ্তঃ, সমেত্যেতি তস্যা যুক্তমুক্তং, রক্ষিতুমিচ্ছয়া তস্যাঃ স্বস্য চ লোকতো লজ্জয়া চ স পুনরেকাক্যেব প্রস্থিত ইতি বক্তুমাহ—উদ্বাহর্ক্ষমিতি, ইত্যাদি-ত্রয়স্যৈকত্রৈব বাক্যার্থ-স্তৈর্দর্শিতঃ। কিঞ্চ, বিশেষেণ জ্ঞাত্ব বহিস্তস্মাদ্বিপ্রাৎ জ্যোতিঃশাস্ত্রাচ্চ, অন্তস্তু সর্ব্বজ্ঞত্বান্নিশ্চিত্য। মধুসূদনঃ—মূর্ত্তিভেদৈস্তদুপলক্ষণ-সর্ব্বদৈত্যকুলহর্ত্তেত্যুৎসাহ সাম্রাজ্যং দর্শিতং, ভাবিজয়শ্চ সূচিতঃ। শ্লেষেণ ভ্রমরো যথা পদ্মিন্যাঃ পরিমলে লুব্ধে ধৈর্য্যং ন কর্ত্তুমিষ্টে, তদ্বদিতি দ্যোতিতম্। সম্যক্ অস্ত্রাদিপূর্ণতয়া যুজ্যতাম্ ॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** যদিও স্নেহস্বভাবে (৫২।৪১ শ্লোকে) সেনাপতি-গণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আসবেন, রুক্মিণীর দ্বারা এরূপ উপদেশ করা হল, তথাপি আবার প্রতিপক্ষ বীরদের অলক্ষিতভাবে আসবেন, এরূপ বলা হল,—কৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠা উদ্বেগবতী তাঁর পক্ষে এরূপ উক্তি যুক্তিযুক্ত ই। নিজস্ব বিবেচনায় ও লোকলজ্জা হেতু পক্ষান্তরে কৃষ্ণ একাকীই প্রস্থান করলেন। —এই কথাটাই বলবার জন্য উদ্বাহর্ক্ষমিতি শ্লোকত্রয়ের অবতারণা, একসঙ্গেই যার বাক্যার্থ পূর্ব্ব আচার্যগণের দ্বারা দেখান হয়েছে [যথা শ্রীধর—**উদ্বাহর্ক্ষম্ ইতি**—পরশু রাত্রে বিবাহ নক্ষত্র ইতি] আরও বিজ্ঞায়—বিশেষভাবে জেনে,—বাইরে পত্রবাহক বিপ্রের কাছ থেকে এবং

স চাশ্বৈঃ শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্পবলাহকৈঃ ।
যুক্তং রথমুপানীয় তস্থৌ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ ॥ ৫ ॥

৫। **অন্বয় ঃ** স (দারুকঃ) চ শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্প-বলাহকৈঃ অশ্বৈঃ যুক্তং রথম্ উপানীয় (সমীপে আনীয়) অগ্রতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য অগ্রে) প্রাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলিঃ সন্) তস্থৌ ।

৫। **মূলানুবাদ ঃ** দারুকও শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্প-বলাহক নামক অশ্বে যোজিত সুগ্রীবপুষ্প নামক রথ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এনে ভক্তিপূর্বক অবনতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দাঁড়ালেন ।

জ্যোতিঃশাস্ত্র থেকে, অন্তরে কিন্তু জানলেন সর্বজ্ঞ হওয়া হেতু নিশ্চয় করত। **মধুসূদনঃ—** অর্থাৎ মধুদৈত্য হন্তা- এই শব্দটির ব্যবহার উপলক্ষণে (অন্যার্থের প্রকাশকরণে) মূর্ত্তিভেদে কৃষ্ণ সর্বদৈত্য হন্তা, এইরূপে তাঁর বীরত্ব ও কার্য তৎপরতায় উচ্ছ্বাস দেখান হল, এবং ভাবি জয় সূচিত হল। অর্থান্তরে- ভ্রমর যথা পদ্মিনীর পরিমলে লুব্ধ হয়ে ধৈর্য ধরতে পারে না তৎবৎ কৃষ্ণের অবস্থা দ্যোতিত হল। **সংযুজ্যতাম্**—অস্ত্রাদির দ্বারা পূর্ণ করত রথ যোজনা কর॥ জী০ ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** উদ্বাহর্ক্ষমিতি পরশ্বো রাত্রৌ বিবাহনক্ষত্রমিতি বিপ্রমুখাদ্বিজ্ঞায়। ॥ বি০ ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ উদ্বাহর্ক্ষমিতি**- পরশু রাত্রিতে বিবাহ নক্ষত্র, বিপ্রমুখে এরূপ শুনে। বি০ ৪।

৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** স চেতি চ-শব্দেন তাৎকালিকত্বং বোধ্যতে। সৈব্যেত্যত্র শৈব্যেতি পাঠঃ সৎসম্মতঃ। এষাং বর্ণো যথা পাদ্মে—"সৈব্যস্তু শুকপত্রাভঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ। মেঘপুষ্পস্তু মেঘাভঃ পাণ্ডুরো হি বলাহকঃ॥' ইতি। **যুক্তং সন্তং সুগ্রীবপুষ্পকং নাম রথম্ উপ** সমীপে আনীয়; ভক্ত্যা শিরসি বদ্ধত্বাৎ। প্রকৃষ্টোঽঞ্জলির্যস্য সঃ ॥ জী০ ৫ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** স চ ইতি, এখানে 'চ' শব্দে তৎকালোচিত অশ্ব, এরূপ বুঝানো হল। এই শ্লোকের পাঠই সাধুসম্মত—পাদ্মেও এরূপই দেখা যায়। রথে যে অশ্ব যোজনা করা হল, তার নাম শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্পক-বলাহক। এদের বর্ণ যথাক্রমে শুকপত্রাভ-হেমপিঙ্গল-মেঘাভ-পাণ্ডুর। **যুক্তংরথমুপানীয়**—অশ্বদের রথে যুতে সুগ্রীবপুষ্পক নামক রথ নিকটে নিয়ে এসে দারুক ভক্তিতে কৃতাঞ্জলিপুট মাথায় ঠেকিয়ে সম্মুখে দাঁড়ালেন। জী০ ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** শৈব্যাদীনাং বর্ণো যথা পাদ্মে,—"শৈব্যস্তু শুকপত্রাভঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ। মেঘপুষ্পস্তু মেঘাভঃ পাণ্ডুরোহি বলাহকঃ।' ইতি॥ বি০ ৫।

আরুহ্য স্যন্দনং শৌরির্দ্বিজমারোপ্য তূর্ণগৈঃ।
আনর্ত্তাদেকরাত্রেণ বিদর্ভানগমদ্ধয়ৈঃ॥ ৬॥

রাজা স কুণ্ডিনপতিঃ পুত্রস্নেহবশানুগঃ।
শিশুপালায় স্বাং কন্যাং দাস্যন্ কর্ম্মাণ্যকারয়ৎ। ৭।

৬। **অন্বয়** ঃ শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্যন্দনং (রথম্) আরুহ্য দ্বিজং (ব্রাহ্মণঞ্চ) আরোপ্য (তত্র সংস্থাপয়িত্বা) তূর্ণগৈঃ (শীঘ্রগামিভিঃ) হয়ৈঃ (অশ্বৈঃ) একরাত্রেন আনর্ত্তাৎ (আনর্ত্তদেশাৎ) বিদর্ভান্ (বিদর্ভদেশম্) অগমৎ (গতবান্) ।

৭। **অন্বয়** ঃ পুত্রস্নেহবশানুগঃ কুণ্ডিনপতিঃ সঃ রাজা (ভীষ্মকঃ) শিশুপালায় স্বাং (স্বাধীনামপি) কন্যাং দাস্যন্ (দাতুমিচ্ছন্) কর্ম্মাণি (পুরালঙ্কার পিতৃদেবার্চনাদীনি) অকারয়ৎ (স্বভৃত্যৈঃ পুরোহিতাদিভিশ্চ কারয়ামাস) ।

৬। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত রথে উঠে গিয়ে রুক্মিণী প্রেরিত ঐ ব্রাহ্মণকেও উঠিয়ে নিয়ে ভালভাবে বসিয়ে দ্রুতগামী অশ্ব সমূহের দ্বারা একরাতের মধ্যেই আনর্ত দেশ থেকে কুণ্ডিন নগরে গিয়ে পৌঁছলেন প্রাতে।

৭। **মূলানুবাদ** ঃ সেই কুণ্ডিনপতি রাজা ভীষ্মক পরমসাধু বলে প্রসিদ্ধ হলেও ও কন্যা স্বাধীনা হলেও তাকে পুত্রস্নেহ বশানুগা হয়ে শিশুপালকে সম্প্রদান করতে ইচ্ছা করত ভৃত্য ও পুরোহিতাদি দ্বারা নগরী সুসজ্জিতা ও পিতৃদেব অর্চনাদি কর্ম সম্পাদন করাতে আরম্ভ করলেন।

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ শৈব্যাদির বর্ণ যথা পাদ্মে—'শৈব্য-শুকপত্রাভ (শিরীষ বৃক্ষের-পত্রাভ)। সুগ্রীব—হেমপিঙ্গল স্বর্ণ ও পীত বর্ণে আভাযুক্ত গাঢ় নীল। মেঘপুষ্প—মেঘাভ। বলাহকঃ—শুভ্র। বি০ ৫॥

৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ দ্বিজং রুক্মিণ্যা প্রহিতমারোপ্য তস্য সুখগমনায় তস্যাঃ প্রাণরক্ষার্থং শীঘ্রং তদন্তিকে প্রেষণায় চ। শৌরিরিতি—সাক্ষাদ্ভগবত্ত্বেঽপি মনুষ্যলীলত্বাত্তথৈব যানমুচিতমিতি ভাবঃ॥ জী০ ৬॥

৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ দ্বিজং—রুক্মিণী দ্বারা 'প্রহিত' প্রেরিত ব্রাহ্মণকে রথে সংস্থাপন অর্থাৎ উত্তমরূপে বসালেন তার সুখে গমনের জন্য রুক্মিণীর প্রাণরক্ষার জন্য ও শীঘ্র তার নিকটে রুক্মিণীকে পাঠাবার জন্য। শৌরিঃ—সাক্ষাৎ ভগবান হলেও মনুষ্যলীল হওয়া হেতু সেইরূপ যানই উচিত॥ জী০ ৬॥

পুরং সংমৃষ্টসংসিক্ত-মার্গরথ্যাচতুষ্পথম্ ।
চিত্রধ্বজপতাকাভিস্তোরণৈঃ সমলঙ্কৃতম্ । ৮ ।
স্রগ্‌গন্ধমাল্যাভরণৈর্বিরজোঽম্বরভূষিতৈঃ ।
জুষ্টং স্ত্রীপুরুষৈঃ শ্রীমদ্‌গৃহৈরগুরুধূপিতৈঃ ॥ ৯ ॥

৮-৯। **অন্বয় ঃ** [ভীষ্মকঃ] সমলঙ্কৃতম্ (সংশোভিতং অকারয়ৎ) পুরং সংমৃষ্টসংসিক্ত-মার্গ রথ্যা-চতুষ্পথং ('সংমৃষ্ট' প্রথমতঃ রজোনিবারণেনোজ্জ্বলীকৃতাঃ সংসিক্তাঃ পশ্চাৎ চন্দন-জলাদিভিঃ প্রোক্ষিতাঃ মার্গাঃ রথ্যাঃ চতুষ্পথঞ্চ যস্মিন্ তং) চিত্রধ্বজপতাকাভিঃ (চিত্রাধ্বজেষু যাঃ পতাকাঃ তাভিঃ) তোরণৈঃ [চ] সমলঙ্কৃতং (সংশোভিতং অকারয়ৎ) ।

৮-৯। **মূলানুবাদ ঃ** নগরমধ্যস্থ সাধারণ পথ, চত্বর, চতুষ্পথ সকলকে প্রথমে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার ও পরে গন্ধ জলাদিতে ধুইয়ে, অতঃপর ধ্বজোপরি চিত্রপতাকা ও তোরণদ্বারা উহাদের অতিশয় সজ্জিত করালেন রাজা ভীষ্মক। পথ চত্বরাদিকে আরও অধিক সুসজ্জিত করালেন নানাবিধ মাল্যচন্দন-নির্মলবসনে বিভূষিত স্ত্রীপুরুষগণ কর্তৃক সেবিত ও অগুরুধূপিত গৃহসমূহ দ্বারা।

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** একা চাসৌ রাত্রিশ্চেতি একরাত্রস্তেন সন্ধ্যায়াং রুক্মিণীসন্দেশান্ শ্রুত্বা তদানীমেব রথমারুহ্য গচ্ছন্ প্রাতঃ কুণ্ডিনং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ বি০ ৬।

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এক রাত্রির সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণের মুখে রুক্মিণী প্রেরিত সন্দেশ শুনে সেই সময়েই রথে উঠে যেতে যেতে প্রাতঃকালে কুণ্ডিননগরে পৌঁছে গেলেন। বি০ ৬।

৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** স পরমসাধুত্বেন প্রসিদ্ধোঽপি স্বাং স্বাধীনামপি অকারয়ৎ স্বভৃত্য-পুরোহিতাদিভিঃ। পুত্রেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র 'বশ ইচ্ছা বশঃ কান্তৌ' ইত্যমরঃ ! তচ্চ মূলত এব স্পষ্টং, বন্ধূনামিচ্ছতামিত্যাদেঃ, বেদাহমিত্যাদেশ্চ। স্নেহশব্দাৎ তেন মরণ-বনবাসাদ্যুদ্যমঃ কৃত ইতি গম্যতে ॥ জী০ ৭।

৭। **শ্রীজীব বৈ তো টীকানুবাদ ঃ** সেই কুণ্ডিনপতি পরমসাধু বলে প্রসিদ্ধ হলেও ও কন্যা স্বাং—স্বাধীনা হলেও কর্ম্মাণি অকারয়ৎ– নিজভৃত্য-পুরোহিতাদি দ্বারা নগরসজ্জিত কর্মও পিতৃদেবাদি অর্চন কর্ম সম্পাদন করাতে আরম্ভ করলেন। স্নেহশব্দের দ্বারা তার দ্বারা মরণ বনবাসাদি উদ্যমকৃত এরূপ বোঝা যাচ্ছে। ॥ জী০ ৭।

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পুত্রস্য স্নেহেন বশঃ অতএবানুগশ্চ। কর্ম্মাণি পুরালঙ্করণাদীনি ॥ বি০ ৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পুত্রস্নেহবশানুগঃ—পুত্রের স্নেহে বশ, অতএব পুত্রের মতানুবর্তী। কর্ম্মাণ্যকারয়ৎ—পুরিকে সাজান প্রভৃতি কর্ম করাইয়াছিলে ॥ বি০ ৭ ॥

পিতৃন্ দেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য বিপ্রাংশ্চ বিধিবন্নৃপ।
ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং বাচয়ামাস মঙ্গলম্ ॥ ১০ ॥
সুস্নাতাং সুদতীং কন্যাং কৃতকৌতুকমঙ্গলাম্।
আহতাংশুকযুগ্মেন ভূষিতাং ভূষণোত্তমৈঃ ॥ ১১ ॥

১০-১১। **অন্বয়ঃ** হে রাজন্! বিধিবৎ (বিধিযুক্তং যথাস্যাৎ) পিতৃন্ দেবান্ বিপ্রান্ চ সমভ্যর্চ্চ্য (সংপূজ্য) যথান্যায়ং (যথা বিধানং অন্যান্ চ) ভোজয়িত্বা মঙ্গলং (কন্যাং প্রতি মঙ্গল বচনং) বাচয়ামাস (পাঠয়ামাস)। সুস্নাতাং সুদতীং (দন্তশোধনাদিনা শোভনরদাং) কৃতকৌতুকমঙ্গলাং (কৃতং কৌতুকেন বিবাহসূত্রেণ মঙ্গলং যস্যাঃ তাং) আহতাংশুকযুগ্মেন (আহতয়োঃ নবীনয়োঃ অংশুকয়োঃ বস্ত্রয়োঃ যুগ্মেন) ভূষণোত্তমৈঃ ভূষিতাং কন্যাং।

১০-১১। **মূলানুবাদঃ** হে রাজন্! রুক্মিণী-পিতা মহারাজ ভীষ্মক বিধিযুক্ত যাতে হয়, সেইভাবে পঞ্চ পিতাকে, দেবতাদের, বিপ্রদের সম্যক্‌রূপে পূজা এবং যথা বিধানে অন্যদেরও ভোজন করিয়ে কন্যার প্রতি মঙ্গলবচন পাঠ করালেন। অনন্তর সুরম্যদন্তযুক্তা, সুস্নাতা কন্যার মঙ্গলসূত্র বন্ধনাদি সমাপনান্তে নবীন বস্ত্রযুগল এবং উত্তম অলংকারসমূহ দ্বারা তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

৮-৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** পুরমিতি যুগ্মকম্। 'মার্গঃ সাধারণং বর্ত্ম রথ্যা চ পণ্যবীথিকা'; বিরজাম্বরেতি—রজ-শব্দোঽদন্তোপীতি; স্ত্রীপুরুষৈঃ প্রাচীনৈর্বিবাহোৎসবার্থমাগন্তুকৈশ্চ। তথা শ্রীমদ্ভির্বিতানাদিশোভাবদ্ভির্গৃহৈশ্চ তাদৃশৈর্জুষ্টমকারয়দিতি শেষঃ ॥ জী০ ৮-৯ ॥

৮-৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ পুরং ইতি** যুগল শ্লোক। **মার্গ**—সাধারণ পথ। **রথ্যা**—চত্বর এবং পণ্য শ্রেণী দ্বারা 'জুষ্টং' সেবিত। **বিরজোঽম্বরভূষিতৈঃ**—নির্মলবসনে ভূষিত **স্ত্রীপুরুষৈঃ**—প্রাচীন বিবাহ উৎসবে আগন্তুক স্ত্রীপুরুষের দ্বারা তথা **শ্রীমদ্**—চাঁদোয়া প্রভৃতি দ্বারা শোভিত গৃহ সকলের দ্বারা নগরকে সুসজ্জিত করে তুললেন ॥ জী০ ৮-৯।

৮-৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** স্রগ্ গন্ধমাল্যানি আবিভ্রতীতি তৈঃ ॥ বি০ ৮-৯।

৮-৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ স্রগ্ গন্ধমাল্যাদি**—দীপ্তিমন্ত স্রক্‌গন্ধমাল্যে বিভূষিত। ॥ বি০ ৮-৯ ॥

১০-১১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** পিতৃদেবানিতি যুগ্মকম্। বিপ্রাংশ্চ সমভ্যর্চ্চ্য ভোজয়িত্বা চ বিধিবৎ বিধিযুক্তং যথা স্যাৎ। যথান্যায়ং বিবাহে কন্যাং প্রতি যন্মঙ্গলং বাচয়িতুং যুজ্যতে, তদিত্যর্থঃ। কন্যাং প্রতীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। অত্রানন্যগত্যা দ্বিতীয়াবলাৎ প্রতীত্য-

চক্রুঃ সামর্গ্‌যজুর্মন্ত্রৈর্বধ্বা রক্ষাং দ্বিজোত্তমাঃ।
পুরোহিতোঽথর্ব্ববিদ্বৈ জুহাব গ্রহশান্তয়ে ॥ ১২ ॥

১২। **অন্বয়** ঃ দ্বিজোত্তমাঃ সামর্গ্‌যজুর্মন্ত্রৈঃ (সাম চ ঋক্ চ যজুশ্চ তেষাং বেদত্রয়াণাং মন্ত্রৈঃ) বধ্বাঃ রক্ষাং (রক্ষাকর্ম) চক্রুঃ (সম্পাদয়ামাসুঃ তথা) অথর্ব্ববিৎ পুরোহিতঃ বৈ জুহাব (হোমং কৃতবান্) গ্রহশান্তয়ে (প্রতিকূল গ্রহাণাং শান্ত্যর্থং) ॥

১২। **মূলানুবাদ** ঃ উত্তম দ্বিজগণ সাম, ঋক্ ও যজুর্বেদোক্ত মন্ত্রে বধূর রক্ষা কর্ম এবং অথর্ববেদজ্ঞ পুরোহিত প্রতিকূল গ্রহগণের শান্তির জন্য হোম করিয়াছিলেন।

ধ্যাহ্নিয়তে, তৃতীয়াবলাৎ সহ শব্দবৎ। সুদতীং—তাম্বূলরাগাপসারণেন সহজ-লাবণ্য-প্রকাশাচ্ছোভমানরদাম্; 'আহতং গুণিতেঽপি স্যাত্তাড়িতে চ নবেঽপি চ। স্যাৎ পুরাতনবস্ত্রে চ' ইতি বিশ্বোক্তেঃ, আহতং সদ্যো যন্ত্রনির্মুক্তমংশুকং জ্ঞেয়ম্। অহতেত্যপি পাঠে স এবার্থঃ, তস্যৈব মাঙ্গলিকত্বাৎ; যথা চোক্তম্—'অহতং যন্ত্রনির্মুক্তমুক্তং বাসঃ স্বয়ম্ভুবা। শস্তং তন্মাঙ্গলিক্যেষু তাবন্মাত্রেণ সর্ব্বদা ॥' ইতি। যদ্বা, সুস্নাতামিত্যাদি-পদ্যস্য চক্রুরিত্যনেনোত্তরৈণৈবান্বয়ঃ, কাকাক্ষিন্যায়েন ॥ জী০ ১০-১১ ॥

১০-১১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ রাজা ভীষ্মক পিতৃকুল দেবগণকে বিপ্রগণকে যথাবিধি সম্যক্‌রূপে অর্চন করলেন নান্দীমুখী শ্রাদ্ধাদির দ্বারা এবং ব্রাহ্মণগণকে পূজা করবার পর ভোজন করালেন। তৎপর দন্ত শোধনাদির দ্বারা শোভন দন্তা, কৌতুকে কৃত বিবাহ সূত্রে মঙ্গলা, নবীনবস্ত্রযুগলে ও উত্তম ভূষণে ভূষিতা কন্যার প্রতি মঙ্গলবাচন করাতে লাগলেন ॥ জী০ ১০-১১ ॥

১০-১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অহতং সদ্যো যন্ত্রনির্মুক্তং যদংশুকযুগ্মং তেন,—"অহতং যন্ত্রনির্মুক্তমুক্তং বাসঃ স্বয়ম্ভুবা। শস্তং তন্মাঙ্গলিক্যেষু তাবন্মাত্রেণ সর্ব্বদা" ইতি স্মৃতেঃ। 'আহতে'তি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। "আহতং গুণিতেঽপিস্যাত্তাড়িতেঽপি নবেঽপি চ" ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। ভূষিতাঞ্চক্রুঃ রক্ষাঞ্চক্রুরিত্যাবৃত্ত্যা উভয়ত্রাপ্যন্বিতম্ ॥ বি০ ১০-১১ ॥

১০-১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **আহতং** সদ্য যন্ত্রনির্মুক্ত যে বস্ত্রযুগল তার দ্বারা বিভূষিতা।— "আহতং যন্ত্রনির্মুক্ত বাসঃ স্বয়ংম্ভুবা। শাস্ত্রং তন্মাঙ্গলিক্যেষু তাবন্মাত্রেণ সর্বদা" ইতি স্মৃতে 'আহত ইতি' পাঠে একই অর্থ। "আহতং গুণিতেঽপিস্যাত্তারিতেঽপি নবেঽপি চ" ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। 'ভূষিতাং চক্রুঃ', রক্ষাং চক্রুং নবীন বস্ত্রে ভূষিতা করলেন, ব্রাহ্মণগণ রক্ষামন্ত্র পাঠ করলেন ॥ বি০ ১০-১১ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ বৈ প্রসিদ্ধৌ, অথর্ব্ববিত্ত্বেন প্রসিদ্ধঃ, আথর্ব্বণ-মন্ত্রাণাং গ্রহশান্তৌ প্রাচুর্য্যাৎ ॥ জী০ ১২ ॥

হিরণ্যরূপবাসাংসি তিলাংশ্চ গুড়মিশ্রিতান্।
প্রাদাদ্ধেনূশ্চ বিপ্রেভ্যো রাজা বিধিবিদাংবরঃ ॥ ১৩ ॥

এবং চেদিপতী রাজা দমঘোষঃ সুতায় বৈ।
কারয়ামাস মন্ত্রজ্ঞৈঃ সর্ব্বমভ্যুদয়োচিতম্ ॥ ১৪ ॥

১৩। **অন্বয় ঃ** বিধিবিদাংবরঃ (বিধিজ্ঞানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ সঃ) রাজা বিপ্রেভ্যঃ হিরণ্য-রূপ্য-বাসাংসি, গুড়মিশ্রিতান্ তিলান্ চ ধেনুঃ প্রাদাৎ।

১৩। **মূলানুবাদ ঃ** বিধিজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই রাজা বিপ্রদের স্বর্ণ-রৌপ্য, বস্ত্রাদি ও গুড়মিশ্রিত তিলরাশি এবং ধেনুসকল দান করেছিলেন।

১৪। **অন্বয় ঃ** চেদিপতিঃ (মধ্যপ্রদেশস্য প্রাচীন রাজা শিশুপালস্য পিতা) রাজা দমঘোষঃ চ এবং বৈ (রুক্মিণী পিতা ভীষ্মকবৎ) মন্ত্রজ্ঞৈঃ সুতায় অভ্যুদয়োচিতম্ (শুভকর্মণি উচিতং) সর্ব্বং কারয়ামাস।

১৪। **মূলানুবাদ ঃ** মধ্যপ্রদেশের প্রাচীন রাজ্যের পতি শিশুপালের পিতা রাজা দমঘোষও রুক্মিণী পিতা ভীষ্মকের মতই মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুত্রের শুভ কর্মোচিত অনুষ্ঠান সকল সম্পাদন করিয়েছিলেন।

১২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** বিদ্বৈ—[বিদ্+বৈ] 'বৈ' প্রসিদ্ধিতে। অথর্ব্ববিৎ—অথর্ব্ব বেদে বিজ্ঞ বলে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ হোম করলেন—গ্রহ শান্তিতে অথর্ব্ববেদে মন্ত্র সকলের প্রাচুর্য থাকায় ॥ জী০ ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অথর্ব্ববিৎ আথর্ব্বণমন্ত্রবিৎ আথর্ব্বণমন্ত্রাণাং গ্রহশান্ত্যাদি-প্রাচুর্য্যাৎ ॥ বি০ ১২।

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অথর্ব্ববিৎ—আথর্বণমন্ত্রবিৎ—আথর্ব্বণমন্ত্রাণাং গ্রহ-শান্ত্যাদি প্রাচুর্য্য হেতু ॥ বি০ ১২।

১৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** প্রকর্ষেণাদরাদিনা অদাৎ রাজব্যবহারতো নাত্যাদৃত-য়োরপি তিলগুড়য়োর্দানং বিধিবিত্বাদেব সুবর্ণরত্নাদ্যুপকরণ সহিত তিল-পর্ব্বতাদিকং বা ॥ জী০ ১৩ ॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** প্রাদাদ্ধেনূশ্চ —'প্র' আদরের সহিত 'অদাৎ' দান করলেন—রাজ ব্যবহার অনুসারে অতি আদৃত না হলেও তিল ও গুড় দান বিধিবিচারে সুবর্ণরত্নাদি উপকরণ সহিতই দেয় বা তিল পর্বতাদি দেয়। [সনাতন—'প্রকর্ষেণ' শ্রদ্ধার সহিত

মদচ্যুদ্ভির্গজানীকৈঃ স্যন্দনৈর্হেমমালিভিঃ।
পত্ত্যশ্বসঙ্কুলৈঃ সৈন্যৈঃ পরীতঃ কুণ্ডিনং যযৌ ॥ ১৫ ॥

১৫। **অন্বয় ঃ** [ততঃ সঃ] মদচ্যুদ্ভিঃ (মদানাং 'চ্যুৎ' ক্ষরণ যেষু তৈঃ) গজানীকৈঃ (হস্তিসমূহৈঃ) হেমমালিভিঃ স্যন্দনৈঃ (রথৈঃ) পত্ত্যশ্বসঙ্কুলৈঃ ('পত্তিভিঃ' পদাতিকৈঃ অশ্বৈঃ চ 'সঙ্কুলৈঃ' ব্যাপ্তৈঃ) [এবং চতুরঙ্গৈঃ] সৈন্যৈঃ পরীতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) কুণ্ডিনং (বিদর্ভ রাজধানীং) যযৌ।

১৫। **মূলানুবাদ ঃ** অতঃপর সেই চেদিপতি মদবারি ক্ষরণকারী হস্তিসমূহ, স্বর্ণ মালায় সজ্জিত রথ, পদাতিক সৈন্য এবং অশ্ব—এই চতুরঙ্গ সৈন্যে পরিবেষ্টিত হয়ে বিদর্ভ রাজধানীতে গেলেন।

অর্থাৎ পাদপ্রক্ষালনপূর্বক যোগ্য দক্ষিণা সহিতাদির সহিত দিলেন, যেহেতু রাজা বিধিবিৎদের যোগ্য ॥ জী০ ১৩ ॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** সোপহাসমাহ—এবমিতি, ভীষ্মকবদেবেত্যর্থঃ। অস্যেদং কর্ম্ম কুণ্ডিনপুরাদনতিদূরে স্থিত্বেতি জ্ঞেয়ম্। পূর্ব্বদিনকৃত্যত্বাৎ, তথাপি তস্য স্বতো ভগবৎসমর্পণোৎসুকত্বাৎ সার্থকং বভূব, অস্য তু তৎপ্রাতিকূল্যাৎ প্রতিকূলমেবেতি ভাবঃ ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব উপহাসের সহিত বললেন—**এবং ইতি** - এইরূপে অর্থাৎ রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মকের মত শিশুপাল পিতা দমঘোষও পুত্রের শুভকর্মোচিত অনুষ্ঠান করালেন। করালেন ভীষ্মক-রাজধানী কুণ্ডিনপুরির অনতিদূরে থেকে—এরূপ বুঝাতে হবে, ইহা পূর্ব্বদিনের কৃত্য বলে। তথাপি ভীষ্মকের ক্ষেত্রে ইহা স্বাভাবিক-ভাবেই সার্থক হল ভগবানকে সমর্পনের উৎসুকতা হেতু, আর দমঘোষের ক্ষেত্রে ভগবৎ প্রতি-কূলতা হেতু উহা প্রতিকূল হয়েই দাড়াল, এরূপ ভাব ॥ জী০ ১৪ ॥

১৩-১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সুতায় সুতবিবাহার্থম্ ॥ বি০ ১৩-১৪ ॥

১৩-১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **সুতায়**—সুতবিবাহার্থম্ ॥ বি০ ১৩-১৪ ॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** তস্য বরপিতৃত্বেনান্যতঃ, সত্যপ্যারম্ভবৈশিষ্ট্যে তস্যাপি বৈয়র্থ্যজ্ঞাপনায়াহ—মদেতি, দমঘোষ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ জী০ ১৫।

১৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** বরের পিতারূপে তার অন্যের থেকে, আরম্ভে বৈশিষ্ট্য কিছু থাকলেও তারও ব্যর্থতা জানাবার জন্য বলা হচ্ছে—**মদেতি**—হস্তীর রগ ফেটে উৎকট-গন্ধযুক্ত পাটকেল বর্ণের জল স্রাব হয় তার নাম মদ। (১৪ শ্লোকের 'দমঘোষ'সহ অন্বয়) ॥জী০১৫।

তং বৈ বিদর্ভাধিপতিঃ সমভ্যেত্যাভিপূজ্য চ।
নিবেশয়ামাস মুদা কল্পিতান্যনিবেশনে ॥ ১৬ ॥

তত্র শাল্বো জরাসন্ধো দন্তবক্রো বিদূরথঃ।
আজগ্মুশ্চৈদ্যপক্ষীয়াঃ পৌণ্ড্রকাদ্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৭ ॥
কৃষ্ণরামদ্বিষো যত্তাঃ কন্যাং চৈদ্যায় সাধিতুম্।
যদ্যাগত্য হরেৎ কৃষ্ণো রামাদ্যৈর্যদুভির্বৃতঃ ॥ ১৮ ॥

যোৎস্যামঃ সংহতাস্তেন ইতি নিশ্চিতমানসাঃ।
আজগ্মুর্ভূভুজঃ সর্ব্বে সমগ্রবলবাহনাঃ ॥ ১৯ ॥

১৬। **অন্বয়** ঃ বিদর্ভাধিপতিঃ [ভীষ্মক] তং বৈ [দমঘোষং] সমভ্যেত্য (প্রত্যুদ্গম্য) অভিপূজ্য (যথাবৎ অর্চয়িত্বা) চ মুদা (হর্ষেণ) কল্পিতান্যনিবেশনে ('কল্পিতং' তদর্থং নির্মিতং যৎ অন্যৎ 'নিবেশনং' বাসস্থানং তস্মিন্) নিবেশয়ামাস (প্রবেশয়ামাস)।

১৬। **মূলানুবাদ** ঃ বিদর্ভাধিপতি রুক্মিণী পিতা ভীষ্মক সেই শিশুপাল পিতা দমঘোষকে অভ্যর্থনা করে আনার জন্য তার দিকে এগিয়ে গিয়ে যথাবৎ পূজা করত আনন্দের সহিত তারজন্য নির্মিত বাসস্থানে প্রবেশ করালেন।

১৭-১৮-১৯। **অন্বয়** ঃ শাল্বঃ জরাসন্ধঃ দন্তবক্রঃ বিদূরথঃ [চ] পৌণ্ড্রকাদ্যাঃ চৈদ্যপক্ষীয়াঃ (চেদিরাজ পক্ষগতাঃ অন্যে ঃ) সহস্রশঃ (বহু সংখ্যকাঃ রাজানশ্চ) তত্র (পুরে) আজগ্মুঃ (আগতাঃ বভুবুঃ)।

রামাদ্যৈঃ যদুভিঃ বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ) কৃষ্ণঃ আগত্য (শিশুপালায় কন্যাদান সময়ে সমাগত্য) যদি কন্যাং হরেৎ [তদা] সংহতাঃ (বয়ং মিলিতাঃ) [সন্] [তেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ] যোৎস্যামঃ।

ইতি নিশ্চিত মানসাঃ তে সমগ্র বলবাহনাঃ (নিখিল সৈন্যবাহন সমন্বিতাঃ) যত্তাঃ (যুদ্ধার্থং উদযুক্তাঃ) সর্ব্বে ভূভুজঃ (রাজানঃ) চৈদ্যায় (শিশুপালায়) কন্যাং সাধিতুং (প্রাপয়িতুম্) আজগ্মুঃ (আগতাঃ)।

১৭-১৮-১৯। **মূলানুবাদ** ঃ শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র ও বিদূরথ—এই চেদিরাজ পক্ষগতা অন্য সহস্র সহস্র রাজন্যবর্গও সেই পুরিতে আগত হলেন।

রামাদি যদুগণে পরিবেষ্টিত কৃষ্ণ যদি এসে গিয়ে কন্যা হরণ করেন, তখন আমরা মিলিত হয়ে সেই কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

এইরূপ নিশ্চিত মনা হয়ে নিখিল সৈন্য-বাহন সমন্বিতা, যুদ্ধার্থে উজ্জুগী রাজন্যবর্গ শিশুপালকে কন্যা পাওয়াবার জন্য আগত হল।

১৬। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ** বিদর্ভাধিপতির্ভীষ্মকঃ মুদা সহ যথা সমুদিতো ভবতি, তথা তং নিবেশয়ামাসেতি লৌকিকতা দর্শিতা। যদ্বা, রুক্মী, তস্যৈব প্রাধান্যাৎ মুদো বিবক্ষিতাঃ ॥ জী॰ ১৬ ॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীসনাতন—**বিদর্ভাধিপতিঃ**—বিদর্ভের অধিপতি ভীষ্মকঃ বা রুক্মী **সম্ভোত্যাভিপূজ্য চ**—(সম+অভি+এত্য) বাদ্যাদির সহিত দূর থেকে অগ্রে একেবারে মুখোমুখি এসে দমঘোষকে সংবর্ধনা করত তারজন্য নির্মিত ভবনে প্রবেশ করিয়েছিলেন—] '**মুদা**সহ' যাতে আনন্দিত হন সেইভাবে, এইরূপে লৌকিকতা দেখান হল। অথবা রুক্মীকে অভ্যর্থনা করা হল, তারই বিবাহ ঘটানো ব্যাপারে প্রাধান্য থাকা হেতু ॥ জী॰ ১৬ ॥

১৭-১৮-১৯। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ** তত্রেত্যাদি যুগ্মকম্, যত্তা উদ্‌যুক্তাঃ ॥

যোৎস্যাম ইত্যাদি-পদ্যং তেষামসম্মতম্। হরেদিতি শঙ্কিতা ইতি পূর্ব্ববাক্যেনৈব সম্বধ্য বাক্যসমাপনাৎ, তথাপি সমস্তপুস্তকেষু দৃশ্যমানত্বাদ্ব্যাখ্যায়তে। তত্র যদীত্যাদি সার্দ্ধমন্বিতং, সমগ্রং সর্ব্বাঙ্গৈঃ পূর্ণং বলং সৈন্যং বাহনং চ যেষাং তে। বাহনস্য বলান্তর্গতত্বেঽপি পৃথগুক্তিঃ, সর্ব্বেষামেব যোধানাং বাহুল্যেন সবাহনত্বাভিপ্রায়েণ। সমর্থবলেতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ জী॰ ১৭ ১৮-১৯ ॥

১৭-১৮-১৯। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** 'তত্র' ইত্যাদি দুটি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা। **যত্তা**—উদ্‌যুক্তা অর্থাৎ উজ্জুগী ॥

'যোৎস্যাম' ইত্যাদি পদ্য পূর্ব আচার্যদের অসম্মত। **হরেৎ**—এই বাক্যের সহিত পূর্ব বাক্যের সংযোগ স্থাপন করত বাক্য সমাপনার্থে 'শঙ্কিতা' শব্দটি এখানে 'অধ্যাহার্য' অর্থাৎ অর্থ সঙ্গতির জন্য আনতে হয়েছে। তথাপি সমস্ত পুস্তকে এই শ্লোকটি দেখা যায় বলে এর ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যথা—'যদি শ্রীকৃষ্ণ বলদেব প্রমুখ যদুগণে পরিবেষ্টিত হয়ে আগত হয়ে কন্যা হরণ করেন,' ১৮ শ্লোকের এই অংশের সহিত অন্বয় করে ব্যাখ্যা করণীয়। **সমগ্রবল-বাহনাঃ**—'সমগ্রং' সর্বাঙ্গে পূর্ণ বল। সৈন্য ও বাহন যাদের সেই শিশুপালাদি। বাহন বলান্তর্গত হলেও পৃথক উক্তি করা হল সকল যোদ্ধাই সবাহনত্ব অভিপ্রায়ে। 'সমর্থবল' পাঠও ক্বচিৎ দেখা যায়। জী॰ ১৭-১৮-১৯ ॥

১৫-১৬-১৭-১৮-১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মদানাং চ্যুৎ ক্ষরণং যেষু তৈঃ। সাধিতুং সাধয়িতুম্ ॥ বি॰ ১৫-১৬-১৭-১৮-১৯ ॥

১৫-১৬-১৭-১৮-১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** মদের ক্ষরণ যাতে সেই সব হস্তীসমূহ। **সাধিতুম্**—সাধয়িতুম্ ॥ বি॰ ১৫-১৬-১৭-১৮-১৯ ॥

শ্রুত্বৈতদ্ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমম্।
কৃষ্ণঞ্চৈকং গতং হর্ত্তুং কন্যাং কলহশঙ্কিতঃ॥ ২০॥

বলেন মহতা সার্দ্ধং ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতঃ।
ত্বরিতঃ কুণ্ডিনং প্রাগাদ্ গজাশ্বরথপত্তিভিঃ॥ ২১॥

২০-২১। **অন্বয়ঃ** ভগবান্ রামঃ এতৎ বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমম্, কন্যাং হর্ত্তুং একং চ (অসহায়ং) গতং কৃষ্ণং চ শ্রুত্বা কলহশঙ্কিতঃ ভ্রাতৃস্নেহ-পরিপ্লুতঃ (সন্) গজাশ্বরথ-পত্তিভিঃ (পদতিযুক্তেন) [চতুরঙ্গেন] মহতা বলেন (সৈন্যেনসহ) ত্বরিতঃ কুণ্ডিনং প্রাগাৎ (আগতবান্)।

২০-২১। **মূলানুবাদ** ঃ ভগবান্ বলরাম এই বিপক্ষীয় নৃপোদ্যম, এবং কৃষ্ণ যে একাই অসহায় অবস্থায় কুণ্ডিননগরে চলে গেছেন তা শুনে কলহশঙ্কিত হয়ে পড়লেন ভ্রাতৃসম্বন্ধ-মাধুর্যময় প্রেমসিন্ধুতে নিমগ্ন হওয়া হেতু। তখন তিনি গজ-অশ্ব-রথ-পদাতিক সৈন্য, এই চতুরঙ্গ বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ অতিসত্বর কুণ্ডিননগরে আগত হলেন।

২০-২১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ শ্রুত্বেতি যুগ্মকম্। জনপরম্পরয়ৈতৎ পূর্ব্বোক্তং শ্রুত্বা। এতৎ কিম্? তত্রাহ—বিপক্ষীয়েত্যাদি। তত্র পূর্ব্বং তদ্দেশাদাগতয়া জনপরম্পরয়া, উত্তরন্তু তদনুময়া অন্তঃপুরগামিন্যেতি জ্ঞেয়ম্। ততঃ কলহে শঙ্কিতঃ সন্, কর্ত্তরিক্তঃ, তারকাদিত্বাদিতচ্ বা। শঙ্কায়া নিদানমাহ—ভ্রাতৃস্নেহেন পরিপ্লুতঃ। তদীয়-তাদৃশ-সম্বন্ধ-মাধুর্য্যময়-প্রেমসিন্ধৌ মগ্নঃ, অন্যানুসন্ধানাসমর্থ ইত্যর্থঃ। কথম্ভূতোঽপি ভগবান্? সর্ব্বজ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিযুক্তোঽপি, অতএব গজাদিভিশ্চতুর্ভিরঙ্গৈ-রুপলক্ষিতং যৎ, তেন মহতা বলেন সৈন্যেন সার্দ্ধং ত্বরিতঃ প্রায়ঃ প্রহরার্দ্ধানন্তরং চলিতোঽপি শ্রীকৃষ্ণেন সহৈব বিদর্ভনগরে সসৈন্যপ্রবেশাদতিশীঘ্রঃ সন্ প্রাগাৎ। ইতি তেন স্নেহেন ইতরশক্তেরাবরণেঽপি স্বানুকূলশক্তেঃ প্রকাশনং দর্শিতম্; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানতো বন্ধুভাবস্যাধিক্যঞ্চ, অতএব ভ্রাতৃ-শব্দ-প্রয়োগঃ॥

২০-২১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ শ্রুত্বা ইতি যুগলশ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা। **শ্রুত্বা এতৎ**—লোক পরম্পরা পূর্ব্বেই যা উক্ত হয়েছিল, তা শুনে। তা কি? এরই উত্তরে বিপক্ষীয় নৃপদের উদ্যম, যা পূর্ব্বে সেই দেশাগত জন পরম্পরা শোনা হয়েছিল, এবং তারপরও আমার দ্বারা অন্তপুরগামিনীদের মুখে যা শোনা হয়েছিল, এরূপ বুঝতে হবে। অতঃপর কলহশঙ্কিত হয়ে! শঙ্কার মূল কারণ বলা হচ্ছে,—ভ্রাতৃস্নেহে "পরিপ্লুত"—তদীয় তাদৃশ সম্বন্ধ-মাধুর্যময় প্রেমসিন্ধুতে "মগ্ন"—অন্যান্য বিষয় অনুসন্ধান অসমর্থ। **ভগবান্ রামো**—শ্রীবলরাম সর্ব্বজ্ঞানক্রিয়াশক্তি-যুক্ত হয়েও।— অতএব গজাদি চতুরঙ্গদ্বারা উপলক্ষিত যা, সেই বিশাল সৈন্যের সহিত শীঘ্র প্রহরার্ধ অন্তর রওনা দিয়েও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই যথা সময়ে মিলিত হয়ে তাঁর আগে আগে চললেন।

ভীষ্মকন্যা বরারোহা কাঙ্ক্ষন্ত্যাগমনং হরেঃ।
প্রত্যাপত্তিমপশ্যন্তী দ্বিজস্যাচিন্তয়ৎ তদা ॥ ২২ ॥

২২। **অন্বয়** ঃ বরারোহা ('বরঃ' শ্রেষ্ঠঃ 'আরোহঃ' কান্তত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্য যো লোভঃ তল্লক্ষণা সর্ব্বোর্দ্ধ ভূমিকা প্রাপ্তির্যস্যাঃ সা) ভীষ্মককন্যা হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) আগমনং কাঙ্ক্ষন্তী, দ্বিজস্য প্রত্যাপত্তিং (প্রত্যাগমনং) অপশ্যন্তী তদা অচিন্তয়ৎ।

২২। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রেষ্ঠ কান্তরূপে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে লোভ তল্লক্ষণা সর্বোর্দ্ধ ভূমিকা প্রাপ্তিমতা রুক্মিণী দেবী ব্রাহ্মণের আগমন অভিলাষিণী হয়ে অপেক্ষা করে করে তাঁর প্রত্যাগমন না দেখে মহাচিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন সূর্যোদয়ের পূর্ব্বেই।

এইরূপে তার দ্বারা স্নেহে সৈন্যাদি ইতরশক্তির আবরণের ভিতরেও নিজ অনুকূল স্বাভাবিক শক্তির প্রকাশন দেখান হল। ঐশ্বর্যজ্ঞান থেকে বন্ধুভাবের আধিক্যও দেখান হল, অতএব ২১ শ্লোকে 'ভ্রাতৃ' শব্দের প্রয়োগ ॥ জী॰ ২০-২১ ॥

২২। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ নবসঙ্গম-রসোল্লাসং দর্শয়িতুং পুনঃ শ্রীরুক্মিণ্যাঃ পূর্ব্বরাগবিশেষোদয়ং বর্ণয়তি—ভীষ্মেতি সার্দ্ধপঞ্চভিঃ। ভীষ্মকন্যেতি—তস্যাপি ভাগ্যং সূচয়িত্বা তদুচিতান্তঃসংস্কারোঽপ্যস্তীতি দর্শয়তি—বরঃ শ্রেষ্ঠ আরোহঃ কান্তত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্য যো লোভস্তল্লক্ষণা সর্ব্বোর্দ্ধ-ভূমিকা-প্রাপ্তির্যস্যাঃ সেত্যেব শ্রীমন্মুনের্বিবক্ষিতম্ ; যদ্বা, বরঃ শ্রেষ্ঠ আরোহো নিতম্বো যস্যা ইতি বয়ঃপ্রকাশ-ব্যঞ্জনয়া ভাবস্যাতিশয়ৈর্যোগ্যতাং ব্যঞ্জয়তি। অতএব হরের্নিজং মনো হরত আত্মানমপি হরিষ্যতো ভগবত আগমনমাকাঙ্ক্ষন্তী নিত্যমেব বাঞ্ছন্তী, সম্প্রতি চ দ্বিজস্য প্রত্যাপত্তিং তদ্বৃত্তিজ্ঞাপিকামপশ্যন্তী অচিন্তয়চ্চিন্তাং প্রাপ ॥ জী॰ ২২ ॥

২২। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ নবসঙ্গম-রসোল্লাস দেখাবার জন্য পুনরায় শ্রীরুক্মিণীর পূর্ব্বরাগ বিশেষের উদয় বর্ণনা করা হচ্ছে ভীষ্মকন্যা ইতি ৫½ শ্লোকে। ঐ কন্যারও ভাগ্যপ্রকাশ করত তদুচিত অন্তঃসংস্কারও আছে যে তা দেখান হচ্ছে 'বরারোহঃ' শব্দে—'বরঃ' শ্রেষ্ঠ 'আরোহঃ' কান্তরূপে শ্রীকৃষ্ণের উপরে যে লোভ তল্লক্ষণা সর্ব্বোর্দ্ধ ভূমিকা প্রাপ্তি যাঁর সেই রুক্মিণী—ইহাই শ্রীশুকদেবের বক্তব্য। অথবা 'বরঃ' শ্রেষ্ঠ 'আরোহ' নিতম্ব যার বয়ঃপ্রকাশ ব্যঞ্জনায় ভাবের অতিশয়িতাদ্বারা যোগ্যতা প্রকাশ করে। অতএব **হরেঃ** নিজমন হরণ করত আগে আত্মাকেও হরণ করে নিবে এমন যে ভগবান্ তাঁর আগমন নিত্যই অভিলাষ করছেন রুক্মিণী সম্প্রতিও সেই **প্রত্যাপত্তিং**- সেই খবর বাহক ব্রাহ্মণকে ফিরে আসতে না দেখে তিনি **অচিন্তয়ৎ**—চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন॥ জী॰ ২২ ॥

অহো ত্রিযামান্তরিত উদ্বাহো মেঽল্পরাধসঃ।
নাগচ্ছত্যরবিন্দাক্ষো নাহং বেদ্ম্যত্র কারণম্।
সোঽপি নাবর্ত্ততেঽদ্যাপি মৎসন্দেশহরো দ্বিজঃ॥ ২৩॥

২৩। **অন্বয়ঃ** অহো অল্পরাধসঃ (মন্দভাগ্যায়াঃ) মে (মম) বিবাহ ত্রিযামান্তরিতঃ ('ত্রিযামা' রাত্রিঃ তাবন্মাত্রেণ অন্তরিতঃ, রাত্র্যবসানে এব যঃ বিবাহো) আগচ্ছতি অত্র [শ্রীকৃষ্ণস্য অনাগমনে] অহং কারণং ন বেদ্মি শক্নোমি মৎসন্দেশ হরঃ (মদীয় বার্তাবহঃ) সঃ দ্বিজঃ অপি অদ্য অপি ন আবর্ততে।

২৩। **মূলানুবাদ ঃ** রাত পোয়াতে অল্পকাল বাকী, রাত পোয়ালেই—যে বিবাহ আসছে, এখনও এথায় শ্রীকৃষ্ণের অনাগমনে কারণ বুঝতে পারছি না। মদীয় বার্তাবহ সেই ব্রাহ্মণও ফিরে এল না।

২০-২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** জনপরম্পরয়ৈব শ্রুত্বা ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিত্বাদি-যুক্তোঽপি কলহশঙ্কিতঃ অবশ্যভাবিনি কলহে প্রাপ্তাশঙ্কঃ। তত্র হেতুং ভ্রাতৃস্নেহার্দ্রো সর্ব্বতোভাবেন মগ্নঃ 'অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুজনহৃদয়ানি ভবন্তী'তি ন্যায়েন প্রবলিতস্য স্নেহস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্যাবরণ-সামর্থ্যাৎ॥ বি০ ২০-২২॥

২০-২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** জনপরম্পরায় শুনে **ভগবান্**—শ্রীবলরাম সর্ব্বজ্ঞতা সর্বশক্তি প্রভৃতি যুক্ত হয়েও **কলহশঙ্কিতঃ**—ভবিষ্যতে ঘটনীয় কলহ সম্বন্ধে আশঙ্কান্বিত হয়ে কুণ্ডিননগর গেলেন বিশাল সৈন্যের সহিত॥ বি০ ২০-২২॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** অহো খেদে; ত্রিযা'ম'-শব্দ প্রয়োগোঽল্পকালত্ব-বিবক্ষয়া। অল্পরাধস্তে হেতুর্নাগচ্ছতি, অধুনাপি ন প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। তত্রাল্পরাধস্ত্বং বিনা তু কারণা-ন্তরং ন পশ্যামি, তস্য সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ প্রপন্নপালকত্বাচ্চ। বিপ্রস্য চ প্রত্যাগমনাভাবে তদেককারণ-মিত্যাহ—সোঽপীতি। মযাতিকৃপালুরপি যদি দ্বিজস্যাপ্যাগমনমভবিষ্যৎ, তদা প্রাণত্যাগাত্যাগয়ো-রেকতরং নিরবোধ্যমিতি ভাবঃ॥ জী০ ২৩॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ তো টীকানুবাদ ঃ অহো**—খেদে। **ত্রিযামান্তরিত**—'তিনপ্রহর কাল গত' শব্দটির ব্যবহার রাত্রি পোহাতে অল্পকাল বাকি বলবার ইচ্ছা থাকায়। আমি **অল্পরাধসঃ**—হতভাগিনী, তাই বার্তাবহ ব্রাহ্মণটি ফিরে এল না এখনও অর্থাৎ এখনও তার দেখা মিলল না। এ বিষয়ে হতভাগ্যতা বিনা কিন্তু কারণান্তরও দেখছি না যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান এবং প্রপন্ন-পালক। বিপ্রেরও প্রত্যাগমন অভাবে **সোঽপি** - উহাই অর্থাৎ আমার মন্দভাগ্যই একমাত্র কারণ

অপি ময্যনবদ্যাত্মা দৃষ্ট্বা কিঞ্চিজ্জুগুপ্সিতম্।
মৎপাণিগ্রহণে নূনং নায়াতি হি কৃতোদ্যমঃ ॥ ২৪ ॥

২৪। **অন্বয়** ঃ অনবদ্যাত্মা (কাঠিন্যাদি দোষরহিত চিত্ত) [কৃষ্ণ] কৃতোদ্যমঃ অপি [প্রস্থানাবসরে] ময়ি কিঞ্চিৎ জুগুপ্সিতং (কিঞ্চিৎ নির্লজ্জতা) দৃষ্ট্বা নূনং (নিশ্চিতং) মৎপাণিগ্রহণে ন আয়াতি হি।

২৪। **মূলানুবাদ** ঃ কাঠিন্যাদি দোষরহিত-চিত্ত কৃষ্ণ কৃত্যোদ্যম হয়েও প্রস্থান অবসরে আমাতে কিঞ্চিৎ নির্লজ্জতা দেখেই নিশ্চয়ই আমার পাণিগ্রহণ করতে এলেন না।

দেখা যাচ্ছে। আমার প্রতি অতি কৃপালু হয়েও যদি ব্রাহ্মণেরও আগমণ না হয় তা হলে আমার প্রাণত্যাগ যে অবশ্যম্ভাবি, তা বুঝতে পারছি ॥ জী° ২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বমেবৌৎসুক্যভয়াদিতি রুক্মিণ্যচিন্তয়দিত্যাহ,—ত্রিযামা অদ্যতনী রাত্রিস্তয়ৈবান্তরিতঃ শ্বস্তন্যাং রাত্রৌ তু বিবাহলগ্নমেবেতি ভাবঃ অল্পরাধসঃ মন্দ-ভাগ্যায়াঃ ॥ বি° ২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **ত্রিযামান্তরিত**— সূর্যোদয়ের পূর্বে ঔৎসুক্য ভয় হেতু রুক্মিণীদেবী চিন্তা করতে করতে এরূপ বললেন—তিন প্রহর আজকার রাত্রি পত্রবাহক বিপ্রই কাটিয়ে দিলেন আগামীকালের রাত্রেই কিন্তু বিবাহ লগ্ন। **অল্পরাধসঃ**—মন্দ ভাগ্য আমার বিবাহ ॥ বি°২৩ ॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ মহার্ত্তি-স্বভাবেন শ্রীভগবতো দ্বিজস্য বাগাগমনে কারণান্তরমুদ্ভাবয়তি—অপীতি। হি যতঃ, অনবদ্যাত্মা কাঠিন্যাদিদোষরহিতচিত্তোঽপি নায়াতি, তস্মাত্তদনাগমনম্ : নূনং বিতর্কে। মম কিঞ্চিজ্জুগুপ্সিতমেবদৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। দয়ালুত্বাদাপাততঃ কৃতোদ্যমোঽপি নায়াতীত্যর্থঃ : যদ্বা, কৃতোদ্যম ইতি—হরিবংশোক্তং তস্যাঃ স্বয়ম্বরোদ্যমং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য মথুরাতঃ পরাবৃত্তঃ কুণ্ডিনপুরাগমনং ভাবয়তি। যত্রেন্দ্রকৃতে তস্য রাজেন্দ্রাভিষেকে জাতে জরাসন্ধ-শিশুপালাদয়ঃ সর্ব্বে পলায়িতাঃ, অতো বিপ্রোঽপি তৎকৃত্যবিলম্বত্বাদেব তাবৎকালং নায়াদিতি ভাবঃ ॥ জী° ২৪ ॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ মহা আর্তি স্বভাবে শ্রীভগবানের বা দ্বিজের অনাগমনে কারণান্তর অনুমান করে নিচ্ছেন—অপি ইতি। হি যেহেতু **অনবদ্যাত্মা**—কাঠিন্যাদিদোষরহিত চিত্ত হয়েও এলেন না। সেহেতু এই অনাগমন। **নূনং**—বিতর্কে। আমাতে কিঞ্চিজ্জুগুপ্সিতং—কিঞ্চিৎ নির্লজ্জতা দেখে দয়ালু হওয়া হেতু প্রথমে কৃত্যোদ্যম হয়েও শেষ পর্যন্ত এলেন না। অথবা, হরিবংশের উক্তি অনুসারে—শ্রীরুক্মিণীদেবীর স্বয়ম্বর-উদ্যম শুনে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা থেকে প্রত্যাবর্তন

দুর্ভগায়া ন মে ধাতা নানুকূলো মহেশ্বরঃ।
দেবী বা বিমুখী গৌরী রুদ্রাণী গিরিজা সতী ॥ ২৫ ॥

২৫। **অন্বয়** ঃ দুর্ভগায়া মে (মাং প্রতি) ধাতা (বিধাতা) মহেশ্বরঃ [চ] ন অনুকূলঃ বা [অথবা] রুদ্রাণী (মহেশ্বরী) সতী (দক্ষকন্যা) গিরিজা (হিমালয় সুতা) গৌরী (পার্বতী) বিমুখী।

২৫। **মূলানুবাদ** ঃ দুর্ভাগী আমার প্রতি বিধাতা ও মহেশ্বর অনুকূল নয়, অথবা মহেশ্বরী, দক্ষকন্যা, হিমালয় সুতা ও গৌরী বিমুখী।

ও কুণ্ডিনপুর আগমন পর্যালোচনা হচ্ছে—যেখানে ইন্দ্রকৃত কৃষ্ণের রাজেন্দ্র অভিষেক আরম্ভ হয়েছে, সে স্থান থেকে শিশুপালাদি সকলে পালিয়ে গিয়েছে—অতএব বিপ্রও সেই কৃত্য বিলম্ব হেতুই তাবৎকাল ফিরে আসেন নি, এরূপ ভাব ॥ জী° ২৪ ॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অপীতি শঙ্কায়াং নায়াতিহি কৃতোদ্যম ইতি প্রথমমত্রাগন্তুমুদ্যমঃ কৃতএব অতএব বিপ্রমপি স্বসঙ্গ এবানেতুং ন প্রথমং প্রস্থাপিতবান্ প্রস্থানাবসরেতু ময়ি কিঞ্চিজ্জুগুপ্সিতং শরীরবুদ্ধ্যাদিগতং দৃষ্ট্বা প্রত্যাচষ্ট। যতোঽনবদ্যাত্মা নির্দোষদেহান্তঃকরণাদিঃ। মম সদোষায়াস্তদ্ভার্য্যাত্বানর্হত্বমিতি ভাবঃ। অতঃ সোঽপি দ্বিজো নূনমকৃতার্থঃ মত্তনুত্যাগভয়ান্নায়াতীতি ॥ বি° ২৪ ॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অপি ইতি**—শঙ্কাতে। **নায়াতি হি কৃতোদ্যম ইতি**—প্রথমে এই কুণ্ডিননগরে যাওয়ার জন্য উদ্যম করেও এলেন না, অতএব মনে হয় বিপ্রকে স্বসঙ্গেই নিয়ে আসার জন্য প্রথমে প্রস্থান করেননি। প্রস্থানের অবচ্ছেদে কিন্তু **ময়ি কিঞ্চিজ্জুগুপ্সিতম্**—শরীরবুদ্ধিগত দৃষ্টিতে নিরুদ্যম হলেন, কারণ **অনবদ্যাত্মা**—নির্দোষ দেহ-অন্তকরণাদি যুক্ত আমার পক্ষে দোষযুক্ত সেই ভার্যা গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব সেই দ্বিজও নিশ্চয় কৃতার্থ, আমার তনু ত্যাগ ভয়ে আসেন নি॥ বি° ২৪ ॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ পুনস্তস্যানবদ্যাত্মত্বেন দোষদর্শনমপ্যমত্বা নিজাল্পারাধস্তমেব কারণং স্থাপয়তি—দুর্ভগায়া ইত্যর্দ্ধেন। অনেন ব্রহ্মরুদ্রাবপি তদর্থমনয়োপাস্যমানৌ স্ত ইতি গম্যতে। ধাতৃত্বান্মহেশ্বরত্বাত্তদুপাসনেন সুভগত্বমপি জায়েতেত্যাশঙ্ক্য পক্ষান্তরমাহ—দেবী বেতি। অস্মৎকুলদেব্যপি গৌরী বিমুখা, তদুচিত-ভজনাভাবেনেতি ভাবঃ; অতঃ তস্যাঃ পরমাপেক্ষয়া বৈমুখ্যেনৈব তাবপি নানুকূলৌ জাতাবিতি গমিতম্। তত্র তস্য ধাত্রাপ্যপেক্ষত্বে কারণমাহ—রুদ্রাণীতি, মহেশ্বরাপেক্ষত্বেঽপি গিরিজা সতীতি। সতী পূর্ব্বং দক্ষজা ভূত্বা পুনর্গিরিজাভবৎ, সেত্যর্থঃ। পূর্ব্বং তন্নিন্দা শ্রবণেন প্রাণব্যয়াৎ পশ্চাত্তদপ্রাপ্ত্যা প্রাণব্যয়-ব্যবসায়াত্তদুচিতমেবেতি

এবং চিন্তয়তী বালা গোবিন্দহৃতমানসা ॥
ন্যমীলয়ত কালজ্ঞা নেত্রে চাশ্রুকলাকুলে ॥ ২৬ ॥

২৬। **অন্বয়** ঃ গোবিন্দহৃতমানসা (শ্রীমতি গোকুলে তাদৃশ-মাধুর্যতয়া বর্ণিত যঃ তেন হৃতং মানসং যস্যাঃ সা) বালা [রুক্মিণী] এবং চিন্তয়তী কালজ্ঞা (ন অধুনাপি গোবিন্দাগমন কাল ইতি মন্বানা কিঞ্চিৎ আশ্বস্তচিত্তা সতী চিন্তা স্তব্ধে) অশ্রুকলাকুলে নেত্রে ন্যমীলয়ত (নিমীলিতবতী)।

২৬। **মূলানুবাদ** ঃ এইরূপ চিন্তাকুলা, শ্রীমতি গোকুলে তাদৃশ মাধুর্য বিগ্রহ বলে বর্ণিত গোবিন্দের দ্বারা হৃতমনা, সেই ললনা (রুক্মিণী) এখনও গোবিন্দ-আগমন কাল হয়নি, এরূপ মনে করত কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত চিত্তা হওয়ায় চিন্তার বিরামে অশ্রুকলাকুল নয়ন যুগল তাঁর নিমীলিত করলেন।

ভাবঃ। গিরিশেতি পাঠে গিরৌ শয়নাত্তাদৃশতপ এব লভ্যতে, এবং বহুশো রুরোদেতি জ্ঞেয়ম্, অশ্রুকলাকুলে ইতি বক্ষ্যমাণাৎ ॥ জী ২৫ ॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ পুনরায় কৃষ্ণ কাঠিন্যাদি দোষ রহিত চিত্ত হওয়া হেতু তাঁতে দোষদর্শনও অনভিমত হওয়ায় নিজের অল্প দোষ তার কারণ বলে স্থাপিত হচ্ছে, দুর্ভগায়া ইতি অর্ধেক শ্লোকে। এই অর্ধ শ্লোকের দ্বারা ব্রহ্ম রুদ্রাদিকেও কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য উপাসনা করার বিধানই দেওয়া হচ্ছে বুঝা যায়। পালনকর্ত্রী হওয়া হেতু, মহেশ্বর হওয়া হেতু তাদের উপাসনার দ্বারা সৌভাগ্যও প্রাপ্তি হয় কি ? এরূপ আশঙ্কা করে পক্ষান্তর উঠান হচ্ছে দেবী বা ইতি। —আমাদের কুলদেবী হলেও দুর্গাদেবীই বিমুখ হয়ে আছেন—তদুচিত ভজন অভাবে, এরূপ ভাব। অতএব দুর্গাদেবীর পরম অপেক্ষা হেতু তাঁর থেকে বিমুখতা হেতুই তার ভিতরেও অনুকূল ভাব জাত হচ্ছে না, এরূপ আমার জ্ঞানগম্য হচ্ছে। এ বিষয়ে দুর্গা তার জননীরও অপেক্ষা থাকা বিষয়ে হেতু বলা হচ্ছে—রুদ্রাণী ইতি—শিবের পত্নীরূপে শিবের অপেক্ষা থাকলেও তিনি গিরিজা—পাষাণ পুত্রী (কি করে দ্রবীভূত হবেন) তবে তিনি সতী, পূর্বে দক্ষকন্যা হয়ে পুনরায় গিরিজা—হিমালয়ে জাতা। পূর্বে শিবের নিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করে পশ্চাৎ তা পেয়ে প্রাণত্যাগে মন-স্থির করা হেতু উহা উচিতই হয়েছে।

গিরিশ ইতি পাঠে—শয়নহেতু তাদৃশ তপই পাওয়া যাচ্ছে ; এবং বহুশ রোদন করতে লাগলেন, এরূপ বুঝতে হবে, 'অশ্রুকলাকুলে', এরূপ বক্তব্য থাকা হেতু ॥ জী ২৫ ॥

২৫ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ পুনরপি বহুতরং সংশয়ানৈবাহ, দুর্ভগায়া ইতি। ধাতা মে নানুকূল ইতি মৎপ্রতিকূলেন বিধাত্রৈব বা বর্ত্মনৈব কচিৎ স প্রতিবন্ধিতঃ। তৎপ্রাতিকূল্যে হেতুর্ন দৃশ্যত ইতি। মহেশ্বরো বা কদাচিৎ মৎপূজামপ্রাপ্য কুপিতঃ মহৈশ্বর্যাত্তস্য ময়ি বালিকায়াং নিকৃষ্টায়া-

মজ্জায়াং কোপো ন যুজ্যত ইত্যহো প্রত্যহমারাধ্যমানাপি গৌরীদেবী বা বিমুখা হন্ত হন্ত কমপরাধং মে সা প্রাপ্তা যন্ময়ি বৈমুখ্যং গতা। তস্যাঃ সাংসর্গিকোঽয়ং বা দোষ ইত্যাহ, রুদ্রাণীতি। তৎপতিং সর্ব্বজনান্ রোদয়েৎ। সাতু মামিতি রোদয়তু নাম। হন্ত মমৈতাবদ্বৈক্লব্যং প্রাণজিহাসাপর্য্যন্তমপি দৃষ্ট্বা কথং ন দ্রবতি। তত্র পৈতৃকং দোষং সংভাবয়ন্ত্যাহ—গিরিজা পাষাণপুত্রী কথং দ্রবেদতঃ সা মদ্দেহং ত্যাজয়িষ্যত্যেবেতি নিশ্চিনোমি। যতঃ সতী পূর্ব্বজন্মনি স্বয়মেব দেহং তত্যাজেতি ॥ বি° ২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ পুনরায় বহুতর সংশয় সমূহই বলতে লাগলেন, দুর্ভগায়া ইতি। বিধাতা আমার অনুকূল নয়। আমার প্রতিকূল বিধাতার দ্বারাই বা পথেই ক্বচিৎ প্রতিবন্ধক এসে গিয়েছে তাঁর। সেই প্রতিকূলতায় এখনও দৃষ্টিগোচর হচ্ছেন না। মহেশ্বরই বা কদাচিৎ আমার পূজা না পেয়ে কুপিত হয়েছেন। তিনি মহাঐশ্বর্য্যশালী হওয়া হেতু এই নিকৃষ্ট বালিকার প্রতি রাগ করা যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না। অহো প্রত্যহ আরাধ্যমান হয়েও দুর্গাদেবীইবা বিমুখ, হায় হায় কোন অপরাধ তিনি আমার পেলেন, যেহেতু তিনি বিমুখ হলেন। ইহা তাঁর সংসর্গজনিত কোনও দোষ বা, এই আশয়ে বলছেন রুদ্রাণী ইতি—[রুদ্রের স্ত্রী] রুদ্র কে ? উত্তরে বলা হচ্ছে—পুরাণে আছে ব্রহ্মা কল্পারম্ভে সৃষ্টি চিন্তায় মগ্ন আছেন এমন সময় এক বালক মূর্তি তাঁহার ললাট থেকে আবির্ভূত হয়ে রোদন করতে করতে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে লাগলেন, ব্রহ্মা তাহাকে রুদ্র নামে অভিহিত করে রোদনে নিবৃত্ত হতে বললেন এবং তাকে রুদ্র, ভব, শর্ব, ঈশাণ, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই অষ্টনাম অর্পণ করলেন] রুদ্রাণীর পতি সর্বজনকে রোদন করিয়ে থাকেন, সেই রুদ্রাণী আমাকে রোদন করাচ্ছেন। হায় হায় আমার এতদূর কাতরতা, প্রাণত্যাগ পর্যন্তও দেখে কেন-না তার চিত্ত দ্রবীভূত হচ্ছে ? তথায় বংশ পরম্পরা দোষ এরূপ বিচার করে বলছেন, গিরিজা (হিমালয়) পাষাণপুত্রী কি করে দ্রবীভূত হবেন। কৃষ্ণগত চিত্তা আমার দেহ, তাগই করে ফেলব, এরূপ নিশ্চয় করছি। যেহেতু সতী পূর্বজন্মে নিজের দেহ ত্যাগ করেছিলেন ॥ বি° ২৫ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ গোবিন্দো গবামিন্দ্রঃ শ্রীমতি গোকুলে তাদৃশমাধুর্য্যতয়া বর্ণিতো যস্তেন হৃতং মানসং যস্যাঃ সা অতএব বালাপ্যেবমীদৃশং চিন্তয়ন্ত্যেবমিতি শোকভরেণ তাদৃগমন্যদপ্যচিন্তয়দিতি দ্যোত্যতি—অশ্রূণাং কলা বিন্দবঃ, তৈরাকুলে ব্যাপ্তে বিবশে বা, জলাকুলেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ অন্যত্তঃ। তত্র নাধুনাপীত্যাদিকং, দেবযাত্রায়ামেব কৃতাবসরত্বাৎ ॥ জী° ২৬ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ গোবিন্দঃ—গোগণের রাজা যিনি শ্রীমতি গোকুলে তাদৃশ মাধুর্যতায় বর্ণিত, তাঁর দ্বারা হৃত মানস যার সেই রুক্মিণী—অতএব পূর্ণ যুবতী

এবং বধ্বাঃ প্রতীক্ষন্ত্যা গোবিন্দাগমনং নৃপ।
বাম উরুর্ভুজো নেত্রমস্ফুরন্ প্রিয়ভাষিণঃ ॥ ২৭ ॥

২৭। **অন্বয়ঃ** হে নৃপ এবং গোবিন্দাগমনং প্রতীক্ষন্ত্যা (প্রতীক্ষমাণা) বধ্বাঃ প্রিয়-ভাষিণঃ (প্রিয়সূচকাঃ) বামঃ উরুঃ-ভুজঃ-নেত্রম্ (বামঃ নয়নঞ্চ) [এতে] অস্ফুরন্।

২৭। **মূলানুবাদ** ঃ হে রাজা পরীক্ষিৎ! এইরূপে গোবিন্দ-আগমন প্রতিক্ষমানা বধুর শুভ সূচক বাম উরু-বাহু-বামচক্ষু স্পন্দিত হতে লাগল।

অবস্থায়ও **এবং চিন্তয়তী**—ঈদৃশ চিন্তায় আকুল ছিলেনই, এইরূপে শোকভরে তাদৃশ আরও অন্য কিছুও চিন্তা করছিলেন, এরূপ দ্যোতিত হচ্ছে। **অশ্রুকণ্ঠাকুলে**—অশ্রুর বিন্দু, তার দ্বারা ভারাক্রান্ত বা বিবশ হয়ে পড়লেন। 'জলাকুলে' পাঠেও একই অর্থ। [শ্রীধর স্বামী—কালজ্ঞা—'অধুনাও গোবিন্দ আগমন কাল নয়', এরূপ মাননাকারী রুক্মিণী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত চিত্তা হয়ে চিন্তাস্তব্ধ লোচনদ্বয় বুজলেন।] এই টীকার কেবল 'অধুনাও নয়' ইত্যাদি বলার কারণ দেবযাত্রায়ও যাই যাই করেও কিছুটা অবসর যাপন করা হেতু॥ জী° ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কালজ্ঞেতি ভোশ্চঞ্চলচিত্ত, সম্প্রতি তনুত্যাগোপায়ং মা কুরু, যতো নাধুনাপি তস্যাগমনকালো ব্যতীতস্তস্মাত্তনুত্যাগাৎ পূর্ব্বমধুনা ধ্যানেনৈব তন্মুখমেকবারমব-লোকয়ানি নাত্র ত্বং মে প্রতিবধানেতি নেত্রে ন্যমীলয়ত, মুদ্রিতবতী॥ বি° ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **কালজ্ঞা ইতি**—ওহে চঞ্চল চিত্ত! সংপ্রতি তনুত্যাগ সন্ধান করো না। কারণ এখনও তাঁর আগমন কাল উৎরে যায় নি। সুতরাং তনুত্যাগের পূর্বে অধুনা ধ্যানে সেই মুখ একবার অবলোকন করে নেওয়াই ঠিক, এ বিষয়ে আমি তোমার অন্তরায়ও হব না, এই বলে চোখ বুজলেন ॥ বি° ২৬॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ বধ্বাঃ সন্নিহিতবিবাহায়াঃ কন্যায়াস্তস্যাঃ প্রতীক্ষন্ত্যাঃ প্রতীক্ষ-মাণায়া উর্ব্বাদীনাং যথোত্তরমূর্দ্ধতাপেক্ষয়া প্রিয়ভাষিত্বে শ্রৈষ্ঠ্যমস্ফুরন্নিতি বহুত্বেনৈকদৈব সর্ব্বেরন্বয়ঃ, স চৈকদৈব স্ফুরণাভিপ্রায়েণ প্রিয়ভাষিণ ইত্যেকশেষেণ ক্লীবত্বে প্রাপ্তেঽপি পুংস্ত্বমার্ষম্॥ জী° ২৭॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **বধ্বাঃ**— যার বিবাহ অতি নিকটে সেই **প্রতীক্ষন্ত্যাঃ**—প্রতীক্ষমাণা কন্যার উরু-ভুজ-নেত্র-স্পন্দিত হতে লাগল।—এই 'উরু' প্রভৃতির স্পন্দন মধ্যে পর পর একটা থেকে আর একটা মঙ্গল সূচনা হিসাবে শ্রেষ্ঠ। **অস্ফুরন্ ইতি**- [সনাতন— বহুত্ব

অথ কৃষ্ণবিনির্দ্দিষ্টঃ সঃ এব দ্বিজসত্তমঃ।
অন্তঃপুরচরীং দেবীং রাজপুত্রীং দদর্শ হ ॥ ২৮ ॥

২৮। **অন্বয়** ঃ অথ কৃষ্ণবিনির্দ্দিষ্টঃ ('বিশেষেণ' তাম ত্বৈবানেষ্যামিত্যাদি মধুর বচনাশ্বাসনাদিনা নির্দিষ্টসন্) স এব দ্বিজসত্তমঃ অন্তপুরচরীং রাজপুত্রীং দেবীং দদর্শ হ (তৎসমীপং গতবান্ ইত্যর্থঃ)।

২৮। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অঙ্গুলি চালনাদি ও কটাক্ষাদি দ্বারা বিশেষভাবে আদিষ্ট হয়ে সেই প্রস্তুত কার্যোপযুক্ত ব্রাহ্মণ অন্তঃপুরচারিণী রাজকন্যা রুক্মিণীর নিকট পৌঁছে গেলেন।

সন্ত অভীষ্ট সিদ্ধি সূচনার্থ এদের একসঙ্গেই স্পন্দন] সেই উরু প্রভৃতি সবগুলি এক সঙ্গে স্ফুরণের অভিপ্রায় হচ্ছে উহা প্রিয়সূচক ॥ জী° ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ উর্ব্বাদয়োঽস্ফুরন্। প্রিয়ভাষিণঃ শুভসূচকাঃ। একশেষে সতি পুংস্ত্বমার্ষম্ ॥ বি° ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **উরুর্ভুজো ইতি**— উরু প্রভৃতি স্পন্দিত হতে লাগল। **প্রিয়ভাষিণঃ**— শুভসূচক ॥ বি° ২৭ ॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ স এব যোগ্যত্বান্নির্দ্দিষ্টঃ শ্রীকৃষ্ণেন, ন ত্বন্যঃ। নির্দ্দেশস্তু মাং প্রাপ্তং কথয়, তামত্বৈবানেষ্যামীতি প্রকারকো জ্ঞেয়ঃ। প্রথমং স এব দ্বিজসত্তমস্তাং রুক্মিণীং দদর্শ, ন তু সা তমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ অন্তঃপুরচরীং বিপ্রবর্ত্ম নিরীক্ষণায় তস্মিন্নিতস্ততো ভ্রমন্তীং ব্যগ্রচিত্তামিত্যর্থঃ। কীদৃশীং দদর্শ? দেবীং বৈবাহিকালঙ্কার-মঙ্গলকর্ম্মাদিনা দ্যোতমানাং দদর্শ। হ হর্ষে। বিপ্রকর্ত্তৃকদর্শনস্য যৎ প্রথমত্বং, তদুল্লেখোঽসৌ। রুক্মিকে টিল্লোন স্বস্য তদ্দর্শনং সম্প্রতিং ভবেন্ন বেতি পথি তান্ তান্ সূচয়তি, তদুল্লাসসূচকত্বাৎ ॥ জী° ২৮ ॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **স এব**— সেই ব্রাহ্মণটিই যোগ্য হওয়া হেতু কৃষ্ণের দ্বারা বিশেষভাবে আদিষ্ট হলেন। কি আদেশ? এই উত্তরে—তাকে বলবে, আমাকে সে পেয়েই গিয়েছে। আর বলবে তাকে মথুরা নগরে আজই নিয়ে আসব। আমি তার দ্বারা অধিগত, আজকেই তাকে নিয়ে আসব। কুণ্ডিননগরে ফিরে এসে ঐ ব্রাহ্মণ প্রথমে রুক্মিণীকে দেখতে পেলেন। কিন্তু রুক্মিণী তাঁকে দেখতে পেল না। এর হেতু **অন্তঃপুরচরীং**—বিপ্রের পথ নিরীক্ষণের জন্য তাতেই ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ব্যগ্রচিত্ত হয়ে। ব্রাহ্মণ কিরূপ দেখলেন? রুক্মিণীকে ব্রাহ্মণ কিরূপে দেখলেন? বৈবাহিক অলঙ্কার—মঙ্গলকর্মাদিতে দ্যোতমানা দেখলেন।

সা তৎ প্রহৃষ্টবদনমব্যগ্রাত্মগতিং সতী।
আলক্ষ্য লক্ষণাভিজ্ঞা সমপৃচ্ছচ্ছুচিস্মিতা ॥ ২৯ ॥

২৯। **অন্বয়** ঃ লক্ষণাভিজ্ঞা ('লক্ষণং' কার্যসিদ্ধিসূচকং—১। দূতহর্ষং ২। তৎ বামনেত্রাদি স্পন্দনং অভিজানাতি) ইতি সা সতী প্রহৃষ্টবদনং অব্যগ্রাত্ম (ন ব্যগ্রা আত্মনঃ দেহস্য গতির্যস্য তম্) তং (দ্বিজম) আলক্ষ্য শুচিস্মিতা সতী সমপৃচ্ছৎ (সম্যক্ জিজ্ঞাসিতবতী)।

২৯। **মূলানুবাদ** ঃ দূতলক্ষণ (দূতের মুখে-চোখে হর্ষ, নিজ বাম নেত্রে স্পন্দন) অভিজ্ঞা রুক্মিণী ব্রাহ্মণকে প্রফুল্ল বদন এবং মনের গতি অব্যাকুল দেখিয়া নির্মল মৃদু হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, সর্বতোভাবে মঙ্গল তো?

হ হর্ষে,—বিপ্র কর্তৃক দর্শনোত্থ যে প্রথম ভাব এ তারই উল্লেখ। কৃষ্ণবিদ্বেষী রুক্মীর কুটিলতায় নিজের সেই রুক্মিণীর দর্শন সম্প্রতি হয় কি না হয়। পথে তাই তাই জ্ঞাপিত হয়েছে—সেই উল্লাস সূচকতা হেতু ॥ জী° ২৮ ॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথটীকা** ঃ কৃষ্ণেন বিনির্দ্দিষ্টঃ। পুরোপবনে প্রাপ্তং মাং শীঘ্রং কথয়েত্যাদিষ্টঃ। দেবীং ধ্যানপ্রাপ্তকৃষ্ণদর্শনানন্দেন দ্যোতমানাং ধ্যানাবেশোদ্রেকাদেব কৃষ্ণপার্শ্বং গন্তুং অন্তঃপুরাচ্চরতীতি তথা তাম্ ॥ বি° ২৮।

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **কৃষ্ণ বিনির্দ্দিষ্টঃ**—কৃষ্ণের অঙ্গুলিচালন, কটাক্ষ ইত্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ বিশেষভাবে আদিষ্ট, যথা তাকে বল পুরোপবনে সে শীঘ্রই আমাকে পেয়ে যাবে, অর্থাৎ ধর আমাকে পেয়েই গিয়েছে। **দেবীং** - ধ্যানে প্রাপ্ত কৃষ্ণদর্শনানন্দে দ্যোতমানা রুক্মিণী ধ্যানাবেশ উত্তেজনায় কৃষ্ণ পার্শ্বে গমনের জন্য অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। সেই অবস্থায় রাজপুত্রীকে ব্রাহ্মণ দর্শন করলেন ॥ বি° ২৮ ॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ শুচিস্মিতা হর্ষোদয়াৎ, যতো লক্ষণাভিজ্ঞা, যতঃ সতী সর্ব্বগুণৈরুত্তমা সম্যক্ সর্ব্বতঃ ক্ষেমং কিমিত্যাদরাদিনা অপৃচ্ছৎ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, অব্যগ্রা সতী আত্মনো গতিং শ্রীকৃষ্ণমপৃচ্ছৎ। স কুত্রাস্তে? কিং বাবদিত্যেবং বহুশোঽপৃচ্ছদিত্যর্থঃ ॥ জী° ২৯ ॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ শুচিস্মিতা হর্ষোদয় হেতু বিশুদ্ধ হাসিমাখা মুখ সেই সতী—যেহেতু তিনি **লক্ষণাভিজ্ঞা**—[শ্রীধর স্বামী - দূতের লক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞা অর্থাৎ সেই সেই কার্য কথককে বিশেষভাবে জানেন] কারণ তিনি **সতী**—সর্বগুণে উত্তমা **সমপৃচ্ছৎ**—[সম্+অপৃচ্ছৎ] সম্যকরূপে জিজ্ঞাসা করলেন সর্বতোভাবে মঙ্গল তো, এইরূপে জিজ্ঞাসা করলেন। অথবা অব্যগ্রা সতী নিজের গতি কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন—সে কোথায় আছে কি-ই বা বললেন, এইরূপ বহু বহু কথা জিজ্ঞাসা করলেন ॥ জী° ২৯ ॥

তস্যা আবেদয়ং প্রাপ্তং শশংস যদুনন্দনম্।
উক্তঞ্চ সত্যবচনমাত্মোপনয়নং প্রতি॥ ৩০॥

৩০। **অন্বয়** ঃ [সঃ দ্বিজঃ] তস্যাঃ (রুক্মিণ্যাঃ সমীপে) প্রাপ্তং (মিলিতং) যদুনন্দনং (শ্রীকৃষ্ণং) আবেদয়ং (অবর্ণয়ৎ) [তথা] আত্মোপনয়নং প্রতি (স্বয়ং অথবা প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণস্য আনয়নং) প্রতি সত্যবচনং [চ] শশংস (বর্ণিতবান, অথবা আত্মনঃ 'তস্যা' রুক্মিণ্যাঃ সমীপে উপনয়নং অর্থাৎ উপস্থিতিং পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণেন যদুক্তং সত্য বচনং তামানিষ্যে ইত্যাদি তচ্চ শশংস)

৩০। **মূলানুবাদ** ঃ সেই ব্রাহ্মণ রুক্মিণীর কাছে কৃষ্ণকথা বর্ণন করলেন, তথা রুক্মিণীর সমীপে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সত্যবচন যা উক্ত হয়েছে—যথা তোমাকে নিয়ে আসব দ্বারকায় ইত্যাদি, তাও বর্ণন করলেন।

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ সুনন্দবিপ্রোঽহং ত্বৎপ্রিয়পার্শ্বাদায়াতো মাং পশ্যেত্যুচ্চৈরুক্তবন্তং প্রাপ্তধ্যানভঙ্গা সাপি তং দদর্শেত্যাহ,—সেতি। ন ব্যগ্রা আত্মনো মনসো গতির্যস্মাত্তং বিপ্রস্য বদন-হর্ষদর্শনেন তস্যা মনসো বৈয়গ্র্যং শান্তমভূদিত্যর্থঃ। যতো লক্ষণাভিজ্ঞা লক্ষণং কার্যসিদ্ধিসূচকং দূতহর্ষং স্ববামনেত্রাদিস্পন্দনং অভিজানাতীতি সা। শুচি শুদ্ধং হর্ষদ্যোতকং স্মিতং যস্যাঃ সা পূর্ব্বং তু দুঃখেঽপি ভাবগোপনার্থং কপটস্মিতেবাসীদিতি ভাবঃ॥ বি° ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ আমি সুনন্দ বিপ্র আপনার প্রিয়ের কাছ থেকে আসছি, আমার দিকে চোখ তুলে তাকান, এইরূপ উচ্চকণ্ঠে বললে ধ্যানভঙ্গে রুক্মিণীও তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে,—সা সতী। **প্রহৃষ্টবদনমব্যগ্রাত্মগতিঃ**—যেহেতু ব্রাহ্মণের 'আত্মনো' মনের গতি ব্যাকুল নয়, মুখ হাস্যোজ্জ্বল—তাই ইহা দর্শনে রুক্মিণীর মনের আকুলতা শান্ত হল—যেহেতু তিনি **লক্ষণাভিজ্ঞা**—'লক্ষণং' কার্যসিদ্ধির সূচক দূতের মুখে চোখে হর্ষ, নিজের বাম-নেত্রের স্পন্দন বিশেষভাবে জানেন। এইরূপ যে রুক্মিণী তিনি **শুচিস্মিতা**—শুদ্ধ হর্ষদ্যোতক ঈষৎ হাসিমুখী হলেন। সেই রুক্মিণী—পূর্বেও কিন্তু দুঃখেও ভাবগোপনের জন্য ঈষৎ হাসি তাঁর ঠোঁটে লেগে ছিল, এরূপ ভাব॥ বি° ২৯॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ যদুনন্দয়তীতি তথা তমিতি। অন্যত্রেঃ। তত্র তচ্চ শশংস, তুষ্টাব রুক্মিণীতি শেষঃ। ব্রাহ্মণ ইতি বা অত্র তেনেতি স্বয়মিত্যর্থঃ। পক্ষান্তরে ত্ববর্ণয়দ্ব্রাহ্মণ ইতি শেষঃ। যদ্বা, আবেদয়দিত্যস্যৈব বিবরণং প্রাপ্তমিত্যাদি, উক্তঞ্চেত্যাদি চ॥ জী° ৩০॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **যদুনন্দনম্**,—যদুদিগকে আনন্দদান করেন যিনি সেই কৃষ্ণকে এই বাক্যটি ব্যবহারের ভাব যদুরাও সকলে সমাগত প্রায়, [শ্রীসনাতন **সত্যবচনম্**,—

তমাগতং সমাজ্ঞায় বৈদর্ভী হৃষ্টমানসা।
ন পশ্যন্তী ব্রাহ্মণায় প্রিয়মন্যন্ননাম সা ॥ ৩১ ॥

৩১। **অন্বয়ঃ** আগতং তং (শ্রীকৃষ্ণং) সমাজ্ঞায় (দৃঢ়তয়া জ্ঞাত্বা) হৃষ্টমানসা সা বৈদর্ভী (রুক্মিণী) [অস্মিন্ কার্য্যে সর্বস্বার্পণমপি অপর্যাপ্তমিতি তদুচিতম্] অন্যং প্রিয়ম্ [বস্তু] ন পশ্যন্তী [সতী] ব্রাহ্মণায় ননাম।

৩১। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীকৃষ্ণ এই এসে গেলেন বলে নিশ্চয়রূপে জেনে সন্তুষ্ট মনা সেই রুক্মিণী চিন্তা করলেন, এই কার্যে সর্বস্ব অর্পণও অপর্যাপ্ত, তাই তদুচিত অন্য কোন প্রিয়বস্তু না দেখে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলেন।

এই কথা দ্বারা শপথসহ প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলেছেন. এরূপ ব্যঞ্জিত হচ্ছে]—[শ্রীস্বামিপাদ—ঐ ব্রাহ্মণও বর্ণন করলেন, দ্বারকায় মিলিত যদুনন্দনকে এবং তাঁর শপথবাক্য রুক্মিণীর কাছে। রুক্মিণীর কাছে উপস্থিতি সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ যা সত্য বচন বলেছেন (তোমাকে দ্বারকায় নিয়ে আসব ইত্যাদি) তাও বর্ণন করলেন। 'আত্মনা' শব্দে 'স্বয়ং' বা প্রাণেশ্বর। অথবা তাঁর উপস্থিতির কথা মুহুর্মুহু যা বলেছেন, যথা—তোমাকে নিয়ে আসব ইত্যাদি তাও বর্ণনা করলেন।] কৃষ্ণ বলে পাঠাচ্ছেন তাঁকে (রুক্মিণীকে) সন্তুষ্ট করব. এই কথাটা ব্রাহ্মণের উক্তি বা কুণ্ডিন নগরে স্বয়ং কৃষ্ণ বলেছেন। পক্ষান্তরে কিন্তু বর্ণন করেছেন ব্রাহ্মণ। অথবা বল তার বিবরণ আমি পেয়েছি, ইত্যাদি—বলাও হয়েছে, এরূপ ইত্যাদি ॥ জী° ৩০ ॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ প্রাপ্তং যদুনন্দনং তস্যৈ আবেদয়ৎ। আত্মনঃ স্বস্য উপনয়নং সমীপপ্রাপণং প্রতি যৎ সত্যবচনমুক্তং কৃষ্ণেন "তামানয়িষ্য উন্মথ্যে"ত্যাদি তচ্চ শশংস ॥ বি° ৩০ ॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ মিলিত যদুনন্দনের কাছে ঐ ব্রাহ্মণের দ্বারা **আবেদয়ৎ**—নিবেদিত হল। **আত্মনঃ**—কৃষ্ণের নিজের **উপনয়নং**—সমীপ প্রাপ্তি হলে মুহুর্মুহু তাঁর দ্বারা যে সত্য বচন উক্ত হয়েছে যথা 'রুক্মিণীকে নিশ্চয় আমার ঘরে নিয়ে আসব বিরুদ্ধ পক্ষের সকলকে সম্পূর্ণভাবে মথিত করে দিয়ে, ইত্যাদি এসবও বর্ণন করলেন রুক্মিণীর কাছে ॥ বি° ৩০ ॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ সমাজ্ঞায় দৃঢ়তয়া জ্ঞাত্বা; সা তথা ব্যগ্রা ন পশ্যন্তীতি নঞো লোপাভাব আর্ষঃ। অন্যত্তঃ। তত্র পশ্চাদ্বহু দদাবিত্যর্থঃ। দ্বারকায়ামনন্তবিভববতী সত্যনস্তমেব দদত্যাসীদিত্যর্থঃ। অত্র পূর্ব্বং যন্ন ননাম, তত্ত্বানন্দেনৈব বিস্মৃতমিতি জ্ঞেয়ম্; যদ্বা, তদীয়তাদৃগুপকারস্য প্রত্যুপকারহেতুং প্রিয়ং স্বাভিরুচিতং বস্তুন্যদপশ্যন্তী স্বপরাজয়ং মত্বা ননামৈব কেবলমিত্যর্থঃ ॥ জী° ৩১ ॥

প্রাপ্তৌ শ্রুত্বা স্বদুহিতুরুদ্বাহপ্রেক্ষণোৎসুকৌ।
অভ্যয়াৎ তূর্য্যঘোষেণ রামকৃষ্ণৌ সমর্হণৈঃ॥ ৩২॥

৩২। **অন্বয়ঃ** স্বদুহিতুঃ (স্বস্যাঃ কন্যায়াঃ) উদ্বাহ প্রেক্ষণোৎসুকৌ (বিবাহদর্শনাভিলাষিণৌ) রামকৃষ্ণৌ প্রাপ্তৌ (আগতৌ) শ্রুত্বা [ভীষ্মকঃ] তূর্যঘোষেণ সমর্হণৈঃ (পূজোপহারৈশ্চ) অভ্যয়াৎ (প্রত্যুদ্জগাম)।

৩২। **মূলানুবাদ** ঃ রাজা ভীষ্মক নিজ কন্যার বিবাহ-উৎসব দর্শন অভিলাষে রামকৃষ্ণ সমাগত হয়েছেন শুনে তূর্যধ্বনি ও বিবিধ পূজাদ্রব্যের সহিত তাঁদের প্রত্যুদ্গমন করলেন।

৩১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীসনাতন—বিবিধ লক্ষণের দ্বারা দৃঢ়রূপে জ্ঞাত হলেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণৈকপরা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বজন্মযোগ্য বিদর্ভদেশে জাত হয়েছেন—শাস্ত্রাদির দ্বারা বিদর্ভ রাজকন্যার শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীত্ব প্রতিপাদিত হয়ে থাকা হেতু।]—[শ্রীধর—**তং**· শ্রীকৃষ্ণকে। এই দৌত্য কার্য যে করেছে সেই ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব সমর্পণও অপর্যাপ্ত, তাই তদুচিত প্রিয় কিছু না দেখে তখন কেবল প্রণাম করলেন, পরে বহু কিছু দিলেনও। অথবা, লক্ষ্মী আমাকে যে নমস্কার করে তার সর্ব সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। আমাতে যে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে আছে, তার কথা বলবার কি আছে। এর থেকে অধিক আর প্রিয় কিছু দেবার না দেখে রুক্মিণীদেবী তাকে প্রণাম করলেন] শ্রীকৃষ্ণের আগমন বিবিধ লক্ষণে **সম্যাজ্ঞায়** – দৃঢ়রূপে জেনে **সা ইতি**—সেই রুক্মিণী ত্রস্ত ব্যস্ততায় দানযোগ্য কিছু নির্ণয় করতে পারলেন না, এক প্রণাম ছাড়া, পশ্চাৎ কিন্তু বহু কিছুই দিলেনও। দ্বারকাপুরি অনন্তবৈভবে পূর্ণ হওয়ায় অনন্ত দানই দিলেন।—এখানে প্রথমেই যে প্রণাম করেন নি, তা কিন্তু আনন্দেই বিস্মৃত হয়েছিলেন এরূপ বুঝতে হবে। অথবা তদীয় তাদৃশ উপকারের প্রয়োজন অনুসারে প্রিয় স্বাভিরুচিত বস্তু অন্য কিছু না দেখে স্বপরাজয় মেনে প্রণামই করলেন কেবল॥ জী° ৩১॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কিমস্মৈ পারিতোষিকং দদামীতি বিমৃশন্তী কেবলং ননাম যতঃ প্রণামাদন্যৎ সর্বস্বার্পণমপি প্রিয়মস্মিন্নর্থে সমুচিতং, ন পশ্যন্তী, প্রণত্যা তু স্বস্য ঋণিত্বমেব ব্যঞ্জয়ামাস। ততশ্চ তদৈব বিপ্রস্য গৃহং সার্ব্বকালিক-সর্ব্বসম্পত্তিপূর্ণং বভূব মহালক্ষ্ম্যা অপি ঋণিত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্॥ বি° ৩১॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ এই ব্রাহ্মণকে কি পারিতোষিক দিব, এই চিন্তা করতে করতে কেবল প্রণামই করে দিলেন। যেহেতু প্রণাম থেকে অন্য সর্বস্ব অর্পণও প্রিয়, এই অর্থ সমুচিত নয়।—প্রণতি দ্বারা কিন্তু নিজের ঋণিত্বই প্রকাশ করলেন॥ বি° ৩১॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ উদ্বাহেতি দ্বাভ্যাং তথৈব খ্যাপিতত্বাৎ, তত্র তেনাপি

মধুপর্কমুপানীয় বাসাংসি বিরজাংসি সঃ।
উপায়নান্যভীষ্টানি বিধিবৎ সমপূজয়ৎ ॥ ৩৩॥

৩৩। **অন্বয় ঃ** সঃ (ভীষ্মকঃ) মধুপর্কং বিরজাংসি (বিমলানি) বাসাংসি (বসনানি) [তথা] অভীষ্টানি (তয়োরাত্মনো বা প্রিয়াণি) উপায়নানি [চ] (অন্যানি গজাশ্ব গজরত্নাদীনি) উপানীয় (সমর্প্য) বিধিবৎ (যথাবিধি) সমপূজয়ৎ (অন্তর্জামাতৃ ভাবেন পূজয়ৎ)।

৩৩। **মূলানুবাদ ঃ** রাজা ভীষ্মক স্বচ্ছ বস্ত্রসমূহ তথা নিজের বা রামকৃষ্ণের প্রিয় অন্য সকল— যথা হাতী ঘোড়া গজমুক্তা প্রভৃতি যথাবিধি সমর্পণ করত অন্তরে জামাতৃভাবে পূজা করলেন তাঁদের।

তদ্বিবাহপ্রেক্ষণায় সর্ব্বেষামাকারিতত্বাদেবং গুপ্তত্বং পূতনাপরীতত্বঞ্চ সিধ্যেদিতি তাদৃশ-শ্রীরুক্মিণীসন্দেশশ্চানুগমিতঃ। স্ব-শব্দেন তস্য পরমহর্ষং দ্যোতয়তি, অযোগ্যস্যাপি স্বস্য কন্যাবিবাহপ্রেক্ষণে তয়োরুৎসুকতয়াত্মনঃ পরমধন্যত্বমননাৎ, এতাং শ্রীকৃষ্ণোঽপ্যং হরিষ্যত্যেবেতি নিগূঢ়ভাবাদ্বা। সমর্হণৈরুত্তমপূজাদ্রব্যৈঃ সহাভ্যয়াৎ, ভীষ্মক ইতি শেষঃ॥ জী° ৩২।

৩২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীসনাতন—**প্রাপ্তৌ**—নিজপুরীর নিকটে আগত রামকৃষ্ণ, কিসের জন্য ? এরই উত্তরে **স্বদুহিতুরুদ্বাহ ইতি**—নিজ দুহিতার বিবাহ **প্রেক্ষণোৎসুকৌ**—সাক্ষাৎ দর্শনে উৎসুক হয়ে আগত, শিশুপালের সঙ্গে বিবাহ নিশ্চয় হওয়া হেতু আর তাদের মাতুল হওয়া হেতু, লোকপ্রতীতি তো এই রূপই। অতএব শ্রীকৃষ্ণের একাকী ভাবে নিভৃতে অগ্রেই আগমন অন্যথা যুদ্ধে উদ্যত যদুকুলের সহিত আগত হলে হরণ-শঙ্কা সম্ভব বলা যেত হরণশঙ্কা থাকলেও কন্যা রক্ষার্থ অস্ত্রসজ্জিত-রহিত রুক্ম্যাদি বীর মধ্য থেকে, কিম্বা বাইরে দেবী দুর্গার মন্দিরে গমন নিবারণের দ্বারা অন্তঃপুর মধ্য থেকে বন্ধুবধাদি বিনা সুখে হরণ সম্ভব নয়। অতএব রুক্মিণীদেবীর প্রেরিত খবরও এইরূপ, যথা—'প্রথমে গুপ্তভাবে গমনপূর্ব্বক পশ্চাৎ সেনাপতিগণে পরিবৃত হয়ে শিশুপাল ইত্যাদিকে পরাজিত করে বীর্যশুল্ক দানে রাক্ষস মতে বিবাহ করুন আমাকে'– ভা° ১০'৫২।৪১

বিবাহ সাক্ষাৎ দর্শনে আগমন অবিশ্বাসে কিন্তু অতিস্নেহ-আকুলতায় অতিবেগে আগত প্রায় এক সঙ্গে শ্রীরামের সহিত দুয়ের যুগপৎই এবং শ্রীভীষ্মকের দ্বারা অভিগমনাদি দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণের হাতে পাঠান সন্দেশ অনুসারে 'প্রথমে গুপ্তভাবে আগমন' কথাটার ব্যর্থতা তর্ক এসে যায়, তাই 'স্ব' শব্দে ভীষ্মকের পরম হর্ষ প্রকাশিত হচ্ছে এখানে। অযোগ্য তাঁর কন্যাবিবাহ দর্শনে রামকৃষ্ণের উৎসুকতা দ্বারা নিজের পরমধন্যতা মনন হেতু।—আরও আমার কন্যাকে শ্রীকৃষ্ণ হরণ করবেই, এরূপ নিগূঢ় ভাব হেতু। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বে আসা হলেও 'রামকৃষ্ণ' এরূপে রামের আগে নির্দেশ। মিলিত তাঁদের দুজনকে যুগপৎ উত্তম পূজাদ্রব্যের দ্বারা অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন।]

তয়োর্নিবেশনং শ্রীমদুপকল্প্য মহামতিঃ।
সসৈন্যয়োঃ সানুগয়োরাতিথ্যং বিদধে যথা ॥ ৩৪ ॥

৩৪। **অন্বয়ঃ** মহামতিঃ [ভীষ্মকঃ] সসৈন্যয়োঃ সানুগয়োঃ তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) শ্রীমৎ নিবেশনং (প্রাসাদাদি উপকল্প্য (ভক্ত্যাসমর্প্য) যথা (যথাবিধি) আতিথ্যং (অতিথি সৎকারং) বিদধে (কৃতবান্।)

৩৪। **মূলানুবাদ ঃ** মহামতি ভীষ্মক সৈন্য ও অনুচরগণের সহিত রামকৃষ্ণের যথাবিধি অতিথি সৎকার করলেন—ধোয়ামোছা, উপভোগ উপকরণে সজ্জিত প্রাসাদাদি ভক্তিসহকারে নির্দেশ করত।

'উদ্বাহ ইতি' ভীষ্মক শুনলেন রাম-কৃষ্ণ নিজ কন্যার বিবাহ-উৎসবে এসেছেন ব্যাপারটা সেইরূপই প্রচারিত হওয়া হেতু। এই প্রচারটা কিন্তু হয়েছিল ভীষ্মকের দ্বারাই। সেই বিবাহ দর্শনের জন্য সকলকেই আহ্বান করা হেতুই এইরূপে গুপ্ততা এবং সেনাদল পরিবৃততা উভয়ই সমাধান হল।—এরূপে শ্রীরুক্মিণী সন্দেশও পরে অনুসৃত। অর্থাৎ পরে আগত। **স্বদুহিতুঃ**—এখানে 'স্ব' শব্দের দ্বারা শ্রীরুক্মিণীর পিতার পরম হর্ষ ব্যঞ্জিত হচ্ছে অযোগ্য হলেও নিজের কন্যা বিবাহ দর্শনে উৎসুকতা হেতু নিজের পরম ধন্যতা মনন হেতু। অথবা, আমার কন্যাকে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য হরণ করবেনই, এরূপ মনন হেতু এখানে ইহাই নিগূঢ় ভাব। **সমর্হণৈঃ**—উত্তম পূজাদ্রব্যের সহিত প্রত্যুদ্গমন করলেন॥ জী° ৩২॥

৩৩ **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তান্যেবাভিব্যঞ্জয়ংস্তৎ প্রয়োজনমাহ—মধ্বিতি॥ জী° ৩৩॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** সেই সকল অভিব্যক্তি ও তার প্রয়োজন বলা হচ্ছে, মধুপর্ক ইতি [সনাতন—**উপায়নানাভীষ্টানি**- 'উপ' নিকটে আনীত দাস্যভাবে উপায়নরূপে বা সমর্পণ করে, উপায়ন সমূহও অন্যসকলও, যথ হাতি-ঘোড়া গজমুক্তা **অভীষ্টানি**- রামকৃষ্ণের বা নিজেদের প্রিয় উপায়ন—**সমপূজয়ৎ**—[সম্+অপূজয়ৎ] এই দুটি শব্দের দ্বারা বুঝানো হচ্ছে, ভিতরে ভিতরে জামাইভাবে বিশেষভাবে পূজা করলেন॥ জী° ৩৩॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** শ্রীমদগৃহপরিষ্কারেণ উপভোগসাধনেন চ নিবেশনং প্রাসাদাদি, উপকল্প্য ভক্ত্যা সমর্প্য॥ জী° ৩৪॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীসনাতন—**নিবেশনং**—ভোজ্য পেয় বস্ত্রালঙ্কারাদি সর্ব সম্পত্তিমৎ নিবেশনং—প্রাসাদম্ **উপকল্প্য** দাসভাবেই সমর্পণ করত ভক্তিসহকারে রাম-কৃষ্ণেতে সর্বস্বামিত্ব মননহেতু সেইরূপেই আতিথ্য সম্যক্রূপে কৃত হল, শ্রীমদ সাত্যকি উদ্ধব অন্য

এবং রাজ্ঞাং সমেতানাং যথাবীর্য্যং যথাবয়ঃ।
যথাবলং যথাবিত্তং সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সমর্হয়ৎ ॥ ৩৫ ॥
কৃষ্ণমাগতমাকর্ণ্য বিদর্ভপুরবাসিনঃ।
আগত্য নেত্রাঞ্জলিভিঃ পপুস্তন্মুখপঙ্কজম্ ॥ ৩৬ ॥

৩৫। **অন্বয়** ঃ এবং (এবং ক্রমেণ) সমেতানাং (মিলিতানাং) রাজ্ঞাং [মধ্যে] যথাবীর্য্যং-যথাবয়ঃ **যথাবলং**—যথাবিত্তং **সর্ব্বৈঃ** কামৈঃ (কাম্যবস্তুভিঃ) সমর্হয়ৎ (পূজয়ামাস)।

৩৫। **মূলানুবাদ** ঃ এইরূপে তিনি সমবেত রাজন্যবর্গের প্রভাব, বয়স, সৈন্য এবং বিত্ত অনুসারে উপভোগ সামগ্রী দ্বারা সম্যক্‌রূপে পূজা করলেন।

৩৬। **অন্বয়** ঃ বিদর্ভপুর বাসিনঃ [জনাঃ] কৃষ্ণং আগতং আকর্ণ্য আগত্য (তৎ সমীপং প্রাপ্য) নেত্রাঞ্জলিভিঃ তন্মুখপঙ্কজং পপুঃ (তস্মাদুচ্ছলিতং সৌন্দর্য্য-মাধ্বিকমাস্বাদিতবন্তঃ)।

৩৬। **মূলানুবাদ** ঃ বিদর্ভপুরবাসিগণ কৃষ্ণ এসেছেন শুনে তাঁর নিকটে এসে নেত্রাঞ্জলিতে তাঁর মুখকমল-সৌন্দর্য মধু আস্বাদন করতে লাগলেন।

চতুরঙ্গ বল সহ।] **শ্রীমৎ**—ঘরগুলি ধুয়ে-মুছে শোধন করত উপভোগ-উপকরণের **সহিত নিবেশয়ঃ**—প্রাসাদাদি **উপকল্প্য**—ভক্তিসহকারে সমর্পণ করলেন॥ জী° ৩৪॥

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ মহামতিরিত্যনেন কৃষ্ণো বাঢ়ং কন্যামুদ্বোঢ়ুমেবাগতঃ স্যাদিতি স্বচেতঃ প্রাপ্তাশ্বাসো বরোচিতেন বিধিনৈব সমপূজয়দিতি সূচিতম্॥ বি° ৩৪॥

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ মহামতি ভীষ্মক—মহামতি বলা হল কেন? এরই উত্তরে আমার বিলক্ষণ কন্যাকে বিবাহ করতেই কৃষ্ণ আগত হয়েছেন, নিজের চিত্তে এরূপ আশ্বাস পেয়ে ভীষ্মক বরোচিত বিধিতেই তাঁকে অতি আদরে সংবর্দ্ধনা করলেন॥ বি° ৩৪॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ বীর্য্যং প্রভাবঃ, বলং সৈন্যং, কামৈরুপভোগৈঃ॥ জী° ৩৫॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ বীর্য্যং- প্রভাব, **বলং**—সৈন্য, **কামৈঃ**—উপভোগৈঃ॥ জী° ৩৫॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তন্মুখপঙ্কজং পপুরিতি—তস্মাদুচ্ছলিতং সৌন্দর্য্য-মাধ্বীকমাস্বাদিতবন্ত ইত্যর্থঃ। পেয়-তদাধারয়োরভেদ-নির্দ্দেশশ্চ পেয়প্রাচুর্য্যবিবক্ষয়া; কিঞ্চ, নেত্রস্যাঞ্জলিতা-রূপকং তত্রাপ্যতিশয়মবিচ্ছেদঞ্চ দ্যোতয়তি, তথৈব পিবতাং তৃষ্ণায়াশ্চ তস্মাদহো কিং নাম তদপূর্ব্বং পঙ্কজমিতি ভাবঃ॥ জী° ৩৬।

অস্যৈব ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরা।
অসাবপ্যনবদ্যাত্মা ভৈষ্ম্যাঃ সমুচিতঃ পতিঃ ॥ ৩৭ ॥

কিঞ্চিৎ সুচরিতং যন্নস্তেন তুষ্টস্ত্রিলোককৃৎ।
অনুগৃহ্ণাতু গৃহ্ণাতু বৈদর্ভ্যাঃ পাণিমচ্যুতঃ ॥ ৩৮ ॥

এবং প্রেমকলাবদ্ধা বদন্তি স্ম পুরৌকসঃ।
কন্যা চান্তঃপুরাৎ প্রাগাদ্ভটৈগুপ্তাম্বিকালয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

৩৭। **অন্বয় ঃ** রুক্মিণী এব অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) ভার্য্যা ভবিতুং অর্হতি (যোগ্যা ভবতি) অপরা ন [অর্হতি] অনবদ্যাত্মা (অনিন্দনীয় বিগ্রহঃ) অসৌ অপি (অসৌ শ্রীকৃষ্ণ এব) ভৈষ্ম্যাঃ (রুক্মিণ্যাঃ) সমুচিতঃ পতিঃ ভবিতুং অর্হতি নাপরা।

৩৮। **অন্বয় ঃ** নঃ (অস্মাকং) কিঞ্চিৎ যৎ সুচরিতং (পুণ্যং) [বর্ত্ততে] ত্রিলোককৃৎ অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তেন তুষ্টঃ [সন্] অনুগৃহ্ণাতু (কৃপয়তু, অনুগ্রহং নির্দ্দিশন্তি) বৈদর্ভ্যাঃ (রুক্মিণ্যাঃ) পাণিং গৃহ্ণাতু।

৩৯। **অন্বয় ঃ** প্রেমকলাবদ্ধাঃ (প্রেম্ণঃ 'কলা' লেশঃ তয়াবদ্ধাঃ) পুরৌকসঃ (পুরবাসিনঃ) এবং (উক্ত প্রকারং) বদন্তি স্ম (কথয়া মাসুঃ)। কন্যা চ (শ্রীরুক্মিণী অপি) ভটৈঃ (যোদ্ধৃভিঃ) গুপ্তা (রক্ষিতা সতী) অন্তঃপুরাৎ অম্বিকালয়ং (ভবানী মন্দিরং প্রতি) প্রাগাৎ [প্র + অগাৎ প্রকর্ষেণ চিত্ত প্রসাদাদিনা 'অগাৎ' গতবতী]

৩৭-৩৮-৩৯। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপরও সর্বোত্তম কৃষ্ণ-রুক্মিণী দুজনের পরস্পর যোগ্যতা-সৌষ্ঠব দর্শনে কুণ্ডিননগরের সকলেরই চিত্ত আক্রান্ত হল। তৎকালে তারা যা বলতে লাগলেন তা পরবর্তী তিনটি শ্লোকে বলা হয়েছে যথা—অনিন্দ্যাঙ্গী শ্রীরুক্মিণীই শ্রীকৃষ্ণের পত্নী হওয়ার যোগ্যা অপরা কেহ নহে এবং পরমসুন্দর বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই এই রুক্মিণীর সমুচিত পতি, অপর কেহ নহে।

আমাদের ইহজন্ম ও পূর্বজন্মকৃত যৎকিঞ্চিৎ যা কিছু পুণ্য আছে, তাতেই বিশ্ববিধাতা শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীরুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করত আমাদিগে অনুগৃহীত করুন।

প্রেমলেশবদ্ধপুরবাসিগণ এরূপ যখন বলছেন ঠিক সেই সময়েই শ্রীরুক্মিণীদেবী রক্ষিগণে পরিবেষ্টিত হয়ে চিত্ত প্রসাদের সহিত অন্তঃপুর থেকে অম্বিকা মন্দিরে গমন করতে লাগলেন।

৩৬। **শ্রীজীব বৈ তো০ টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীসনাতন—কৃষ্ণমাগতমাকর্ণ্য কৃষ্ণ আগত হয়েছেন শুনে—'কৃষ্ণং' সর্বচিত্ত আকর্ষক বা পরমানন্দঘনমূর্তি ভগবান্ বিদর্ভপুরবাসিনঃ—বিদর্ভপুরবাসী স্ত্রীপুরুষাদি সর্বজন 'আগতম্' মিলিত হয়ে এলেন বা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এলেন।

পপুরিতি—পান করলেন, এই বাক্যে মুখকমলের সৌন্দর্যামৃতত্ব ধ্বনিত, অতএব সাক্ষাৎই পান সম্ভাবিত। যথা ভ্রমর পঙ্কজরস আসক্তির সহিত পান করে, তদ্বৎ প্রীতির সহিত তৎক্ষণাৎ চিত্তাভি-নিবেশের সহিত দেখতে থাকেন, এরূপ অর্থ।]

পপুস্তন্মুখপঙ্কজম্—কৃষ্ণের মুখকমল পান করতে থাকলেন, এতে বুঝা যাচ্ছে, উচ্ছলিত সৌন্দর্য্য মধু আস্বাদনে তন্ময় হয়ে গেলেন। পেয় মধু ও তার আধার অধরযুগলের অভেদ নির্দেশও পেয় মধুর প্রাচুর্য বক্তব্য হওয়ায়। আরও **নেত্রাঞ্জলিভিঃ**—নেত্রের 'অঞ্জলি' রূপক ব্যঞ্জনা শক্তিতে প্রকাশ করছে, তত্রাপি আধিক্য ও বিচ্ছেদহীনতা, তথাই 'পপু=পান শব্দটিতে পানকারীর তৃষ্ণা দ্যোতিত হচ্ছে—সুতরাং অহো কি প্রসিদ্ধি সেই অপূর্ব কমলের, এরূপ ভাব॥ জী° ৩৬॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মুখপঙ্কজং পপুস্তত্রত্যমপারং মাধুর্য্যমেব পপুর্লক্ষণয়া পেয়প্রাচুর্য্যং তথানেককর্ত্তৃকপানাদেকস্মৈব পঙ্কজস্যাপরিমিতমধুমত্ত্বাদদ্ভুতত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্॥ বি° ৩৬॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** মথুরাবাসীরা কৃষ্ণমুখপঙ্কজ 'পপু' ঐ মুখের অপার মাধুর্য পান করতে লাগলেন এই 'পপু' শব্দের অর্থ লক্ষণায় পাওয়া যাচ্ছে পেয়বস্তুর প্রাচুর্য তথা অনেক লোক কর্তৃক পান হেতু একটিই পঙ্কজে অপরিমিত মধুর সংস্থান, ইহা অদ্ভুতই বটে. এরূপ ব্যঞ্জিত হচ্ছে॥ বি° ৩৬॥

৩৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ততশ্চ তয়োঃ সর্ব্বোত্তমযোঃ পরস্পরযোগ্যতাসৌষ্ঠব-দর্শনেনসর্ব্বেষামপি চিত্তমাক্রান্তম্, অত এবং বদন্তি শ্লোকত্রিকেণাহ— অস্যৈবেতি তৈর্ব্ব্যাখ্যাতম্। তত্র তত্রেত্যাগুনুসারেণৈব যোজ্যম্। অস্যৈব নাপরস্য রুক্মিণ্যেব নাপরা; অর্হত্যেব ন তু নার্হতি, অসাবেব, নাপরঃ; ভৈষ্ম্যা এব, নাপরস্যাঃ, সম্যগেবোচিতঃ, ন ত্বীষদপ্যনুচিত ইতি বাক্যভেদঃ। খল্বেকস্যৈব বাক্যস্য অর্থ-ভেদায় নানাত্ব-কল্পনংতস্য চদোষত্বম্, কল্পনাগৌরবাৎ; অর্থমাত্রস্যৈব ভেদেঽপ্যেকবাক্যস্য নানা-প্রতিপাদ্যত্বেন তাৎপর্য্যনির্ণয়াসিদ্ধেঃ। 'শব্দবুদ্ধি-কর্ম্মণাং বিরম্যব্যাপারা-ভাবঃ' ইতি ন্যায়বিরোধাচ্চ সিদ্ধান্তমাহ—অনূদ্য ইতি। অয়মর্থঃ—নতাবদত্রৈবমেকমেব বাক্যং কুত্রাপি কিমপ্যনূদ্য বিধীয়তে, কুত্রাপি কিমপীতি বিভিন্নানামেব বাক্যানাং বাগ্মিতয়া সহ প্রয়োগাৎ তথা হ্যস্যৈব ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিন্যর্হতি, নাপরস্যেতি প্রথমং বাক্যং. রুক্মিণ্যেবাস্য ভার্য্যা ভবিতুম-র্হতীত্যাদি দ্বিতীয়মিত্যাদি। এবকারাদবৃত্তিভেদেন বাক্যভেদে দোষং পরিহরতি—গ্রহমিতি। দশা-পবিত্রেন গ্রহং সমাষ্টীতি তু পূর্ব্ববাক্যম্; দশা পবিত্রং বাসঃখণ্ডঃ; গ্রহো যজ্ঞীয়পাত্র-বিশেষস্তেন তং সংমৃজ্যাদিত্যর্থঃ। তত্র হি গ্রহমিতি দ্বিতীয়য়া গ্রহস্যোদ্দেশ্যতয়া প্রয়োজনবত্তয়া চ প্রাধান্যং গম্যতে. 'গ্রহং প্রতি গুণঃ, সম্মার্জ্জনং প্রতি প্রধানং চ গুণ আবর্ত্তনীয়ঃ' ইতি ন্যায়েন তত্রাপযুক্তং সর্ব্বং গ্রহং প্রতিমার্জ্জনক্রিয়াবৃত্তিঃ কার্য্যা। তত্রৈকত্বঞ্চাবিবক্ষিতং, গ্রহশব্দোঽত্র জাতিদ্বারা দ্রব্যলক্ষক ইতি সর্ব্বোঽপি গৃহ্যেত, কিন্তু পযুক্তাদন্যত্র বৈয়র্থ্যমিতি তত্রত্যেষ্বেবাবর্ত্ত্যতে,

আবৃত্তৌ চ বাক্যভেদঃ স্যাদেব, কিন্তু তত্র দোষস্থানভ্যুপগমঃ, বাক্যদ্বৈবিধ্যাৎস্থৈব ন্যায়সিদ্ধত্বাদেবমত্রো-দ্দেশ্যতয়া প্রয়োজনবত্তয়া চ যদ্যৎ প্রধানং বিবক্ষ্যতে, তত্তদেব গুণভূতেন তন্নির্দ্ধারবাচকেনৈবকারেণ সম্বধ্যতে, যথা প্রথমবাক্যে ইদং মদীয়ত্বমুদ্দেশ্যং প্রয়োজনবচ্চ, তদেবানূদ্য ভার্য্যাত্বং বিধীয়তে, দ্বিতীয়-বাক্যে চ রুক্মিণীত্বমুদ্দেশ্যমিত্যাদি, ততো গ্রহবাক্যবদত্রাপি ন বাক্যভেদদোষ ইতি সর্ব্বত্রৈবৈবশব্দান্বয়েন ব্যঞ্জিতায়ামন্যোহন্যযোগ্যতায়াং হেতুঃ অনবদ্যাত্মেতি ; ইদং হি দ্বয়োরেব বিশেষণমিতি. ততশ্চ রাগাতিশয়োদয়-বাক্যম্ ॥ জী° ৩৭ ॥

৩৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর সর্বোত্তম দুজনের পরস্পর যোগ্যতা-সৌষ্ঠব দর্শনে কুণ্ডিনগরের সকলেরই চিত্ত আক্রান্ত হল। তৎকালে তাঁরা যা বলতে লাগলেন, তা পরবর্তী তিনটি শ্লোকে যথা 'অস্যৈব ভার্য্যা' ইতি থেকে 'এবং প্রেমকলাবদ্ধ ইতি' পর্যন্ত। ন্যায়ের বিচারে সর্বত্র 'এব' 'এব' শব্দ অন্বয়ের দ্বারা ব্যঞ্জিত পরস্পর যোগ্যতাতে হেতু—**অনবদ্যাত্মেতি**—অনিন্দনীয় বিগ্রহ। ইহাই দুজনেরই বিশেষণ—অতঃপর ৩৮, ৩৯ শ্লোকে নগরবাসিগণ বলতে লাগলেন রাগাতিশয় উদয় বাক্য ॥ জী° ৩৭ ॥

৩৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অস্যৈব নাপরস্য ভার্য্যৈব নতু ভোগ্যা দাসী রুক্মিণ্যেব নাপরা ভবিতুমর্হত্যেব নতু নার্হতি অসাবেব নান্যঃ ভৈষ্ম্যা এব নাপরস্যাঃ সম্যগেবোচিতঃ। নত্বীষদপ্য-নুচিত ইতি সপ্তাবধারণানি। তত্রকস্মিন ব্যতিরেক-প্রদর্শনমুপলক্ষণার্থং নাপরেতি। অত্র বক্তৃবাহু-ল্যাদ্বাক্যবাহুল্যমতঃ সপ্তানামেব বাক্যানামেকত্রযোজনমিদং জ্ঞেয়ম্। অত্র চাস্যৈব ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরস্যেত্যেকে বদন্তি স্ম। অস্য ভার্য্যৈব ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতীত্যন্যে। অস্য ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যেবার্হতি নাপরেত্যপরে। এবমন্যান্যপি চত্বারি বাক্যান্যত একবাক্যত্বস্যাসম্ভবান্ন-বাক্যভেদদোষো জ্ঞেয়ঃ। যদুক্তং,—"সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো হি গৌরব"মিতি ॥ বি° ৩৭ ॥

৩৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অস্যৈব**—এঁরই **নাপরা**—অপরের নয়। **ভার্য্যা**—ভার্যাই, ভোগ্যদাসী নয়। রুক্মিণীই, অপর কেহ এর ভার্যা হওয়ার যোগ্য নয়। **অসৌ**—শ্রীকৃষ্ণই, অন্য কেহ নয় **ভৈষ্ম্যাঃ**—রুক্মিণীরই, অপর **নাপরা**—অপর কারুর নয় **সমুচিত**—সম্যক্ উচিত, ইহা নিশ্চয়।—ঈষৎ অনুচিত যে তা নয়।—এইরূপে সাতবার নির্ধারণাত্মক শব্দ ব্যবহার করা হল।—এখানে বক্তার বাহুল্য থাকায় বাক্য বাহুল্য, অতএব ৭টি বাক্যের একত্র যোজন আছে বুঝতে হবে। আরও এখানে এই কৃষ্ণেরই ভার্যা হতে রুক্মিণী যোগ্য, অপরের কারুর নয়।—এইরূপে অন্য কেহ কেহ বলতে লাগলেন। এর ভার্যা হতে রুক্মিণীই যোগ্য অপর কেহ নয়, এরূপ অন্য কেহ কেহ বলতে লাগলেন। এখানে বাক্যভেদ দোষ আসছে না—কারণ বলা আছে—"সম্ভবতি এক বাক্যত্বে বাক্যভেদই গৌরব ॥ বি° ৩৭ ॥

৩৮-৩৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** কিঞ্চিদিতি—ইহ পূর্ব্বেষু চ জন্মসু যৎকিঞ্চিদিত্যর্থঃ। ত্রিলোককৃদিতি—তস্য পরমসামর্থ্যং দ্যোতিতম্। জীবার্থং তৎসৃষ্টের্দয়ালুত্বঞ্চ ; অচ্যুত ইতি—সমগ্র-রূপ-গুণবত্ত্বম্ ; বৈদর্ভ্যা ইতি স্বসম্বন্ধোল্লেখঃ। ত্রিলোককৃদচ্যুতয়োর্ভেদোক্তির্নবলীলা-মাধুর্য্যাক্রান্ত-চিত্তত্বে, ততো বৈলক্ষণ্যস্মরণাৎ। বদন্তি স্ম পরস্পরমবিচ্ছেদেন কথয়ামাসুরিত্যর্থঃ। নন্থ রুক্ম্যাদিভ্যো ভয়ং কথমত্যজৎ ? তত্রাহ—প্রেম্ণঃ কলা কলনা 'কলনাকালয়োঃ কলা' ইতি নানার্থাৎ। কলনা চাত্র ভাবনা, 'কলিহলী কবীনাং কামধেনু' ইত্যভ্যুপগমাৎ। যদ্বা. কলালেশঃ প্রেমা চায়মনুমোদনাত্মকঃ, স পুনরিহ বরে সখীভাবযোগ্যঃ, পরমমহানেব চ সঃ। তয়া বদ্ধা ইতি তস্যাঃ শৃঙ্খলাত্বং, তেন দার্ঢ্যঞ্চ ধ্বনিতম্। এবং তল্লেশসামান্যপ্রাপ্ত্যাপি তেষামেবাবস্থা, কিমুত তাসামিত্যর্থঃ। কন্যা চেতি—চকারাৎ সমকালতাপ্রতীতিস্তাদৃশপ্রেমোৎকণ্ঠা-যোগ্যমেবেদমিতি সূচয়তি। কিঞ্চ, পুরৌকসাং তাদৃশোক্তিশ্রবণাত্তস্যা মহাপ্রীতিং, তদুক্তের্মঙ্গলোপশ্রুতিত্বাদভীষ্টসিদ্ধিঞ্চ দ্যোতয়তি, অতএব প্রকর্ষেণ চিত্তপ্রসাদাদিনা অগাৎ॥ জী০ ৩৮-৩৯॥

৩৮-৩৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** কিঞ্চিৎ ইতি—ইহজন্মে ও পূর্বজন্মে যৎ কিঞ্চিৎ। **ত্রিলোককৃৎ**—ত্রিলোকস্রষ্টা শব্দে কৃষ্ণের পরম সামর্থ দ্যোতিত হচ্ছে জীবার্থে সৃষ্টি হেতু তাঁর দয়ালুতাও দ্যোতিত। **অচ্যুত ইতি**—অখণ্ড রূপ-গুণবান। **বৈদর্ভ্যাঃ**—রাজা. বিদর্ভের কন্যা এইরূপে পুরবাসিগণের স্বসম্বন্ধের উল্লেখ। ত্রিলোককৃৎ ও অচ্যুতের মধ্যে ভেদদৃষ্টিতে উক্তি কৃষ্ণের নবলীলা মাধুর্যে আক্রান্ত চিত্ততা হেতু, অতঃপর অচ্যুতের বিলক্ষণতা স্মরণ হেতু।

বদন্তি স্ম—পুরবাসিগণ পরস্পর অবিচ্ছেদ রূপেই অর্থাৎ দলগত ভাবেই কথা বললেন। আচ্ছা এঁরা রুক্ম্যাদি ভয় কি করে ত্যাগ করলেন ? এরই উত্তরে প্রেমকলাবদ্ধা—প্রেমের 'কলা' কলনা 'কলনাকালয়োঃ কলা. এরূপ নানা অর্থ হওয়া হেতু। আবার এখানে কলনা অর্থ ভাবনা, 'কলিহলী কবীনাং কামধেনু. এরূপ পরপক্ষের কথা স্বীকার করে নেওয়া হেতু। অথবা 'কলা' শব্দে 'লেশ' এই প্রেমলেশও অনুমোদন যোগ্য, পুনরায় এই বর কৃষ্ণে সখীভাব যোগ্য. পরম মহানই এই ভাব। এভাবের দ্বারা বদ্ধ এইরূপে এইভাব শৃঙ্খলস্বরূপ, এর দ্বারা দার্ঢ্যও ধ্বনিত হচ্ছে—এইরূপে দেখা যাচ্ছে এই প্রেমের লেশ সামান্য প্রাপ্ত নগরবাসিদের এরূপ অবস্থা, তা হলে পূর্ণ প্রেমাধিকারী রুক্মিণ্যাদির কি অবস্থা। **কন্যা চ ইতি-চ**—শব্দে ঐ নগরবাসিদের উক্তির সমকালতা প্রতীতি - অর্থাৎ তাদের উক্তির সমকালে তাদৃশ প্রেমোৎকণ্ঠা যোগ্যই। আরও পুরবাসিদের তাদৃশ উক্তি শ্রবণে তাঁর মহাপ্রীতি জন্মাল, সেই উক্তি যেন দৈব কর্তৃক মঙ্গল ধ্বনির মতো কর্ণে বাজল। ইহা অভীষ্টসিদ্ধির ইঙ্গিত বলে মনে হল। অতএব **প্রাগাৎ**—[প্র=প্রকর্ষেণ] অর্থাৎ চিত্তপ্রসাদাদির সহিত গমন করলেন অম্বিকা মন্দিরে॥ শ্রীজী০ ৩৮-৩৯॥

পদ্ভ্যাং বিনির্যযৌ দ্রষ্টুং ভবান্যাঃ পাদপল্লবম্।
সা চানুধ্যায়তী সম্যঙ্মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ॥ ৪০ ॥

যতবাঙ্মাতৃভিঃ সার্দ্ধং সখীভিঃ পরিবারিতা।
গুপ্তা রাজভটৈঃ শূরৈঃ সন্নদ্ধৈরুদ্যতায়ুধৈঃ।
মৃদঙ্গশঙ্খপণবাস্তূর্য্যভের্য্যশ্চ জঘ্নিরে ॥ ৪১ ॥

৪০-৪১। **অন্বয়** ঃ সা (রুক্মিণী) মুকুন্দ-চরণাম্বুজং সম্যক্ অনুধ্যায়তী যতবাক্ মাতৃভিঃ (মাত্রা-তুল্যাভিঃ) সার্দ্ধং (সহ সখীভিঃ পরিবারিতা (পরিবেষ্টিতা) সন্নদ্ধৈঃ (কবচাবৃত কায়ৈঃ) উদ্যতায়ুধৈঃ শূরৈঃ (বীরৈঃ) রাজভটৈঃ (রাজসৈন্যৈঃ) গুপ্তা (রক্ষিতা সতী) ভবান্যাঃ পাদপল্লবং দ্রষ্টুং পদ্ভ্যাং বিনির্যযৌ (গতবতী) মৃদঙ্গ-শঙ্খ-পণবাঃ তূর্য্য ভের্য্যঃ চ জঘ্নিরে (তদা বাদিতাঃ বভূবুঃ)

৪০-৪১। **মূলানুবাদ** ঃ সখীপরিবৃতা রুক্মিণীদেবী তৎকালে ভবানীর পাদপল্লব দর্শন কামনায় মৌন হয়ে গভীরভাবে মুকুন্দ চরণকমল চিন্তা করতে করতে মাতৃতুল্যাদের সহিত পদব্রজে পুরী থেকে বহির্গত হলেন উদ্যত অস্ত্রধারী বীর রাজসৈন্যের দ্বারা রক্ষিতা হয়ে। তৎকালে মৃদঙ্গ-শঙ্খ-পণব-তূর্য ও ভেরী সমূহ নিনাদিত হতে থাকল।

৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ যৎকিঞ্চিৎ সুচরিতং সুকৃতঞ্চেদস্মাকমস্তি তেন তুষ্ট ইতি। তত্তৎ স্বস্বসুকৃতমস্মাভিরন্যৈ রুক্মিণ্যৈ দত্তমিতি ভাবঃ ॥ বি° ৩৮ ॥

৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ কিঞ্চিৎ সুচরিতং—আমাদের যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতি যা আছে, তার দ্বারা তুষ্ট। সেই সেই নিজ নিজ সুকৃতি আমাদের দ্বারা রুক্মিণীকে দিয়ে দেওয়া হল, এরূপ ভাব ॥ বি° ৩৮ ॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ততএব চ এবং প্রেমকলয়াঽ রুক্মিণীবিষয়ক-প্রেমপ্রবৃদ্ধা বদ্ধা বশীভূতা ইত্যর্থঃ। "কলামূলে প্রবৃদ্ধৌ স্যাচ্ছিল্লাদাবংশমাত্রকে" ইতি মেদিনী। "কলিহলী কাম-ধেনূচে"তি কবয়ঃ॥ বি° ৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অতএব এইরূপে প্রেমকলাবদ্ধা— রুক্মিণীবিষয়ক অতিশয় প্রেমেবদ্ধ অর্থাৎ বশীভূত। "কলামূলে প্রবৃদ্ধৌ স্যাচ্ছিল্লাদাবংশমাত্রকে" ইতি মেদিনী॥ বি° ৩৯ ॥

৪০-৪১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তদেব বিস্তরেণাভিব্যঞ্জয়তি—পদ্ভ্যামিতি সার্দ্ধাতুভিঃ। তত্রাদ্যদ্বয়ং যুগ্মকঞ্চাপি; সাপি তাদৃশমাহাত্ম্যাপি পদ্ভ্যামেব বিনির্যযৌ; তত্র ভবানীভক্তিরেব হেতু-রিত্যাহ—দ্রষ্টুমিতি। পাদপল্লবমিত্যপি তদুক্ত্যনুসারেণৈবোক্তম্। ননু সক্ষ্যাল্লক্ষ্যাস্তস্যাং কথমে-তাদৃশী ভক্তির্যুজ্যতে? তত্রাহ—মুকুন্দচরণমেবাম্বুজং পরমকৌমল্যাদিগুণতয়া স্ফুরিতং সম্যক্ তন্মাধুর্য্যো

নানোপহারবলিভির্বারমুখ্যাঃ সহস্রশঃ।
স্রগ্ গন্ধবস্ত্রাভরণৈর্দ্বিজপত্ন্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪২ ।
গায়ন্তশ্চ স্তুবন্তশ্চ গায়কা বাদ্যবাদকাঃ।
পরিবার্য্য বধূং জগ্মুঃ সূত-মাগধ-বন্দিনঃ ॥ ৪৩ ॥

৪২-৪৩। **অন্বয় ঃ** সহস্রশঃ বারমুখ্যাঃ (গণিকোত্তমাঃ) নানোপহারবলিভিঃ (বিবিধৈঃ উপহারৈঃ 'বলিভিঃ' গন্ধপুষ্পাদি নিত্য পূজাদ্রব্যৈশ্চ সহ) [তথা] দ্বিজপত্ন্যঃ স্রগ্ গন্ধবস্ত্রাভরণৈঃ (মাল্য-চন্দন-বসনালঙ্কারৈঃ) স্বলঙ্কৃতাঃ (সুভূষিতাঃ সত্যঃ) গায়কাঃ গায়ন্তঃ চ স্তুবন্তঃ চ (স্তুতিপাঠকাঃ স্তুতিং কুর্বন্তঃ সন্তঃ) বাদ্যবাদকাঃ (বাদ্যাদিনাং তূর্যাদিনাং বাদকাঃ বাদয়ন্তশ্চ) [তথা] সূত-মাগধ বন্দিনঃ [সূতাঃ-মাগধাঃ বন্দিনঃ চ, এতে স্তুতি পাঠকা নামেব ভেদাঃ জ্ঞেয়াঃ এতে সর্বে] বধূং পরিবার্য্য (বেষ্টয়িত্বা) জগ্মুঃ [গতাঃ]।

৪২-৪৩। **মূলানুবাদ ঃ** সহস্র সহস্র উত্তমা গণিকা বিবিধ উপঢৌকন ও গন্ধপুষ্পাদি নিত্য পূজা সম্ভার নিয়ে ও সুচারুরূপে অলঙ্কৃতা দ্বিজপত্নীগণ মালা-চন্দন-বসনভূষণ সঙ্গে নিয়ে আর গায়ক-গণ গান করতে করতে ও স্তুতিপাঠকগণ স্তুতি করতে করতে ডাবরি বাদকগণ ডগ্‌রি বাজাতে বাজাতে তথা—সূত-মাগধ স্তুতিপাঠকগণ স্তুতি করতে করতে বধূকে ঘিরে নিয়ে চললেন।

পরক্তত্বেনৈব অনু নিরন্তরং ধ্যায়তী ধ্যায়ন্তী সোৎকণ্ঠং স্মরন্তীতি নাত্মনস্তস্য বা মহিমাংশোঽস্ফুরদিতি ভাবঃ। ভক্ত্যাবনুধ্যানে চ লক্ষণম্—যতবাগিতি। ইয়মেব চ নির্দ্ধারণে বি-শব্দস্যার্থব্যক্তিঃ। তস্যাস্তাদৃশাবরণমাহাত্ম্যেন দুর্লভতা-মুৎকণ্ঠিতাঞ্চ বিশেষতো ব্যঞ্জয়ন্ বর্ণয়িষ্যমাণমাকস্মিক-শ্রীকৃষ্ণ-লাভং রসয়িতুং বীজং বপতি—মাতৃভিরিত্যাদিভিঃ। মাতৃভিরিতি মাত্রা তুল্যাভিঃ ; রাজভটৈঃ শ্রীকৃষ্ণভিয়া রুক্মি-নিযুক্তৈঃ অতএব শূরৈঃ ; কিঞ্চ, সন্নদ্ধৈর্গৃহীতকবচাদিভিস্তথৈবোদ্যতায়ুধৈঃ ; বিশেষণানামেতেষাং যথোত্তরং গোপন-প্রকারে শ্রৈষ্ঠ্যম্। মৃদঙ্গেত্যর্দ্ধকম্। মৃদঙ্গা মুরজাঃ পণবা অন্তস্তন্ত্রীকাঃ, তূর্য্যাঃ তূর ইতি প্রসিদ্ধাঃ, এতে আনদ্ধভেদাঃ ; ভের্য্যশ্চ—শুষিরভেদা আনদ্ধভেদাশ্চেতি দ্বিবিধা ॥জী° ৪০-৪১॥

৪০-৫১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** ঐ অম্বিকা মন্দিরে গমনের কথাই বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। **পদ্ভ্যাং ইতি**—থেকে মাগধবন্দিনঃ সাড়ে চার শ্লোকে—এর মধ্যে প্রথম দুটি যুগ্মক শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যাত হচ্ছে। **সা চ** [অপি অর্থেচ]—তিনিও তাদৃশ মাহাত্ম্যশালিনী হয়েও পায় হেঁটে পুরী থেকে বহির্ভূত হলেন, এতে হেতু ভবানী-ভক্তিই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **দ্রষ্টুং ইতি**—ভবানীর পাদপল্লব দর্শন কামনায় **পাদপল্লবং ইতি**—এই পাদপল্লব শব্দটিও ব্যবহার, তাঁর ভক্তি অনুপাতেই উক্ত হল। আচ্ছা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তাঁর পক্ষে কি করে এতাদৃশী তাঁর

আসাদ্য দেবীসদনং ধৌতপাদকরাম্বুজা।
উপস্পৃশ্য শুচিঃ শান্তা প্রবিবেশাম্বিকান্তিকম্ ॥ ৪৪ ॥

৪৪। **অন্বয়ঃ** সা (শ্রীরুক্মিণী) দেবীসদনং আসাদ্য (প্রাপ্য) ধৌতপাদকরাম্বুজা [সা] উপস্পৃশ্য (আচম্য) [অতএব] শুচিঃ (পবিত্রা) শান্তা (সমাহিত চিত্তা, চ সতী) অম্বিকান্তিকং প্রবিবেশ।

৪৪। **মূলানুবাদঃ** শ্রীরুক্মিণীদেবী দেবমন্দিরে পৌঁছে হাত-পা ধুয়ে আচমন করত পবিত্র হয়ে সমাহিত চিত্তে অম্বিকাদেবীর নিকটে গেলেন।

অংশ ভবানীর প্রতি যোগ্য হতে পারে? এরই উত্তরে বলা হল, মুকুন্দচরণাম্বুজ পরম কোমলতা প্রভৃতি গুণরূপে স্ফুরিত হল তৎকালে সম্যক্ সেই মাধুর্য রঞ্জিত রূপেই **অনুধ্যায়তী**—'অনু' নিরন্তর উৎকণ্ঠাযুক্ত হয়ে ধ্যানপরায়ণা ছিলেন—নিজের বা কৃষ্ণের কারুরই মহিমাংশ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হচ্ছিল না।

ভক্তিভাবে নিরন্তর ধ্যানের লক্ষণ **যতবাক্, ইতি**—গৃহীত মৌনা। ইহাও বিনির্যৌ' নির্গমনে 'বি' শব্দের অর্থপ্রকাশ তাঁর তাদৃশ আবরণ মাহাত্মের দ্বারা দুর্লভতা-উৎকণ্ঠিতা ভাব বিশেষভাবে প্রকাশ করত যা বর্ণনা করা হবে, সেই আকস্মিক শ্রীকৃষ্ণ লাভ রসাল করে তুলবার জন্য বীজ বপণ করা হল, 'মাতৃভিঃ' ইত্যাদি দ্বারা।—**মাতৃভিঃ**—মাতৃ তুল্যাদির সহিত **রাজভটৈঃ**—রাজসৈন্যের সহিত—এরা শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে রুক্মী দ্বারা নিযুক্ত, অতএব শৌর্যশালী। **সন্নদ্ধৈঃ**—গৃহীত কবচাদি, তথাই উদ্যত আয়ুধ-সৈন্যে রক্ষিত হয়ে শূরের এই সব বিশেষণ যথোত্তর রক্ষণ-কৌশলে শ্রেষ্ঠ।—মৃদঙ্গ ইতি অর্ধ শ্লোক—মৃদঙ্গ—মুরজ। **পণবা**—বিবিধ প্রকার বাদ্য, যথা ডমরু—মড্ডু, ডিণ্ডিম, ঝর্ঝরা এক প্রকার মন্দিরা। **অন্তস্তন্ত্রীকাঃ**—তূর্য তূর ইতি প্রসিদ্ধ বাজনা, এরমধ্যে এক ভিন্ন প্রকার আনদ্ধ-মৃদঙ্গ-মুরজাদি॥ জী° ৪০-৪১॥

৪২-৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** নানেতি যুগ্মকম্। নানাবিধরূপহারৈরুপঢৌকনৈঃ বলিভিশ্চনিয়তপূজাদ্রব্যৈঃ সহ। গায়কা গায়ন্তঃ সূতাদয়শ্চ স্তুবন্ত ইতি বিবেচনীয়ম্। বাদ্যানাং বাদকা বাদ্যানি বাদয়ন্ত ইতি শেষঃ॥ জী° ৪২-৪৩॥

৪২-৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** 'নানা ইতি' যুগলশ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা। **নানোপহার**—নানাবিধ উপঢৌকন ও **বলিভিঃ**—পূজা উপকরণসহ [শ্রীধর—**বারমুখ্যাঃ**—উত্তম গণিকা অর্থাৎ বারবনিতা] **গায়ন্তশ্চ স্তুবন্তশ্চ গায়কা**—এখানে বিবেচনার বিষয় হল—গায়কগণ গাইলেন আর সূতাদি স্তব করতে লাগলেন। **বাদ্যবাদকা**—বাদ্য সকলের বাদকাগণ বাজাতে লাগলেন॥ জী° ৪২-৪৩॥

তাং বৈ প্রবয়সো বালাং বিধিজ্ঞা বিপ্রযোষিতঃ।
ভবানীং বন্দয়াঞ্চক্রুর্ভবপত্নীং ভবান্বিতাম্ ॥ ৪৫ ॥

৪৫। **অন্বয় ঃ** বিধিজ্ঞাঃ (শাস্ত্রজ্ঞাঃ, রুক্মিণ্যাঃ মনোগত প্রকারজ্ঞাশ্চ) প্রবয়সঃ (বৃদ্ধাঃ) বিপ্রযোষিতঃ তাং বৈ বালাং (রুক্মিণীং) ভবান্বিতাং (শঙ্করেণ যুক্তাং) ভবপত্নীং ভবানীং বন্দয়াঞ্চক্রুঃ (তস্যাঃ বন্দনক্রিয়াং কারয়ামাসুঃ)।

৪৫। **মূলানুবাদ ঃ** বিধিনিপুণ বৃদ্ধা পুরোহিত পত্নীগণ তখন রুক্মিণীকে শ্রীমহাদেব সহিতা শ্রীভবানীর (বিদর্ভকুলদেবী অম্বিকার) বন্দনা করালেন।

৪০-৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** স্বপুরাদ্ভবান্যালয়পর্যন্তং নরযানেন সুখপালেনাগত্য আলয়াভ্যন্তরগতাংশ্চতুঃপঞ্চপ্রকোষ্ঠান্ পদ্ভ্যামেব যযৌ, ব্রাজভটৈর্ভবান্যালয়াদ্বহিঃ সর্ব্বদিক্ষুস্থিতৈঃ। জগ্নিরে আহতা বাদিতা ইত্যর্থঃ ॥ বি° ৪০-৪৩ ॥

৪০-৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** নিজপুরি থেকে ভবানি-আলয় পর্যন্ত পাল্কিতে সুরক্ষিত ভাবে এসে এবং মন্দিরের অভ্যন্তরে ঢুকে চার-পাঁচ প্রকোষ্ঠ পায় হেঁটে গেলেন. রক্ষিগণ ভবানী মন্দিরের বহির্দেশের চারদিকে পাহারায় রইল। মৃদঙ্গ-শঙ্খাদি **জগ্নিরে**—নিনাদিত হতে থাকল ॥ বি° ৪০-৪৩ ॥

৪৪ **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** পূর্ব্ববদ্ভবানীভক্তিং বিবৃণোতি আসাদ্যেত্যাদি ষড়্ভিঃ। দেবসদনং দেব্যাঃ প্রাসাদং কুক্কুট্যাদীনামণ্ডাদিষু পুংবদ্ভাবাৎ. ভবাদীনামপি তত্র স্থিতত্বেনৈকশেষত্বাদ্বা। শান্তা সমাহিতচিত্তা ॥ জী° ৪৪ ॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পূর্ববৎ রুক্মিণীর ভক্তিকেই বিবৃত করা হচ্ছে। আসাদ্য [৪৪] থেকে জগৃহে বধূঃ [৪৯] পর্যন্ত। **দেবীসদনং**—ভবানী মন্দিরে পৌঁছে। **শান্তা**—সমাহিত চিত্তা ॥ জী° ৪৪ ॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** দেবসদনং দেব্যা মন্দিরম্। বৃহদালয়ান্তর্গতং মণিমণ্ডপং কুক্কুট্যাদী নামণ্ডাদিষু পুংবদ্ভাব ইতি পুংবত্বম্। উপস্পৃশ্য আচম্য ॥ বি° ৪৪ ॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **দেবসদনং**—দেবীর মন্দির, বৃহদালয় অন্তর্গত মণিমণ্ডপ-কুক্কুট্যাদী নামণ্ডাদিষিতি সূত্র থেকে পুম্বদ্ভাবঃ অর্থাৎ বৃহৎ আলয় মধ্যগত রত্নমণ্ডপ। **উপস্পৃশ্য**—আচমন করে ॥ বি° ৪৪ ॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** ভবানীং ভবপত্নীমিতি ভবস্য কামসহচরীং ধর্ম্মসহচরী-

নমস্তে ত্বাম্বিকেঽভীক্ষ্ণং স্বসন্তানযুতাং শিবাম্ ।
ভূয়াৎ পতির্মে ভগবান্ কৃষ্ণস্তদনুমোদতাম্ ॥ ৪৬ ॥

৪৬। **অন্বয়ঃ** অম্বিকে ! (ভোঃ জগন্মাতঃ) স্বসন্তানযুতাং (গণেশাদি সহিতাং) শিবাং (সর্ব্বমঙ্গল কারিণীং) ত্বা (ত্বাং) অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ) নমস্তে (প্রণমামি)। ভগবান্ কৃষ্ণ (সর্ব্বথা সর্ব্বচিত্তাকর্ষকঃ) মে (মম) পতিঃ ভূয়াৎ তৎ (ভবতী) অনুমোদতাং।

৪৬। **মূলানুবাদঃ** হে জগন্মাতঃ! আপনার সন্তান গনেশাদির সহিত সর্বমঙ্গলকারিণী আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করছি। সর্বথা সর্বচিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ আমার পতি হোক, আপনি হৃষ্টচিত্তে এ বিষয়ে সম্মতি দান করুন।

মিত্যর্থঃ। আদ্যে পুংযোগমাত্রে, দ্বিতীয়ে যজ্ঞসংযোগে ঙীপো বিধানাৎ ইতি তস্যা ভবস্য মহাভাগবতস্য পরমান্তরঙ্গত্বং দর্শিতম্, অতএব ভবান্বিতামেব সতীং, ভবান্বিতামেব বন্দয়াঞ্চক্রুরিত্যর্থঃ। অনেন তু বক্ষ্যমাণস্য মন্ত্রস্য তাভিরুপদেশ্যত্বমায়াতীতি তাসামেব তদ্দ্রষ্টৃত্বং লভ্যতে ॥ জী° ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** [শ্রীসনাতন- ভবানী-শব্দ এখানে শিবের পত্নী পার্বতীমাত্র বাচক, তাই তাঁর বন্দনা করলে তাঁর প্রসিদ্ধ পরম পাতিব্রত্য সৌভাগ্য ও তাদৃশতা সিদ্ধি দান করেন তিনি।]

ভবানীঃ শিবের পত্নী, তাই শিবের কামসহচরী অর্থাৎ ধর্ম সহচরী। এইরূপে মহাভাগবত শিবের পরম অন্তরঙ্গতা দর্শিত হল। অতএব শিবের সঙ্গে পার্বতী যুক্ত আছেন এরূপ মনন করতই বন্দনা করলেন। এতে কিন্তু বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের ক্রিয়া সমাপ্তি ও ফলপ্রাপ্তি শক্তি পাওয়া যাচ্ছে, তাঁদেরই মন্ত্রদ্রষ্টৃ গুণও পাওয়া যাচ্ছে ॥ জী° ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** প্রবয়সো বৃদ্ধাঃ বিপ্রযোষিতঃ পুরোহিতস্ত্রিয়ঃ বিধিজ্ঞাঃ শাস্ত্রবিধিজ্ঞাঃ রুক্মিণ্যা মনোগতপ্রকারজ্ঞাশ্চ। ভবপত্নীং ভবান্বিতামিতি। হে ভবানি ত্বং যথা ভবপত্নী ভবান্বিতা চ বিরাজসে তথৈবেমামপি কৃষ্ণপত্নীং কৃষ্ণান্বিতাং কুর্ব্বিতি তাভিরপি কৃষ্ণমালোক্য "কিঞ্চিৎ সুচরিতং যন্ন" ইতি প্রাক্ প্রার্থিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ বি° ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** প্রবয়সো—বৃদ্ধা বিপ্রিজ্ঞা—শাস্ত্রবিধি-জ্ঞানী ও রুক্মিণীর মনোগত রীতিবিজ্ঞ বিপ্রযোষিতঃ—পুরোহিত পত্নীগণ ভবপত্নীং ভবান্বিতাম্ ইতি—"হে ভবানি! আপনি যেরূপ ভবপত্নী ও ভবান্বিতা হয়ে বিরাজিতা আছেন সেইরূপ রুক্মিণীকে কৃষ্ণপত্নী ও কৃষ্ণান্বিতা করুন"। আরও তাঁদের দ্বারা কৃষ্ণকে দর্শন করত 'কিঞ্চিৎ সদাচার যা হয় তাই প্রার্থিত হল, এরূপ ভাব ॥ বি° ৪৫ ॥

অদ্ভির্গন্ধাক্ষতৈর্ধূপৈর্বাসঃস্রঙ্ মাল্যভূষণৈঃ।
নানোপহারবলিভিঃ প্রদীপাবলিভিঃ পৃথক্ ॥ ৪৭ ॥
বিপ্রস্ত্রিয়ঃ পতিমতীস্তথা তৈঃ সমপূজয়ৎ।
লবণাপূপতাম্বূল-কণ্ঠসূত্রফলেক্ষুভিঃ ॥ ৪৮ ॥

৪৭-৪৮। **অন্বয়ঃ** [শ্রীরুক্মিণী] অদ্ভিঃ (জলৈঃ) গন্ধাক্ষতৈঃ (গন্ধৈঃ চন্দনৈঃ 'অক্ষতৈঃ' তণ্ডুলৈশ্চ) ধূপৈঃ বাসঃ-স্রঙ্ মাল্য-ভূষণৈঃ ('বাসাংসি' বস্ত্রাণি, 'স্রজঃ' সাধারণ মাল্যানি 'মাল্যানি' অসাধারণ মাল্যানি 'ভূষণৈঃ' ভূষণানি অলঙ্করণানি চ তানি তৈঃ) নানোপহার বলিভিঃ (নানোপহারাঃ নৈবেদ্যাদয়শ্চ 'বলিভিঃ' উপকরণৈশ্চতেে তৈঃ) প্রদীপাবলিভিঃ সমপূজয়ৎ, তথা পতিমতীঃ বিপ্রস্ত্রিয়ঃ পৃথক্ তৈ (তাদৃশ দ্রব্যৈঃ) লবণাপূপ-তাম্বূল-কণ্ঠসূত্র-ফলেক্ষুভিঃ (লবণৈঃ 'অপূপৈঃ' যবপিষ্টকৈঃ তাম্বূলৈ 'কণ্ঠসূত্রৈঃ' 'যজ্ঞসূত্রৈঃ' ফলৈঃ ইক্ষুভিশ্চ স্বয়ং অম্বিকাং) সমপূজয়ৎ [ততঃ] পতিমতীঃ (পতিমত্যঃ) বিপ্রস্ত্রিয়ঃ (ব্রাহ্মণপত্ন্যশ্চ) তথা (তদ্বৎ) তৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ দ্রব্যসমূহৈঃ) পৃথক্ (পৃথক্ ভাবেন সমপূজয়ন্)

৪৭-৪৮। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীরুক্মিণীদেবী নানা উপহার, ও নৈবেদ্যাদি উপকরণে, যথা জল-চন্দন-তণ্ডুল-ধূপ-বস্ত্র-সাধারণ ও অসাধারণ মালা ভূষণ-অলঙ্কার এবং নৈবেদ্যাদি উপকরণে শেষে প্রদীপ পংক্তির প্রদানে পরিপাটিরূপে পূজা করলেন স্বয়ং অম্বিকাদেবীকে।

তখন পতিমতী বিপ্রস্ত্রীগণ পৃথকভাবে তাদৃশ দ্রব্যে অধিকন্তু লবণাপূপ তাম্বূল-কণ্ঠসূত্র ফল-ইক্ষু দ্বারা স্বয়ং উত্তমরূপে পূজা করলেন।

৪৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** বন্দনমন্ত্রমাহ—নমস্য ইতি। অম্বিকে হে জগন্মাতঃ। শিবামিতি শ্রীশিবেন সহ সমান-নামগুণত্বাদিনা ভেদাভাবাত্তন্নাম্না সোঽপি লভ্যত ইতি ব্যক্তম্। ততস্তেন সহিতামিত্যর্থ। এবং যোগ্যতাং নির্দ্দিশ্য প্রার্থয়তে—ভূয়াদিতি। ভগবান্ সর্ব্বোর্দ্ধপরমমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যবান্ অতএব কৃষ্ণ সর্ব্বেষামেব চিত্তাকর্ষক', কিমুত তদেকনিষ্ঠায়া মমেত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র ভবতীতি—ভবতী তু অনুমোদনমাত্রং কুরুতাং, সিদ্ধপ্রায়ত্ব মনোরথস্যেতি ভাবঃ। কৃষ্ণ এবেতি—উৎকণ্ঠা তৎস্বীকারস্যাপি নাতিপ্রতীতে ॥ জী° ৪৬।

৪৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** বন্দনামন্ত্র বলা হচ্ছে নমস্য ইতি। **অম্বিকে**—জগন্মাতঃ! **শিবাম্ ইতি**—শ্রীশিবপত্নী। শ্রীশিবের সহিত সমান নামগুণ প্রভৃতি দ্বারা ভেদ-অভাব হেতু সেই অম্বিকা নামের দ্বারা শিবকেও পাওয়া যাচ্ছে, এরূপ বক্তব্য। অতএব সেই শিবের সহিত আপনাকে প্রণাম করছি। এইরূপে অম্বিকার যোগ্যতা নির্দেশ করত প্রার্থনা করা হচ্ছে **ভূয়াদিতি**—ভগবান্ কৃষ্ণ আমার পতি হউন। **ভগবান্**- সর্বোর্দ্ধ পরম মাধুর্য-ঐশ্বর্যবান, অতএব

কৃষ্ণঃ—সর্বচিত্তআকর্ষক আমার একান্ত নিষ্ঠার কথা আর বলবার কি আছে। [সনাতন—কৃষ্ণে আমার পতি সম্বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর **মে মোদতাম্**—আমাতে যেন রতি বিস্তার করেন 'ভূয়াৎ'= ভবেয়ম, অর্থাৎ বিবাহের পরে সদা 'সুভগা' অর্থাৎ পতিপ্রিয়া নারী যেন ('ভূয়াৎ'=ভবেয়ম্) হতে পারি।] ॥ জী° ৪৬ ॥

৪৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বন্দনমন্ত্রমপি তা এব তাং বাচয়ামাসুঃ স যথা নমস্ত ইতি। **স্বসন্তানযুতামিতি** স গণেশো মমাত্র বিঘ্নং খণ্ডয়ত্বিতি ভাবঃ। **তত্তত্র ভবতী অনুমোদতাং ভবতু তে স** এব পতিরিতি স্বসম্মতিং দত্তামিত্যর্থঃ ॥ বি° ৪৬ ॥

৪৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** বন্দনামন্ত্র শ্রীরুক্মিণীদেবীও তাই বাঁচালেন শ্রীকৃষ্ণ যথা আদরে ভজনীয়। **স্বসন্তানযুতাং ইতি**—সেই গণেশ আমার এথাকার বিঘ্ন খণ্ডন করবেন, এরূপ ভাব। **তদনুমোদতাং**—এখানকার এই 'তৎ' তত্র 'ভবতী-অনুমোদতাং' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আমার পতি হউন, আপনার এরূপ সম্মতিদানে আজ্ঞা হউক ॥ বি° ৪৬ ॥

৪৭-৪৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অদ্ভিরিতি যুগ্মকম্। অবাদীনামক্রমেণোক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টত্বেন, তস্যা মুনের্বা পূজাক্রমবিস্মৃতেঃ। স্রঙ্মাল্যয়োঃ সাধারণাসাধারণত্বেন ভেদো জ্ঞেয়ঃ, স্রজ্যতে স্রক্, মাল্যতে ধার্য্যতে মালা মালৈব মাল্যমিতি নিরুক্তেঃ। পৃথগিতি—রুক্মিণী-দেব্যা বিপ্রস্ত্রীণাঞ্চ পূজাদ্রব্যাদীনাং পার্থক্যং বোধয়তি। বিপ্রস্ত্রীণাং পৃথক্ত্বঞ্চ তদিষ্টসিদ্ধ্যর্থং, স্বয়মপি পৃথক্ পূজনাৎ; কিঞ্চিৎ সুচরিতমিত্যাদিবৎ; অতঃ সম্যগপূজয়ৎ, প্রদীপাবলিভিরিত্যন্তে মহানীরাজনাৎ। পতিমতীরিতি লবণেতি চ তথাবিধেঃ ॥ জী° ৪৭-৪৮ ॥

৪৭-৭৮। **শ্রীজীব বৈ তো টীকানুবাদ ঃ** অদ্ভি ইতি দুটি শ্লোক একসঙ্গে। পূজাসামগ্রী বলার আরম্ভ 'অদ্ভি' অর্থ জল দিয়ে আরম্ভ করায় ক্রম লঙ্ঘন হয়েছে, এ হয়েছে শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টতা হেতু রুক্মিণীদেবীর বা শ্রীশুকের পূজাক্রম বিস্মৃতি হেতু। রত্নময়ী পুষ্পমালার সাধারণ-অসাধারণ রূপে ভেদ আছে, বুঝতে হবে। 'পৃথক্' উক্তিটিতে বুঝাচ্ছে, রুক্মিণীদেবীর এবং বিপ্রস্ত্রীদের পূজাদ্রব্য সকলের পার্থক্য। সেই একই ইষ্টসিদ্ধির জন্যই পৃথকভাবেও পূজা করলেন বিপ্রস্ত্রীরা, রুক্মিণীদেবী স্বয়ংও পৃথক পূজা করা হেতু। কিঞ্চিৎ সদাচারাদিবৎ অতএব সম্যক্ রূপে পূজা করা হল। **প্রদীপাবলিভিঃ**—পূজাশেষে প্রদীপাবলী দ্বারা আরতি করলেন। পতিমতী বিপ্রস্ত্রীগণ, আরতি করলেন লবণাদি দ্বারাও, কাজেই পূজা সম্যক্রূপেই হল। [সনাতন—পতিমতী স্ত্রীদেরই তৎকালে অপেক্ষা থাকা হেতু 'লবণ ইতি' স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদা রসসিদ্ধির জন্য বিবাহকালে লবণাদি মঙ্গল দ্রব্যে পূজা করার বিধান থাকা হেতু।] ॥ জী°৪৭-৪৮ ॥

তস্যৈ স্ত্রিয়স্তাঃ প্রদদুঃ শেষাং যুযুজুরাশিষঃ।
তাভ্যো দেব্যৈ নমশ্চক্রে শেষাঞ্চ জগৃহে বধূঃ ॥ ৪৯ ॥

মুনিব্রতমথ ত্যক্ত্বা নিশ্চক্রামাম্বিকাগৃহাৎ।
প্রগৃহ্য পাণিনা ভৃত্যাং রত্নমুদ্রোপশোভিনা ॥ ৫০ ॥

তাং দেবমায়ামিব বীরমোহিনীং সুমধ্যমাং কুণ্ডলমণ্ডিতাননাম্।
শ্যামাং নিতম্বার্পিতরত্নমেখলাং ব্যঞ্জৎস্তনীং কুন্তলশঙ্কিতেক্ষণাম্ ॥ ৫১ ॥

শুচিস্মিতাং বিম্বফলাধরদ্যুতিঃ শোণায়মান-দ্বিজ-কুন্দ-কুড্মলাম্।
পদা চলন্তীং কলহংসগামিনীং সিঞ্জৎকলানূপুরধামশোভিনা ॥ ৫২ ॥

বিলোক্য বীরা মুমুহুঃ সমাগতা যশস্বিনস্তৎকৃতহৃচ্ছয়ার্দিতাঃ।
যাং বীক্ষ্য তে নৃপতয়স্তদুদারহাস-ব্রীড়াবলোকহৃতচেতস উজ্ঝিতাস্ত্রাঃ ॥ ৫৩ ॥

পেতুঃ ক্ষিতৌ গজরথাশ্বগতা বিমূঢ়া যাত্রাচ্ছলেন হরয়েঽর্পয়তীং স্বশোভাম্
সৈবং শনৈশ্চলয়তী চলপদ্মকোশৌ প্রাপ্তিং তদা ভগবতঃ প্রসমীক্ষমাণা ॥ ৫৪ ॥

উৎসার্য্য বামকরজৈরলকানপাঙ্গৈঃ প্রাপ্তান্ হ্রিয়ৈক্ষত নৃপান্ দদৃশেঽচ্যুতঞ্চ।
তাং রাজকন্যাং রথমারুরুক্ষতীং জহার কৃষ্ণো দ্বিষতাং সমীক্ষতাম্ ॥ ৫৫ ॥

৪৯। **অন্বয়ঃ** [ততঃ] তাঃ স্ত্রিয়ঃ (বিপ্রপত্ন্যঃ) তস্যৈ (রুক্মিণ্যৈ) শেষাং (নির্মাল্যং) প্রদদুঃ (সাদরং দদুঃ) আশিষঃ যুযুজুঃ (চক্রুঃ) [ততঃ] বধূঃ তাভ্যঃ (বিপ্রস্ত্রীভ্যঃ) [তথা] দেব্যৈ (অম্বিকায়ৈ) নমশ্চক্রে শেষাং (নির্মাল্যং) জগৃহে চ।

৫০-৫৫। **অন্বয়ঃ** অথ [সা রুক্মিণী] মুনিব্রতং (মৌনব্রতং) ত্যক্ত্বা রত্নমুদ্রোপশোভিনা (রত্নাঙ্গুলীয়ক উপশোভিনা) পাণিনা ভৃত্যাং (সখীং) প্রগৃহ্য (স্নেহভরেণ দৃঢ়তয়া গৃহীত্বা) অম্বিকা গৃহাৎ নিশ্চক্রাম (বহির্গতবতী)

দেবমায়ামিব (শ্রীবিষ্ণুমায়ামিব, ন তু মায়াং কিন্তু স্বরূপশক্তিমেবেত্যর্থঃ) বীরমোহিনীং সুমধ্যমাং শ্যামাং (অজাত রজস্কাং) নিতম্বার্পিত রত্নমেখলাং ব্যঞ্জৎস্তনীং (প্রকাশমানৌ স্তনৌ যস্যাঃ তাম্) কুন্তলশঙ্কিতেক্ষণাং (কুন্তলেভ্য শঙ্কিতে ইব ঈক্ষণে যস্যাঃ সা তাং) শুচিস্মিতাং বিম্বফলাধর-দ্যুতি শোণায়মান দ্বিজকুন্দকুড্মলাম্ (বিম্বফলমিব যঃ অধর তস্যদ্যুতিভিঃ শোণায়মানানি রক্তিমতাং আপন্নানি দ্বিজাঃ দন্তাএব কুন্দকুড্মলানি কুন্দকুসুমকলিকাঃ যস্যাঃ তাম্) কলহংসগামিনীং সিঞ্জৎ কলা-নূপুর-ধামশোভিনা (‘কলা’ শোভা তদ্ যুক্তং নূপুরং কলানূপুরং ‘সিঞ্জৎ’ শব্দায়মানঞ্চ তস্য

'ধাম' দীপ্তিঃ তেন শোভিতুঃ শীলং অস্য তেন। পদা (পদদ্বয়েন) চলন্তীং তাং (রুক্মিণীং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) সমাগতাঃ যশস্বিনঃ বীরাঃ তৎকৃত হৃচ্ছয়ার্দ্দিতাঃ (তয়া 'কৃতঃ' জনিতঃ যঃ হৃচ্ছয়ঃ কামঃ তেন আর্দিতাঃ পীড়িতাঃ সন্তঃ) মুমুহুঃ (মোহংগতাঃ) তদুদারহাস-ব্রীড়াবলোকহৃতচেতসঃ (তস্যাঃ যঃ উদারহাসঃ ব্রীড়য়াসহ অবলোকঃ তাভ্যাং হৃতানি চেতাংসি যেসাং তে) উজ্ঝিতাস্ত্রাঃ (তাক্তায়ুধাঃ) গজরথাশ্বগতাঃ তে নৃপতয়ঃ যাত্রাচ্ছলেন হরয়ে (শ্রীকৃষ্ণায়) স্বশোভাং অর্পয়তীং যাং (রুক্মিণীং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বিমূঢ়াঃ ক্ষিতৌ (ভূতলে) পেতুঃ (পতিতাঃ) সা (কন্যা রুক্মিণী) এবং [ক্রমেন] শনৈঃ (মন্দং মন্দং) চলপদ্মকোশৌ (চলৎপদ্মকোশতুল্যৌ) [চরণৌ] চলয়তী (চালয়ন্তী) ভগবতঃ (সর্বৈশ্বর্যযুক্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) প্রাপ্তিং (সমাগমং) প্রসমীক্ষমানা (অপেক্ষমানা সতী) বামকরাজৈঃ (বাম-করাঙ্গুলিভিঃ) অলকান্ (চূর্ণকুন্তলান্) উৎসার্য্য (অপসার্য্য) হ্রিয়া (লজ্জয়া) প্রাপ্তান্ (আগতান্) নৃপান্ ঐক্ষত (অপশ্যৎ) তদা অচ্যুতং চ [শ্রীকৃষ্ণঞ্চ] দদর্শ (দৃষ্টবতী) [অথ] কৃষ্ণঃ রথং আরুরুক্ষতীং (রথারোহণে সমুদ্যতাম্) তাং (রাজকন্যাং রুক্মিণীং) দ্বিষতাং সমীক্ষতাং (দ্বিষৎসু শত্রুষু সমীক্ষমানেষু সৎসু) জহার (হৃতবান্)।

৪৯। **মূলানুবাদ ঃ** অতঃপর সেই বিপ্রপত্নীগণ রুক্মিণীদেবীকে নির্মাল্য দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। অতপর বধূ বিপ্রস্ত্রীদের তথা অম্বিকা দেবীকে প্রণাম করলেন ও নির্মাল্য গ্রহণ করলেন।

৫০-৫৫। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীবিষ্ণুমায়াসম, বীরমোহিনী, সুমধ্যমা, অজাতরজস্বলা, নিতম্বার্পিত-রত্নমেখলা, প্রকাশমান স্তনযুগলা, কুন্তলাচ্ছাদনে অলভ্য শ্রীকৃষ্ণ দর্শন-বিচ্ছেদ ভয়ে শঙ্কিতা, হাসমাধুরীতে স্ফীত অধরা বিম্বফলবৎ অধরদ্যুতিতে রক্তিমতা প্রাপ্ত কুন্দকুসুমবৎ দন্তপাতিতে শোভনা, কলহংসগামিনী, শব্দায়মান মনোজ্ঞ নূপুরের দীপ্তিতে শোভাবিশিষ্ট পদদ্বয়ে চলমানা রুক্মিণীকে দেখে সমাগত যশশালী বীরগণ রুক্মিণী-জনিত কামবেগে মোহিত হল।

সেই রুক্মিণীর উদার হাস ও লজ্জা জড়িত অবলোকন দ্বারা হৃতচিত্তা, ত্যক্তায়ুধা, গজরথ অশ্বগতা নৃপতিগণ উৎসবচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণকে স্বশোভা নিবেদনকারিণী রুক্মিণীকে দেখে বিমূঢ় হয়ে ভূতলে পতিত হল। সেই কন্যা রুক্মিণী এই ক্রমে মন্দমন্দ চলমান পদ্মকোশ তুল্য চরণ যুগলে চলমানা অবস্থায় সর্বৈশ্বর্যযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের সমাগম অপেক্ষমানা হয়ে বাম করাঙ্গুলি দ্বারা চূর্ণকুন্তল লজ্জার সহিত সরাতে সরাতে আগত নৃপদের দিকে নজর রেখে চলতে চলতে শ্রীকৃষ্ণকেও দেখতে পেলেন। অতপর শ্রীকৃষ্ণ রথারোহণে সমুদ্যত হয়ে সেই রাজকন্যা রুক্মিণীকে হরণ করলেন— দ্বেষকারী শত্রুরা চেয়ে দেখতে দেখতে।

৪৭-৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** স্রক্ পৌষ্পী মালা রত্নময়ী ॥ লবণাপূপঃ 'কচোরিকা' ইতি কেচিৎ ॥ বি° ৪৭-৪৮ ॥

৪৭-৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** স্রক্—রত্নময়ী পুষ্পমালা লবণাপূপ—কচুরি ॥ বি° ৪৭-৪৮

৪৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** দেব্যৈ চ দুর্গায়ৈ ॥ জী° ৪৯ ॥

৪৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** দেব্যৈ চ—দুর্গাকে। [**শ্রীসনাতন—প্রদদুঃ**—সাদরাত্বাদিনা দদুঃ।] ॥ জী° ৪৯ ॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** শেষাং নির্ম্মাল্যম্ ॥ বি° ৪৯ ॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** শেষাং—নির্মাল্য ॥ বি° ৪৯ ॥

৫০-৫৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** প্রগৃহ্যেতি—বহুসম্মর্দ্দেন মূলতস্তু শ্রীকৃষ্ণাগমনসময়ে সম্ভ্রমবৈবশ্যেন রত্নমুদ্রাং রত্নাঙ্গুরীয়কমুপ অধিকং শোভয়িতুং শীলং যস্যেতি শোভাবিশেষবর্দ্ধনাৎ তৎ সর্ব্বং 'যাত্রাচ্ছলেন হরয়েঽর্পয়ন্তীং স্বশোভাম্' ইত্যনুসারেণ তদর্পণ-পরিকরত্বমেব প্রাপ্তমিতি দ্যোতিতম্। টীকায়াং ভৃত্যাং সখীমিতি যোগ্যত্বাল্লক্ষণয়া ॥

অথাবসরং প্রাপ্য বিরোধিপরাভবায় তস্যাঃ প্রভাবোঽপ্যাবির্বভূবেত্যাহ—তাং দেবমায়ামিতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। তত্র তামিতি সার্দ্ধদ্বয়কং 'যাত্রাচ্ছলেন হরয়েঽর্পয়ন্তীং স্বশোভাম্' ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেণান্যেভ্যস্তু স্বশোভামর্পয়ন্তীং তাং দেবমায়ামিব 'মল্লানামশনিঃ' [শ্রীভা ১০।৪৩।১৭] ইত্যাদি-দিশা দেবস্য ভক্তেষু স্বরূপবৈচিত্র্যা দীব্যতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মল্লাদিষু অশনীত্যাদি-প্রত্যায়িকাং মায়ামিব বীরমোহিনীং বীরাণাং প্রতিপক্ষাণাং পাঠান্তরে ধৈর্য্যভাজামপি তেষাম্; স্বস্মিন্ রূপান্তরকল্পনয়া তান্ মোহয়ন্তীং বীক্ষ্য তে বীরা মুমুহুঃ। বীরমোহিনীরূপমেব বর্ণয়তি—সুমধ্যমামিত্যাদিনা মোহিনীরূপত্বেনৈব তেষাং মোহো জনিষ্যত ইতি স্পষ্টয়তি। যশস্বিনো বীরত্ব-ধীরত্বাদিনা খ্যাতা অপি তয়া কৃতেন মোহিনীরূপেণ যো হৃচ্ছয়স্তেনার্দ্দিতা ইতি। অর্থান্তরে তে ইত্যস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ ইত্যয়মেবার্থো বিবক্ষিতঃ। যামিতি যুগ্মকম্। মোহিনীরূপতয়া ভাতাং বীক্ষ্য নৃপতয়স্তু ক্ষিতৌ পেতুঃ; স্বরূপতয়া সর্ব্বতো বিলক্ষণাং স্বীয়াং শোভান্তু হরয়েঽর্পয়ন্তীং ন স্বসুরেভ্য ইবান্যতো ভাতামিত্যর্থঃ॥

এবমনেন স্বশোভার্পণপ্রকারেণ বামকরজৈর্ব্বামকরাঙ্গুলিভিরলকানুৎসার্য্য ভগবতস্তস্য প্রাপ্তিং হ্রিয়াপাঙ্গৈর্মুহুরপাঙ্গবিক্ষেপৈরেব, ন তু সাক্ষান্নেত্রাভ্যাং প্রসমীক্ষমাণা নিকটে পতিতান্ নৃপান্ ঐক্ষত, তদনন্তরন্ত অচ্যুতং দদর্শ। কিং কুর্ব্বতী? চরণাবেবাব্জকোষৌ তৌ তস্য প্রত্যাসত্তিকামনয়া শনৈশ্চালয়ন্তী, চলৎপদ্মকোষাবিতি পাঠস্তু শ্রীস্বামিসম্মতঃ। অত্র রূপক-বলেনৈব রূপ্যং লভ্যত ইতি চরণাবধ্যাহৃতৌ অতিশয়োক্তিনামালঙ্কারস্য প্রথমস্তু ভেদোঽয়ম্; যথোক্তম্—'সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে। ভেদেঽপ্যভেদঃ সম্বন্ধেঽসম্বন্ধস্তদ্বিপর্য্যয়ৌ। পৌর্ব্বাপর্য্যাত্যয়ঃ কার্য্যহেত্বোঃ সা পঞ্চধা মতা ॥ বিষয়নিগরণেনাভেদপ্রতিপত্তির্বিষয়িনোঽধ্যবসায়ঃ' ইতি। অচ্যুতঞ্চেতি—প্রায়ঃ স্বামিসম্মতোঽয়ং পাঠঃ। অচ্যুতং সেতি পাঠস্তু সর্ব্বত্র দৃশ্যতে। অত্র পূর্ব্বত্র সা তাদৃশী যত্তদোরন্বয়বলাৎ, উত্তরত্র সা রুক্মিণী প্রকরণবলাৎ। অচ্যুতমিতি—নিজ প্রতিজ্ঞাতোঽচ্যুতস্তথা তচ্চিত্তাচ্চ্যুতিরহিত্যা-

ভিপ্রায়েণেত্যনেন তৎপরিচায়নাপেক্ষা নিরস্তা। রথমারুরুক্ষন্তীং কালবিলম্বায় তথা তদারোহণার্থ-মিতস্ততশ্চেষ্টামাত্রং কুর্ব্বতীং, ন তু সহসারোহন্তীমিত্যর্থঃ। পূর্ব্বং তু তদনারোহণং দেবযাত্রাগৌর-বেণেতি জ্ঞেয়ম্। সমীক্ষতাং সম্যগীক্ষমাণানামিতি মোহাপগমং সূচয়তি; অনাদরে ষষ্ঠী। এবং পরমঃ প্রাগল্‌ভ্যং বিক্রমবত্ত্বং ক্ষিপ্রকারকত্বাদিকঞ্চ দর্শিতম্॥ জী° ৫০-৫৫॥

৫০-৫৫। **শ্রীজীব° বৈ তো° টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীসনাতন—**প্রগৃহ্য**—[প্র+গৃহ্য] প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ স্নেহভরে দৃঢ়রূপে সখীহস্ত ধরলেন শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের আকাঙ্খায়। অথবা ভাবি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন বৈবশ্যে মাটিতে পড়ে যাওয়ার শঙ্কায়। বস্তুতঃ সখীহস্ত ধরলেন শোভাবিশেষ প্রকাশের প্রয়োজনেই আরও যেমন বলা আছে—'পূজা-পার্বনের ছলে শ্রীহরিকে স্বশোভা অর্পণ করণীয়', তাই বিবাহে **রত্নমুদ্রোপশোভিনা** 'রত্নমুদ্রয়া' রত্ন অঙ্গুরি ধারণে 'উপ' সর্বোর্দ্ধরূপে শোভা পাওয়ার জন্য প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী আচার যার সেই রুক্মিণীর দ্বারা সখীর হস্ত গৃহীত হল—এইরূপে পরমশোভা উক্ত হল।]

[শ্রীজীব] **প্রগৃহ্য ইতি**—[প্র+গৃহ্য] বহু ঠাসাঠাসি ভীড় হেতু সখীহস্ত জাপটে ধরলেন। আসলেতো দর্শন বৈবশ্যে পদস্খলন আশঙ্কায় ধরলেন। **রত্নমুদ্রোপশোভিনা**—'রত্নমুদ্রাং' রত্নঅঙ্গুরীতে 'উপ' অধিক শোভা পেতে পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী আচারবতী রুক্মিণীদেবী। শোভা বিশেষ বর্ধনের জন্যই উপর্যুক্ত সব কিছু - "পূজার ছলে হরিকে স্বশোভা অর্পণ করণীয়।" এই অনুসারে রত্নমুদ্রার অর্পণ-পরিকরত্বই অর্থাৎ বিশেষ অভিপ্রায় যুক্ততাই পাওয়া যাচ্ছে, এরূপই দ্যোতিত হচ্ছে॥

অতঃপর সুযোগ পেয়ে বিরোধী রাজন্যবর্গকে পরাভূত করার জন্য শ্রীরুক্মিণী দেবীর প্রভাব আবির্ভূত হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে 'তং দেবমায়াম্ ইতি' থেকে ৫৪ শ্লোকের 'স্বশোভাম্' পর্যন্ত ৩½ শ্লোকে। এর মধ্যে ৫১ শ্লোকের 'তং' থেকে 'হৃচ্ছয়ার্দ্দিতাঃ' পর্যন্ত দুই শ্লোকে—যা বলা হচ্ছে, সে অনুসারে কৃষ্ণ ছাড়া অন্যজনকে কিন্তু স্বশোভা অর্পণ করলেন না শ্রীরুক্মিণী। তাদিকে **দেবমায়ামিব**—'মল্লানামশনিঃ' শ্রীভা° ১০।৪৩।১৭] অর্থাৎ কংসের ক্রীড়ারণাঙ্গনে মল্লদের নিকট বজ্রতুল্য, নরগণের নিকট নরোত্তম স্বরূপ, কামিনীগণের নিকট মূর্তিমান কন্দর্পরূপী ইত্যাদি অনুসারে দেবতাদের ভক্তদিগের নিকট স্বরূপ-বৈচিত্রীতে ক্রীড়াশীল। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধরত চানুর-মুষ্টিক মল্লদের নিকট কিন্তু বজ্র ইত্যাদি প্রত্যয়দাতা মায়ার মত বীরমোহিনী পাঠান্তরে বীরাণাং প্রতিপক্ষদের মোহিনী—তাদের ধৈর্য্যচ্যুতিকারকও—নিজেতে রূপান্তর কল্পনা দ্বারা প্রতিপক্ষের বীরদের মোহিত করছেন, তৎকালে এই রূপটি দেখে বীরসকল মূর্চ্ছায় পড়লেন। বীরমোহিনী রূপও বর্ণন করা হচ্ছে—'সুমধ্যমাং' ইত্যাদি দ্বারা—মোহিনীরূপ হেতুই তাদের মোহ জন্মে থাকে, এতো স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে। **যশস্বিনো**—বিরুদ্ধপক্ষের বীরগণ বীরত্ব-ধীরত্বাদি গুণে মণ্ডিত, এরূপখ্যাত থাকলেও

রুক্মিণীকৃত মোহিনীরূপে যে কাম, তার দ্বারা পীড়িত হল। ৫৩ শ্লোকের তে নৃপ ইত্যাদি ধীরত্বে-বীরত্বে প্রসিদ্ধ হয়েও তৎকৃত কামে বিত্রস্ত হয়ে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকৃত রুক্মিণীতে যা কাম তৎদ্বারা বিত্রস্ত হয়ে—এই অর্থ হতে পারে না তাই উপরে যে অর্থ করা হল, তাই বলারই ইচ্ছা।

'যাং বীক্ষ্য ইতি' 'পেতুঃ' দুটি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা। রুক্মিণীকে মোহিনী রূপে দীপ্তি পেতে দেখে নৃপতিগণ ভূতলে ঢলে পড়ল। স্বরূপে সর্বভাবে বিলক্ষণ নিজস্ব এই শোভা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেছেন।—এটি কৃষ্ণেরই একমাত্র ধন—অসুরদের মতোই অন্যস্থানেও এই মোহিনী রূপটি প্রকাশিত হয় না॥

এ কারণেই রুক্মিণীর দ্বারা কৃষ্ণকে স্বশোভা অর্পণ প্রকারে বামকরাঙ্গুলির দ্বারা কেশরাশি সরিয়ে দিয়ে ভগবানের চোখে পড়ে যান এই ভাবে লজ্জায় মুহুর্মুহু অপাঙ্গ নিক্ষেপে, সাক্ষাৎ নয়ন মেলে চেয়ে থাকা কিন্তু নয় নিকটে সমাগত রাজগণকে দেখতে দেখতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। কমল-কোষের মত চরণযুগলে শোভমানা রুক্মিণী তাঁর নিকটস্থ হওয়ার কামনায় ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন। 'চলৎপদ্মকোষাবিতি' পাঠও শ্রীস্বামি সম্মত। এখানে রূপক বলেই চরণশোভা পাওয়া যাচ্ছে এইরূপে চরণযুগল অধ্যাহৃত।—এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের প্রথম ভেদইহা॥

[শ্রীসনাতন টীকা—**অলকাবৃৎ নার্য্য ইতি**- কেশরাশি অপসারণ করে- পরিপূর্ণ রূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের জন্য, এর দ্বারা রুক্মিণীর বৈদগ্ধাদি সূচিত হল। **প্রাপ্তান্ নৃপান্ ইতি**—শিশুপালকে সাহায্য করবার জন্য আগত সকল নৃপগণের চোখের সামনে। কৃষ্ণ দর্শনেচ্ছায় চতুর্দিকে লজ্জায় আড়চাহনি নিক্ষেপে তাদিগকে দেখতে পেলেন। চতুর্দিকে দৃষ্টিচালনাতেই অপাঙ্গের বহুলতা। অথবা **ব্রিয়া প্রাপ্তান্**- লজ্জায় অপমানিত হয় এমনভাবে দৃষ্টিতে গৃহীত নৃপসকল। অথবা অপাঙ্গের সহিত বর্তমান যে নয়ন তদুপরি পতিত কেশরাশি অপসারিত করত ভগবান্ কৃষ্ণের প্রাপ্তি কোথায় কিভাবে হয় এজন্য এগিয়ে চললেন। ভালভাবে নৈকট্যাদি হলে সম্যক্‌রূপে ইতস্তত দৃষ্টিপ্রসারে নিরীক্ষমানা সতী সম্মুখে ইতস্তত পতিত রাজন্যবর্গকে দেখতে পেলেন। **অচ্যুতং চ**—দূরে স্থিত অচ্যুতকেও নৃপবর্গ বঞ্চনের জন্য পরে দেখলেন. আরও এই 'দদৃশে' ক্রিয়াপদের সহিত 'অপাঙ্গৈঃ' পদটির এখানেই অন্বয় হবে—ভাববিশেষে তথায়ই দর্শন করতে থাকায়। **অচ্যুতম্ ইতি**—কৃষ্ণের নিজ ধৈর্যাদি চ্যুতিরহিত বলে. তথা তাঁর চিত্ত থেকে কোনও প্রকারে রূপগুণাদি চ্যুতিরাহিত্য অভিপ্রায়ে: এহেতু তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা নিরস্ত হল। রুক্মিণী রথারোহণে ইচ্ছুক হওয়ার হেতু—**রাজকন্যাঃ ইতি**—রাজকন্যা হওয়া হেতু পায়ে হেঁটে যেতে অযোগ্যতা, কিংবা সুকোমল চরণ হওয়া হেতু পুনরায় পায়ে হেঁটে যাওয়ার শক্তি না থাকা হেতু, এরূপ ভাব। **জহার ইতি**—কৃষ্ণ স্বয়ং রথ থেকে নেমে এসে হাত দিয়ে রুক্মিণীর হাত ধরে বা কোলে করে রুক্মিণীকে উঠিয়ে নিলেন, এরূপ বুঝতে হবে। **সমীক্ষতাম্**— শত্রুগণের চক্ষুর সম্মুখেই, এতে

তাদের মোহ-অপসারণ সূচিত হচ্ছে। এইরূপে অতিশয় প্রগল্‌ভতা, বিক্রমশালিতা, ক্ষিপ্রকারিতা দর্শিত হল—এও সম্ভব হল কারণ তিনি যে **কৃষ্ণ ইতি**—যেহেতু সাক্ষাৎ ভগবান—অথবা পরম আকর্ষক, সাক্ষাৎ হরণে মহাদক্ষ]॥ জী° ৫০-৫৫॥

৫০-৫৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা :** মুনিব্রতং মৌনম্॥ ততশ্চ তাং চিদানন্দময়ীং ভগবচ্ছক্তিং শ্রীরুক্মিণীং ভগবদ্বিদ্বেষোঽসুরা মায়ামেব প্রতিয়ন্তি স্মেত্যাহ, তামিতি সার্দ্ধৈঃ পাদোনত্রিভিঃ। তাং শ্রীরুক্মিণীং দেবমায়ামেব বিলোক্য বীরা মুমুহুরিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। ইবেত্যেবার্থে। "মল্লানামশনি" রিত্যত্রায়মশনিরেব ন তু সুকুমারো বাল ইতি মল্লাঃ কৃষ্ণং যথা অমংসত অশনিত্বঞ্চ ন তস্য স্বরূপমতো মল্লাদ্যাঃ স্ব স্ব দৃগ্‌ভিস্তস্যা স্বরূপমেব জগৃহুঃ কৃষ্ণনিষ্ঠং স্বরূপং স্যাদ্দৈত্যৈঃ সুগমং জনৈরিত্যুক্তেঃ। তথৈব দেবানামপীয়ং মায়া পরমমোহিনী কাপি সুন্দরী ন ত্বিয়ং মানুষীতি তাং মন্বেত্যর্থঃ। দেবমায়ামেব বিশিনষ্টি। বীরেত্যাদিভিঃ শ্যামাং "শীতকালে ভবেদুষ্ণা উষ্ণকালে তু শীতলা। স্তনৌ সুকঠিনৌ যস্যাঃ সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা॥" ইত্যুক্তলক্ষণাং ব্যঞ্জয়ন্তৌ ব্যক্তীভবন্তাবেব স্তনৌ যস্যাস্তাং কুন্তলেভ্যঃ শঙ্কিতে ইব চপলে ইব ঈক্ষণে যস্যাস্তাম্॥

বিম্বফলাধরস্য দ্যুতিভিঃ শোণায়মানা দ্বিজা দন্তা এব কুন্দকুট্‌মলানি যস্যাস্তাং শিঞ্জচ্চ তৎকলানূপুরমতিশিল্পনির্ম্মিত নূপুরঞ্চ তস্য ধামভির্দীপ্তিভিঃ শোভিনা পদা চলন্তীং. তৎকৃতো মায়াপ্রতীতিজনিতো যো হৃচ্ছয়ঃ কামস্তেনার্দ্দিতাঃ। যথা গন্ধর্ব্বনগরে স্থলীমুর্ব্বশীমেব বিলোক্য পুরুরবাঃ কামার্দ্দিতোঽভূৎ যথৈব তস্য কাম উর্ব্বশীস্থ জন্য এব নতু স্থালীপ্রতীতিজন্যস্তথৈব বীরাণাং হৃচ্ছয়ো মায়াপ্রতীতিজন্য এব নতু রুক্মিণীপ্রতীতি জন্য এবেত্যতোঽন্যস্তু বিরুদ্ধোঽর্থ পরা হতঃ॥

ন কেবলং মুমুহুঃ পেতুশ্চেত্যাহ, যামিতি। অত্রাপি শ্লোকে দেবমায়ামিতি পদমনুবর্ত্তনীয়ম্। যাং শ্রীরুক্মিণীং দেবমায়ামিব বীক্ষ্য তে নৃপতয়ো বিমূঢ়াঃ সন্তঃ পেতুঃ। যাং রুক্মিণীং কীদৃশীং হরয়ে স্বশোভামর্পয়ন্তীং নত্বন্যেভ্যঃ॥

সা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণং দিদৃক্ষমাণৈব প্রাপ্তান্ তত্রাগতান্ হ্রিয়া ঐক্ষত হ্রিয়েত্যেতেঽন্যে পুরুষা ইতি তদ্দর্শনেন লজ্জাঽঙ্গনিষ্ঠেতি ভাবঃ। তন্মধ্যে এবাচ্যুতং দদৃশে দদর্শ। যঃ খলু হৃদয়াৎ চ্যুতো ন ভবতীতি ভাবঃ॥ বি° ৫০-৫৫॥

৫০-৫৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ : মুনিব্রতং**- মৌনব্রত।

আরও অতঃপর সেই চিদানন্দময়ী ভগবৎশক্তি শ্রীরুক্মিণীকে ভগবৎ-বিদ্বেষী অসুরগণ মায়ার মত ধারণা করতে লাগল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, তাং থেকে ৩২ শ্লোক স্বশোভাম্‌ পর্যন্ত। অন্বয় করনীয় 'যেন' অর্থে। **তাং**—শ্রীরুক্মিণীকে **দেবমায়ামিব**- নিশ্চয়ই দেবমায়া এরূপ ধারণা করত বীরগণ যেন মূর্চ্ছা গেলেন। - (সমুদ্র মন্থন কালের বিষ্ণুর মোহিনী রূপের মত রুক্মিণীকে তৎকালে বীরগণ

রথং সমারোপ্য সুপর্ণলক্ষণং রাজন্যচক্রং পরিভূয় মাধবঃ।
ততো যযৌ রামপুরোগমৈঃ শনৈঃ শৃগালমধ্যাদিব ভাগহৃদ্ধরিঃ ॥ ৫৬ ॥

৫৬। **অন্বয় ঃ** ততঃ (অনন্তরং) মাধবঃ [তাং কন্যাং] সুপর্ণলক্ষণং (গরুড়ধ্বজং) রথং সমারোপ্য (উত্তোল্য) রাজন্যচক্রং (রাজমণ্ডলং) পরিভূয় (পরাজিত্য) শৃগালমধ্যাৎ ভাগহৃৎ (স্বভাগগ্রাহী) হরিঃ (সিংহঃ) ইব রামপুরোগমৈঃ ('রামঃ' বলদেবঃ পুরোগমঃ অগ্রগামী যেষাং তৈঃ যাদবৈঃ সহ) শনৈঃ (মন্দং মন্দং) যযৌ (গতবান্)

৫৬। **ঘুলাবুবাদ ঃ** অনন্তর শৃগালদের মধ্য থেকে নিজভাগগ্রাহী সিংহের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে নিজগরুড়ধ্বজ রথে চড়িয়ে রাজমণ্ডলীকে পরাজিত করত বলদেব প্রমুখ যাদবগণের সহিত ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন।

দেখছিল) 'ইব' এর অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে, যথা কংসের মল্লযুদ্ধ প্রাঙ্গণে মল্লদের নিকট কৃষ্ণ যেমন বজ্রের মত প্রতীয়মান হচ্ছিল, সেইরূপ বীরদের নিকট কৃষ্ণ বজ্রের মত প্রতীয়মান হচ্ছিল, সুকুমার বালক নয়। মল্লগণ কৃষ্ণকে যেমন চিন্তা করলেন তাঁর বজ্র কঠিনত্ব চিন্তা করলেন না তাঁর স্বরূপ; অতএব মল্লাদি দ্বারা নিজ নিজ চক্ষুদ্বারা তাঁর স্বরূপই গ্রহীত হয়েছিল।—কৃষ্ণনিষ্ঠ স্বরূপই হয়েছিল—দৈত্যের দ্বারা সুগমজনের দ্বারা—সেইরূপই দেবমায়া—দেবতাদেরও এই মায়া পরমমোহিনী কোনও সুন্দরী, এ কোনও স্ত্রীদেহধারী মনুষ্য নয় এরূপ তাঁকে মনে করে (মোহিত হলেন)। 'দেবমায়া' কথাটা বিস্তারিতভাবে বলা হচ্ছে 'বীরমোহিনীং' ইত্যাদি কথা দ্বারা শ্যামাঃ—"যে নারী শীতকালে উষ্ণ, উষ্ণকালে শীতল, স্তনযুগল সুকঠিন যার তাকে 'শ্যামা' বলা হয়।"

উপর্যুক্তলক্ষণা প্রকাশিত স্তনযুগলা, কুন্তলরাশিভারে যেন শঙ্কিতা ও চপলেক্ষণা সেই রুক্মিণীকে দর্শন করে কামে মোহিত হল বীরগণ॥

বিম্বফল সদৃশ অধরদ্যুতিদ্বারা রক্তিমতা প্রাপ্ত দ্বিজ-কুন্দ-কুড্মলাম্— কুন্দকুসুমকলিকা সদৃশ দন্তে শোভিতা. শব্দায়মান অতিশিল্প নির্মিত নূপুরের দীপ্তিতে শোভনা চরণে চলমানা হলে তৎকৃত মায়াপ্রতীতি জনিত যে হৃচ্ছয়ঃ—কাম, তার দ্বারা পীড়িত হলেন সমবেত যশস্বী বীর-পুরুষগণ—যথা গন্ধর্বদত্ত অগ্নিস্থালী উর্বশীকে দেখে পুরুরবা কামার্দিত হয়েছিলেন—তার কাম যেমন উর্বশীজ্ঞান হেতুই, স্থালী প্রতীতির জন্য নয়. সেইরূপই উপস্থিত বীরদের কাম মায়াপ্রতীতি হেতুই রুক্মিণী প্রতীতি জন্য নয়—কাজেই অন্যত্র যে বিরুদ্ধ অর্থ, তা পরাহত হল। কেবল যে মূর্চ্ছা গেলেন, তাই নয় ভূমিতে লুটিয়েও পড়লেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যাঃ—রুক্মিণীকে। এই রুক্মিণী কিরূপ? এরই উত্তরে যিনি কৃষ্ণকে স্বশোভা অর্পণ পরায়ণা ছিলেন, অন্য কাউকে নয়।

তাং মানিনঃ স্বাভিভবং যশঃক্ষয়ং পরে জরাসন্ধমুখা ন সেহিরে।
অহো ধিগস্মান্ যশ আত্তধন্বনাং গোপৈর্হৃতং কেশরিণাং মৃগৈরিব ॥৫৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
রুক্মিণীহরণং নাম ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়॥ ৫৩॥

৫৭। **অন্বয়ঃ** জরাসন্ধমুখাঃ (জরাসন্ধপ্রভৃতয়ঃ) মানিনঃ (অভিমানশীলাঃ) পরে (শত্রবঃ) তং (তাদৃশং) স্বাভিভবং (আত্মপরাভবং) যশঃ ক্ষয়ং ন সেহিরে (ন সোঢ়ুং সমর্থা বভূবুঃ) [তেষাং আক্রোশং আহ] অহো অস্মান্ ধিক্ [যতঃ] মৃগৈঃ কেশরিণাং ইব (মৃগৈঃ যথা সিংহাণাং যশঃ হ্রিয়তে তথা আত্তধন্বনাং (ধনুর্দ্ধারিণাং অস্মাকং) যশঃ গোপৈর্হৃতং।

৫৭। **মূলানুবাদ ঃ** জরাসন্ধ প্রমুখ অভিমানে স্ফীত রাজন্যবর্গ আত্মপরাভবে যশক্ষয় সহ্য করতে পারল না—তাদের আক্রোশ, অহো আমাদিকে ধিক্। যেহেতু মৃগের দ্বারা সিংহের যশ হৃত হওয়ার মত ধনুর্দ্ধারী আমাদের যশ কৃষ্ণানুবর্তী গোপদের অর্থাৎ যদুদের দ্বারা হৃত হল।

সা—সেই রুক্মিণী এইরূপে চলতে চলতে সর্বৈশ্বর্যযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের আগমন চক্ষুদ্বারা সাক্ষাৎ প্রাপ্তির জন্য পরম উৎসুক'দির সহিত অপেক্ষমানা থাকা অবস্থায় তাঁকে **প্রাপ্তান্**—আগত দেখতে পেয়ে **ব্রীয়ক্ষত**—লজ্জাবনত হয়ে দর্শন করলেন। এই লজ্জা অন্য পুরুষদের জন্যই কৃষ্ণ দর্শনে লজ্জার উদয় হয় নি, এরূপ বুঝতে হবে। এর মধ্যেই অচ্যুতকে দর্শন করলেন **অচ্যুত**—যিনি কখনও হৃদয় থেকে চ্যুত হন না। এরূপ ভাব॥ বি° ৫০-৫৫॥

৫৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** সুপর্ণলক্ষণমিতি তদীয়ত্বপ্রসিদ্ধ্যা ভয়েন সর্বেষামাপাততস্তব্ধতা দর্শিতা, রথস্য শোভাবিশেষশ্চ, শনৈরেব যযৌ, নির্ভয়ত্বাৎ॥ জী° ৫৬॥

৫৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ সুপর্ণলক্ষণং রথং**—গরুড়ধ্বজশোভিত রথ—ইহা কৃষ্ণেরই রথের চিহ্ন, ইহা প্রসিদ্ধ থাকায় রাজন্যবর্গ ঐ রথটি দেখেই আপাতত ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল, ইহাই দেখান হল ঐ রথের উল্লেখে। আরও দেখান হল রথের শোভাবিশেষ **শনৈঃ যযৌ** - নির্ভয় হেতু আস্তে ধীরে চললেন কৃষ্ণ॥ জী° ৫৬॥

৫৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** যশসঃ ক্ষয়ো যস্মাত্তমর্থাৎ স্বস্য; যদ্বা, যশসঃ ক্ষয়ঞ্চ, পরে শত্রবঃ, তত্রাপি মানিনঃ; পরৈতি পাঠঃ ক্বচিৎ। মুখা ইত্যত্র বশা ইতি চ। আত্তং যদ্ধনুস্তৎ প্রশস্তত্বেন বিদ্যতে যেষাং তেষামাত্তধন্বিনামারোপিতধনুষ্পাণীনাং রাজ্ঞামপি। গোপৈরিতি চ বহুত্বং কৃষ্ণানুবর্ত্তিত্বেন যদূনামপি গোপত্বমননাৎ অস্মদযশ ইতি পাঠশ্চিন্ত্যঃ॥ জী° ৫৭॥

৫৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** [সনাতন টীকা—তাদের সাক্ষাতেই রুক্মিণীকে হরণ হেতু যশের ক্ষয় বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিছু করতে অসমর্থ হওয়ায় শৌর্যাদি হানি হেতু অথবা শিশুপালকে কন্যা সাধন-উদ্যমাদির ব্যর্থতা হেতু ইতরযাদবদের ধৃষ্টতা সর্বক্ষত্রিয়গণ সহ্য করতে পারলেন না যেহেতু তারা বীরাদি অভিমানে মত্ত ।

অথবা একে শত্রুপক্ষ তার মধ্যেও আবার মানী—তারা বলতে আরম্ভ করলেন অহো ধনুর্ধারী রাজা হলেও আমাদের যশ গো রক্ষার্থে যষ্টিমাত্রধারী অন্য করদগণের দ্বারা রুক্মিণী হৃত হল অথবা, গোপগণের দ্বারা আমাদের বখরা হরণ হেতু মহাবল পরাক্রমাদি যশই হৃত হল গোপেদের দ্বারা—বহুভাবে কৃষ্ণানুবর্তী হওয়া হেতু যদুদের গোপরূপে মনন উল্লেখ ॥ সনাতন ৫৭ ॥]

যশঃক্ষয়—যশের ক্ষয় হয়েছে যাদের থেকে সেই তারা অর্থাৎ নিজেদের। **পক্ষে**—শত্রু সকল। তাদের হাতে মানের ক্ষয়। তা হলেও মানী। মুখা এবং বশা দুরকম পাঠ। **আত্তধন্বনাং**—যাদের হাতে ধনু প্রশংসনীয়ভাবে ধরা আছে সেই আরোপিত ধনুষ্পাণি রাজাদেরও যশ গোপেদের দ্বারা হৃত হল। 'গোপৈঃ' শব্দে এরা যে বহু তাই বুঝানো হল—এরা যদু হলেও কৃষ্ণানুবর্তী হওয়া হেতু গো-রাখাল বলেই মনন, সে হেতু আমাদের যশ ক্ষয় ॥ জী° ৫৭ ॥

৫৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অসহমানানাং তেষামাক্রোশমাহ,— অহো ইতি। যতোঽস্মাকং যশো গোপৈর্হৃতম্ ॥ বি° ৫৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ে দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

৫৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এই অপমান অসহমান তাদের আক্রোশ বলা হচ্ছে—অহো ইতি। যেহেতু আমাদের যশ গোয়ালাদের দ্বারা অপহৃত হল ॥ বি° ৫৭ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত দশমে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

—):ঃ(—